# তাল-অভিধান

# তাল-অভিধান

**শ্রীমানস দাশগুপ্ত**

অধ্যাপক, সংগীত-ভবন।

বিশ্বভারতী।



TĀL-ABHIDHĀN
(A dictionary of Tala)
Writer : Sri Manas Dasgupta

**প্রথম প্রকাশ ঃ**
জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২

**প্রকাশিতব্য গ্রন্থ ঃ**
১. পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, জীবন ও সাধনা।
২. Marvels of Ustād Hābibuddin

**প্রকাশিকা** ঃ শ্রীমতী মমতা দাশগুপ্তা।
পূর্বাচল হাউসিং এস্টেট।
2R. ব্লক নং 6, ফ্ল্যাট নং 6
Phase 2 সেক্টর ৩
কলিকাতা - ৭০০ ০৯১

**মুদ্রক** ঃ অ্যাল্‌ফা ইন্‌ফোটেক্‌।
২৪/২/২৫/১, মন্ডলপাড়া লেন।
কলিকাতা-৫০

*প্রাপ্তিস্থান* ঃ
- **সুবর্ণ-রেখা।**
  শান্তিনিকেতন।
  ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৯।
- **নাথ ব্রাদার্স।**
  ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০ ০৭৩।
- **সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।**
  ৩৬, বিধান সরণী। কলিকাতা-৭০০ ০০৬।

# উৎসর্গ

আমার সংগীতাচার্য শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের শ্রীচরণে নিবেদিত।

# মুখবন্ধ

জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অভিধান এক অপরিহার্য গ্রন্থ। বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সর্বত্র আর পাঁচটা শিক্ষণীয় বিষয়ের মতন সংগীতও বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পঠিত হচ্ছে। দুঃখের বিষয় এই যে, সংগীতের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থগুলি আজও আমরা শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে পারিনি। সংগীত বিষয়ে যাঁরা প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী কেউই তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সহ গবেষণা-ভিত্তিক সংগীত-গ্রন্থ রচনা করার জন্য আজও সাদর আহ্বান জানায়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম পঃ বঙ্গ সরকারের 'রাজ্য সংগীত আকাদেমি'। সংগীতের ব্যাপক গবেষণা ও প্রকাশনার ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠানটি আদর্শ-স্বরূপ বলা যেতে পারে। এঁদেরই প্রকাশিত, সংগীতাচার্য **ডঃ বিমল রায়** লিখিত ও সংগীতশাস্ত্রী **ডঃ প্রদীপকুমার ঘোষ** সম্পাদিত, **"সংগীতি শব্দকোষ"** গ্রন্থটি পাঠ করে আমি অনুপ্রাণিত হই। অবশ্য তাল সংক্রান্ত একটি ছোট অভিধান রচনা করার পরিকল্পনা আমি বহু বছর আগেই নিয়েছিলাম এবং তদনুসারে তাল ও আনদ্ধবাদ্য সংক্রান্ত 'সত্য-মিথ্যা' জড়ানো নানা পারিভাষিক অর্থ একটি পুরণো খাতায় লিপিবদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু সেগুলির সত্যাসত্য যাচাই করার মতন উপযুক্ত জ্ঞান ও বিচার না থাকায় খাতাটি অবহেলিত অবস্থায় পড়ে ছিল। পরে বিশ্বভারতীর সংগীতভবনের গ্রন্থাগারিক শ্রীকালীপদ চৌধুরী মহাশয়ের সহযোগিতায় আধুনিককালের কিছু বিশিষ্ট সংগীত-গ্রন্থের পৃষ্ঠা ওল্টাবার সুযোগ পাই। কোনো কোনো গবেষণামূলক গ্রন্থের ভূমিকায় দেখি গ্রন্থ-রচনার ব্যাপারে ডঃ বিমল রায় কিংবা ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষের নিকট প্রত্যক্ষ ঋণের কথা লেখকগণ অকপটে স্বীকার করেছেন। ফলে, আমার খাতায় সংকলিত পারিভাষিক অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগুলি যাচাই করে নেবার জন্য আমি ডঃ ঘোষের স্মরণাপন্ন হই। উনি শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনে বিভাগীয় বিশেষ কাজের জন্য দু'এক দিন অবস্থান করলে আমি আমার খাতাটি তাঁর হাতে তুলে দিই। উনি দু'চারটি পৃষ্ঠা উল্টে আমার ত্রুটিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করান এবং পরে খাতাটির আদ্যোপান্ত সংস্কার করে দিয়ে শুধু যে আমায় আজীবন কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ রাখলেন তাই নয়, বহু পরিভাষা ও প্রাচীন তালের সংযোজন করে দিয়েছেন এবং সেগুলিকে উদাহরণ সহ আমায় বুঝিয়েও দিয়েছেন। আমার অসাবধনাতা বশত এই গ্রন্থে সামান্য যে দোষ-ত্রুটি আছে, পরবর্তি সংস্করণে তা দূর করার চেষ্টা করবো।

এই অভিধান রচনার ব্যাপারে আমার নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়েছেন আমার সহধর্মিনী সুগায়িকা শ্রীমতী মমতা দাশগুপ্তা। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করতে চাই না।

বিশ্বভারতী,
সংগীত ভবন।
জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

**মানস দাশগুপ্ত**
অধ্যাপক, সংগীতভবন
বিশ্বভারতী।

# অ

**অওধ-তাল**—১৯-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**অওধী গত্**—একপ্রকার গত্ যা তব্‌লায় বাজানো হয়ে থাকে। [গত্ দ্রষ্টব্য]

**অক্ষর** [ন+ক্ষর]—যা ক্ষরণশীল নয়, অর্থাৎ অবিনশ্বর। অকারাদি বর্ণ। তালের বোল্-বাণী নির্মাণের জন্য বর্ণসমূহ।

**অক্ষর-কাল**— একটি বর্ণের উচ্চারণ-কাল যা তাল-মাত্রার একক হিসাবে প্রাচীনকালে গান্ধর্ব-তাল বা মার্গ-তাল এবং দেশী-তাল বা ক্ল্যাসিকাল তালে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে কেবল কর্ণাটকী-তাল বা দক্ষিণ ভারতীয় তালে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন গান্ধর্ব-তাল বা মার্গতালে 'ক-চ-ট-ত-প' এই পাঁচটি অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণ-কালকে এক লঘু-মাত্রা (I) ধরা হতো। দেশী-তালের ক্ষেত্রে অঞ্চল-ভেদে অথবা সম্প্রদায়-ভেদে এক লঘু-মাত্রার পরিমাণকে ৪ বা ৫ বা ৬ অক্ষর-কাল ধরা হতো। (এক লঘুমাত্রার সময়কাল প্রায় এক সেকেন্ডে)

**অঙ্ক** (অঙ্ক + ঘঞ্)—চিহ্ন। তাল-প্রস্তারের সংখ্যা।

**অঙ্ক-তাল**—৯ মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাচীন অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**অঙ্ক্য**— [অঙ্কী দ্রষ্টব্য]

**অঙ্কী**—আঙ্কিক, অর্থাৎ নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত প্রাচীন মৃদঙ্গের একটি প্রকার-ভেদ যা ক্রোড়ে বা কোলে স্থাপন করে বাজানো হতো। এই মৃদঙ্গের আকৃতি ছিল হরিতকীর (হরতুকীর) মতন।

**অঙ্গ₁** [অঙ্গ+অচ্]—তালের অবয়ব, যার সম্মেলনে একটি তালের পরিচয় প্রদান করা হয়। তালের অঙ্গগুলির নাম হচ্ছে অনুদ্রুত (‿) দ্রুত (O), দ্রুত-বিরাম (O'), লঘু (I), লঘু-বিরাম (I '), গুরু (S), প্লুত (S '), কাকপদ (+) প্রভৃতি।

**অঙ্গ₂**—প্রাচীন তাল-পদ্ধতি অনুসারে দশ-প্রাণ বা দশ-লক্ষণের অন্যতম লক্ষণ। [দশ-প্রাণ দ্রষ্টব্য]

**অঙ্গ₃**—প্রাচীনকালের প্রধান আনদ্ধ-বাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**অঙ্গুস্তানা**—অঙ্গুলি-স্থান থেকে উৎপন্ন বোল্, টুক্‌ড়া ইত্যাদি। আঙ্গুল দ্বারা চাঁটি (কিনারা) ও স্যাহী (গাব) থেকে উৎপন্ন টুক্‌ড়া।

**অঙ্গুল/অঙ্গুলি** [অঙ্গ+উল]—প্রাচীনকালে বাদ্যযন্ত্রাদি পরিমাপের একক বিশেষ। ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুলের প্রথম পর্বের সমান [প্রায় $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি]।

**অচেতন স্বর**—নিষ্প্রাণ কাঠ দ্বারা তৈরী আনদ্ধ-বাদ্যের ধ্বনি।

**অজরাড়া, অজরাদা**—উত্তরপ্রদেশের মীরাট শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রাম, যেখানে তব্‌লার স্বতন্ত্র বাদন-শৈলী বা 'বাজ্' এবং তবলার 'ঘরানা' সৃষ্টি হয়েছিল। [তব্‌লার বাজ ও তব্‌লার ঘরানা দ্রষ্টব্য]

**অট/অঠ**—প্রাচীন 'অড্ড' পরিভাষায় অপভ্রংশ। একপ্রকার তাল বিশেষ [তাল দ্রষ্টব্য]

**অট-তালম্**—দুটি লঘু ও দুটি দ্রুত তালাঙ্গ বিশিষ্ট ( I I 0 0) কর্ণাটকী তাল।

[কর্ণাটকী তাল দ্রষ্টব্য]

**অড্ডতাল**—আড়-তাল বা আড়া-তালের অপভ্রংশ। একপ্রকার ১৪-মাত্রা বিশিষ্ট কর্ণাটকী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**অড্ডতালী**—১০ বা ৬-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাচীন তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**অতাঈ**—[পারসিক শব্দ]—সংগীতশাস্ত্র-জ্ঞানবিহীন ও প্রথাগত শিক্ষা ব্যতিরেকে নিজ চেষ্টাবলে উত্তম গায়ক বা বাদক। শাস্ত্রীয়-সংগীত সমাজে কম সম্মানীয় গায়ক বা বাদক।

**অ-তাল**—তাল-বিহীন।

**অতি-চিত্রতম**—অনুমাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার মার্গ। [মার্গ দ্রষ্টব্য]

**অতীত**—একপ্রকার লয়-জাতি। [জাতি দ্রষ্টব্য]

**অতীত-গ্রহ**—গানের দৃষ্টিতে, আগে গান শুরু করে তারপর তাল ধবে একই সঙ্গে গান ও বাদন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়া। তালের দৃষ্টিতে, আগে তাল শুরু করে তারপর গান ধরা। কোনো মতে, তালের গ্রহ বা সম্ প্রদর্শনের এক-মাত্রা পরে গান ধরে সমের একমাত্রা পরে গান ও তাল একত্রে শেষ করা। [গ্রহ দ্রষ্টব্য]

**অদ্ধা-তাল**—১৬-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য] এই তালের অপর নাম 'সিতারখানি'।

**অথমঞ্জরী সওয়ারী-তাল**—১৬-মাত্রার একপ্রকার অপ্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**অদ্ধা-চিত্রতাল**—১৭-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**অদ্রু-তাল**—একপ্রকার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**অধম-বাদক**—উত্তম ও মধ্যম গুণাবলী বিশিষ্ট বাদকের গুণ থেকে যিনি বঞ্চিত। সংগীত-রত্নাকর গ্রন্থে শার্ঙ্গদেব মর্দল-বাদকের ১২টি গুণ বর্ণনা করেছেন, যথা—(১) বর্ণের স্ফুটত্ব (অর্থাৎ বোল্‌গুলির স্পষ্ট বাদন) (২) সুরেখত্ব (বাদকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ যথাযথ থাকা), (৩) গানের সঙ্গে সংগতে দক্ষতা, (৪) কোমল ও কঠিন উভয়প্রকার বাদনে দক্ষতা, (৫) হস্তনিপুণতা, (৬) মনোযোগ, (৭) ক্লান্তিহীনতা, (৮) মুখবাদ্যে (অর্থাৎ মুখড়া বাদনে) নৈপুণ্য, (৯) আবিদ্ধকের (হুড়ুক্কা-বাদকের) অনুসরণ করার ক্ষমতা, (১০) বহুলতা (অর্থাৎ বৈচিত্র্য সাধনের ক্ষমতা), (১১) যতি, তাল ও লয়ের পূর্ণজ্ঞান, এবং (১২) গীতানুসরণ বা গানের সঙ্গে যথাযথ সংগত করার দক্ষতা।

পুনরায়, সংগীত-রত্নাকরের বাদ্যাধ্যায়ের শেষে উত্তম বাদকের ১৭টি গুণ বর্ণিত হয়েছে যথা—(১) হস্ত ও কোণ (বা দন্ড) দ্বারা প্রহারাদিতে প্রবীণ, (২) গীত ও বাদ্য বিষয়ে সুপন্ডিত, (৩) যতি, তাল ও লয় বিষয়ে অভিজ্ঞ, (৪) পাট বা আনদ্ধ-বাদ্যাদির বোল্ সম্পর্কে অভিজ্ঞ, (৫) পঞ্চ সঞ্চজ্ঞ [কাঁধ, কনুই, বুড়ো

আঙ্গুল, কব্জি এবং তাল রাখার জন্য বাঁ-পায়ের যথাযথ সঞ্চালনে অভিজ্ঞ], (৬) দশ প্রকার হস্ত-গুণ সম্পন্ন [ইচ্ছানুসারী হস্ত-সঞ্চালন, দৃঢ়-হস্ত, স্পষ্ট-বাদন, স্নিগ্ধ-হস্ত, দৃঢ় নখযুক্ত, লঘু-হস্ত, বিধি অনুসারী অঙ্গুলী সঞ্চার, ঘর্ম-বিহীন, ক্লান্তি-বিহীন এবং যুক্ত প্রহার], (৭) মুখ্যশিল্পীর বা পাত্রের অভিপ্রেত অনুসারে বাদনে অভিজ্ঞ বাদক, (৮) বিভিন্ন প্রকার আতোদ্য-ধ্বনির তত্ত্বজ্ঞ (৯) সম-অতীত-অনাগত গ্রহ প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ, (১০) গীত-বাদ্য-নৃত্যে মূল শিল্পীর ত্রুটি ঢাকার বিষয়ে পন্ডিত, (১১) তালের গ্রহ ও ন্যাস [অর্থাৎ তালের শুরু ও শেষ] প্রদর্শনে পটু (১২) গীত ও নৃত্তের প্রমাণজ্ঞ [অর্থাৎ পরিমিতি-বোধ বিশিষ্ট,] (১৩) আনদ্ধবাদ্যের সর্বপ্রকার বাদন-ভেদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ (১৪) বাদ্য-বাদনের রূপ-রেখা জ্ঞান সমন্বিত, (১৫) উদ্‌ঘটন পটু [অর্থাৎ আনদ্ধবাদ্যের বাদনযোগ্য বোল্‌গুলি মুখে স্পষ্ট উচ্চারণে যিনি পটু] , (১৬) সর্বপ্রকার বাদ্যের ভেদ-জ্ঞান সম্পন্ন, (১৭) ধ্বনির বৃদ্ধি [অর্থাৎ প্রাবল্য], ক্ষয় (ক্ষীণত্ব) এবং আপত্তি [অর্থাৎ বিলীনত্ব] প্রকাশে পটু।

উপরোক্ত গুণগুলির অধিকাংশ না থাকলে তাকে প্রাচীনশাস্ত্রে অধম-বাদক বলা হয়েছে।

**অনঙ্গ-তাল**—৩২-মাত্রা বিশিষ্ট এক প্রকার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**অনাগত গ্রহ**—তালের তিনপ্রকার গ্রহের অন্যতম। তিন প্রকার পাণির অন্যতম 'উপরিপাণি'। [গ্রহ দ্রষ্টব্য]

**অনাঘাত**—তালের যে অংশে প্রস্বন বা তালাঘাত থাকে না। নিঃশব্দ ক্রিয়া। হিন্দুস্থানী তালে 'খালি' বা ফাঁক্ [পারসিক 'ফাখ্'] । একপ্রকার লয়-জাতি। [জাতি দ্রষ্টব্য]

**অনিবদ্ধ**--তালে কিংবা ছন্দে নিবদ্ধ নয় এমন রচনা।

**অনির্যুক্ত**—প্রাচীন গীত-প্রবন্ধের [অর্থাৎ ক্ল্যাসিকাল গীতের] মধ্যে যেগুলি তাল ও ছন্দের নিয়ম যথাযথ অনুসরণ করতো না।

**অনীকস্থ**— জয়ঢাকের অপর নাম।

**অনুগত লয়**—মধ্যলয়।

**অনুগবাদ্য**—গীত-বাদ্য-নৃত্যের অনুসরণকারী বাদ্য। অনুগ-বাদ্য তিন প্রকার যথা--গীতানুগ-বাদ্য, বাদ্যানুগ বাদ্য এবং নৃত্যানুগ বাদ্য।

**অনুদ্রুত**—দ্রুত-মাত্রার অর্ধেক কাল পরিমিত অর্থাৎ অতিদ্রুত। প্রাচীন এবং আধুনিক কর্ণাটকী পদ্ধতির তালে 'অনুদ্রুত' একপ্রকার তালাঙ্গ যার চিহ্ন / *।

**অন্তর**—প্রাচীন বাদ্য-প্রবন্ধের অন্তর্গত অবনদ্ধ বা আনদ্ধ-বাদ্যের তৃতীয়-ধাতু বা তুক্। [সংগীত-রত্নাকর গ্রন্থের বাদ্যাধ্যায় দ্রষ্টব্য]

**অন্তর-ক্রীড়া-তাল**—৬-মাত্রা, ৭-মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন ১২০টি 'দেশী' তালের অন্যতম। [তাল দ্রষ্টব্য]

**অপূর্ব-তালম্**—কর্ণাটকী বা দক্ষিণ-ভারতীয় তাল-পদ্ধতিতে ৫৬টি বিশেষ বিশেষ তাল। [ **তাল দ্রষ্টব্য**]

**অবগ্রহ**—তালের অথবা স্বরেব মাত্রাকে দীর্ঘায়িত করার জন্য চিহ্ন (S) বিশেষ। যেমন, ২ মাত্রার 'ধা' বোল্—ধা S

**অবনদ্ধ/আনদ্ধ**—[অব+নহ্+ক্ত/আ+নহ্+ক্ত]—চামড়ায় ঢাকা তাল-বাদ্য যা হাত, আঙ্গুল এবং কোণ বা লাঠি দ্বারা বাজানো হয়ে থাকে।

**অবনদ্ধ-কুতপ**—অবনদ্ধ বা আনদ্ধ বাদ্যাদির বৃন্দ-বাদনের বিন্যাস। এ জাতীয় বৃন্দ-বাদনে একজন মুখ্য মৃদঙ্গ-বাদক থাকে এবং সহযোগী বাদক হিসাবে অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার অবনদ্ধ বা আনদ্ধ বাদ্যের বাদক থাকে।

**অবপাণি**—প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রাদিতে বর্ণিত তিন প্রকার পাণির [সমপাণি, অবপাণি ও উপরিপাণি] অন্যতম। সমগ্রহের অপর নাম সমপাণি, অতীত গ্রহের অপর নাম 'অবপাণি' এবং অনাগত গ্রহের ভিন্ন নাম উপরিপাণি। [**গ্রহ দ্রষ্টব্য**]

**অবয়ব**$_১$—বাদ্যযন্ত্রাদির দেহ।

**অবয়ব**$_২$—তালের দেহ বা শরীর যা বিভিন্ন প্রকার তালাঙ্গ [ যথা—লঘু, গুরু, প্লুত, দ্রুত, অনুদ্রুত, লঘু-বিরাম, দ্রুত-বিরাম প্রভৃতি ] এবং পাটাক্ষর বা বোল্ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

**অবয়ব**$_৩$—তালের একক-বাদন বা লহরা বাদনের খন্ড বা অংশ-বিশেষ।

**অবলয়**—লয় কমে যাওয়া বা ঝুলে যাওয়া।

**অভঙ্গ-তাল**—১৬-মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [**তাল দ্রষ্টব্য**]

**অভয়-ডিণ্ডিম**—একপ্রকার ঢাক যা সাধারণতঃ নাটকে কিংবা যুদ্ধে ব্যবহার করা হতো।

**অভিনন্দন-তাল**—২০-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার 'দেশী' তাল। [**তাল দ্রষ্টব্য**]

**অভিরাম-তাল**—২৪-মাত্রার একপ্রকার অপ্রচলিত তাল। [**তাল দ্রষ্টব্য**]

**অভ্যাস**—সাধনা বা নিয়মিত অনুশীলন। রিওয়াজ।

**অরঝম্প বা অর্ধঝম্প-তাল**—৫-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার তাল বিশেষ। [**তাল দ্রষ্টব্য**]

**অর্জুন তাল**—২০-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [**তাল দ্রষ্টব্য**]

**অর্ধচন্দ্র**—এক অক্ষর-মাত্রা কাল-জ্ঞাপক অনুদ্রুতের ( ‿ ) অপর নাম।

**অলগ্ন**—গান্ধর্ব-সংগীতের যুগে প্রাচীন পটহ-বাদ্যের একপ্রকার বাদন-ক্রিয়া।

**অলঙ্করণ**— [**তাল-অলঙ্করণ** দ্রষ্টব্য]

**অল্পত্**—একপ্রকার মিশ্রগতি বিশিষ্ট 'সম-বিষম' লয়। এর অপর নাম 'মহাবিআড়ী' লয়, যাতে $\frac{৯}{৮}$ গুণ গতি অর্থাৎ ১৬ মাত্রাকে ৩৬ মাত্রায় প্রকাশ করা হয়।

**অশ্বিনী-তাল**—১১-মাত্রার একপ্রকার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [**তাল দ্রষ্টব্য**]

**অষ্টতাল**—মধ্যযুগীয় ১১-মাত্রার 'আঠতালা'র শুদ্ধ রূপ। একপ্রকার তাল বিশেষ যা বাংলা কীর্তনগানে একসময়ে বহুল ব্যবহৃত হতো। [**তাল দ্রষ্টব্য**]

**অষ্টপদী-তাল**—১৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**অষ্টমঙ্গল-তাল**—১১ বা ১২-মাত্রার একপ্রকার প্রাচীন তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**অসম কঙ্কাল-তাল**—২০-মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**অসম-মাত্রিক**—যে তালের বিভাগগুলিকে মাত্রা-সংখ্যার সমতা নেই।

# আ

আওর্দা—সংস্কৃত 'আবর্ত' শব্দের বিকৃত উচ্চারণ। যে-কোনো তালের 'সম্' বা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাজিয়ে পুনরায় সম্-এ ফিরে আসাকে 'আওর্দা' বলে।

**আঘাত**—তালি দ্বারা তালের বিভাগ বোঝানো। ঝোঁক। প্রাচীন তালশাস্ত্রের সশব্দ-ক্রিয়া।

আড়$_1$ —তির্যক বা বক্রগতি। তালে ছন্দ-বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য তালের দেড়গুণ লয়। তালের তিন মাত্রায় ২টি করে বোলের প্রয়োগ।

আড়$_2$-তাল—২০-মাত্রা বিশিষ্ট বাংলা কীর্তনে ব্যবহার্য একপ্রকার তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

আড়-খেম্‌টা-তাল—উত্তর-ভারতে প্রচলিত একপ্রকার ১২-মাত্রার লঘু-তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

আড়ম্বর—একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধ-বাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

আড়া—সংস্কৃত 'অড্ড' শব্দের অপভ্রংশ। তির্যক বা বক্র।

**আড়া-চৌতাল**—১৪-মাত্রার একপ্রকার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**আড়াঠেকা-তাল**—একপ্রকার ৬-মাত্রার অপ্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**আড়া-যুক্ত তালসমূহ**—আড়া-চৌতাল, আড়া-একতালী, আড়া-ছুটা, আড়া-পঞ্চ, আড়া-ঠেকা, আড়া-দাসপাহিড়া .. প্রভৃতি।

**আড়াপঞ্চম-তাল**—১৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। এই তালের অপর নাম /আড়াপন্ন*। [তাল দ্রষ্টব্য]

**আড়ি/আড়ি লয়**— [আড়$_1$ দ্রষ্টব্য]

**আতত** (আ+তন+ক্ত)—যে তালবাদ্যের একমুখ চর্মাচ্ছাদিত। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**আতোদ্য**—(আ+তুদ+ণ্যৎ)—প্রাচীন গান্ধর্ব-সংগীতের যুগে যে-সকল অনবদ্ধ বা আনদ্ধ বাদ্য হাত বা আঙ্গুলের আঘাত দ্বারা বাজানো হতো, তাদের আতোদ্য বলা হতো।

**আদৎ** (আরবীয় শব্দ)—অভ্যাস। রীতি।

**আদি-তাল**—৪-মাত্রার একপ্রকার প্রাচীন তাল বিশেষ। এর অপর নাম 'রাস-তাল'। [তাল দ্রষ্টব্য]

**আদ্ধা**—অর্ধ পরিমিত। অর্ধ-গতি বিশিষ্ট। ১৬-মাত্রার একপ্রকার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [অদ্ধা ও তাল দ্রষ্টব্য]

**আনক**—অতি গম্ভীর শব্দ-উৎপাদনকারী যে-কোনো বৃহদাকার অবনদ্ধ বা আনদ্ধ-বাদ্য।

**আনক-দুন্দুভি**—অতি গম্ভীর শব্দ-উৎপন্নকারী বৈদিক-যুগীয় বৃহদাকার 'দুন্দুভি' কিংবা আধুনিক বড় মাপের 'দামামা' শ্রেণীর বাদ্য। [**বাদ্য** দ্রষ্টব্য]

**আনদ্ধ**— [**অবনদ্ধ** দ্রষ্টব্য]

**আনদ্ধ-কুতপ**— [**অবনদ্ধ-কুতপ** দ্রষ্টব্য]

**আনন্দ-তাল**—৩২-মাত্রার একপ্রকার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**আন্দ্রিক-তাল**—একপ্রকার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**আবধি**—তাল বিশেষ। [**অওধ-তাল** দ্রষ্টব্য]

**আবর্ত**— [**আওর্দা** দ্রষ্টব্য]

**আবাপ**—প্রাচীন গান্ধর্ব-তালের একপ্রকার নিঃশব্দ হস্তক্রিয়া। [**তাল-ক্রিয়া** দ্রষ্টব্য]

**আবৃত্তি**—তালের এক 'আওর্দা' বা আবর্তকে আবৃত্তি বলে। আবৃত্তি এক বা একাধিক হতে পারে। [**আওর্দা** দ্রষ্টব্য]

**আমদ্**—(পারসিক শব্দ)—আরম্ভ বা সূত্রপাত। তালের 'উঠাও' বা মুখড়া। কারো কারোর মতে তালের 'পেশ্‌কার'-কেও আমদ্ বলে। [**উঠাও, মুখড়া, পেশকার** দ্রষ্টব্য]

**আসর**—সংগীত-সভা বা সংগীতানুষ্ঠান। মেহ্‌ফিল (পারসিক শব্দ)।

**আহত**—আঘাত দ্বারা সৃষ্টি ধ্বনি। ঢাক-বাদ্য। [**বাদ্য** দ্রষ্টব্য]

## ই

**ইকতালী/একতালী**—একপ্রকার তাল বিশেষ। [**একতালী** দ্রষ্টব্য]

**ইকবাই/একোবাই-তাল**—৬-মাত্রার একপ্রকার তাল বিশেষ। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**ইড়াবান্-তাল**—একপ্রকার তাল বিশেষ। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**ইণ্ডুরী**—ডাঁয়া এবং বাঁয়া তবলার নিম্নপ্রান্তীয় চামড়ার বিঁড়ে। [**বাদ্য** দ্রষ্টব্য]

**ইন্দিরা তাল**—১৫-মাত্রার এক প্রকার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**ইন্দ্রতাল**—১৫-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**ইন্দ্রভাষ-তাল**—একপ্রকার ২৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

## উ

**উঠান্**—সংস্কৃত 'উত্থান' শব্দের অপভ্রংশ। আনদ্ধবাদ্যের প্রারম্ভিক বাদন।

**উত্থান-সলামী**—মুসলিম সম্প্রদায়ের আনদ্ধ-বাদকের শ্রদ্ধা বা সম্মান জ্ঞাপক প্রারম্ভিক বাদন। কোনো কোনো মতে তব্‌লার 'লহরা' বাদনের প্রারম্ভিক ক্রিয়া। [**সলামী** দ্রষ্টব্য]

**উৎসব-তাল**—১৬-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**উদঘট্ট-তাল**—২৪-মাত্রার মার্গ-তাল বা গান্ধর্ব তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**উদ্দিষ্ট**—প্রাচীন তাল-প্রস্তার ক্রিয়া, যার দ্বারা কোনো অজ্ঞাত তালের ক্রমিক প্রস্তার-সংখ্যা জানা যায়। [সংগীত-রত্নাকার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য]

**উদীক্ষণ তাল**—১৬-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**উপবাদন দণ্ড**—আনদ্ধবাদ্য বাদনের জন্য দন্ড বা লাঠি।

**উপবেদ**—চতুর্বেদের বহির্ভূত সর্ববর্ণের পাঠযোগ্য বেদশাস্ত্র; যথা — গান্ধর্ববেদ (সংগীতশাস্ত্র), নাট্যবেদ (নাট্যবিজ্ঞান), আয়ুর্বেদ (চিকিৎসা-বিজ্ঞান), স্থাপত্যবেদ (স্থাপত্যশাস্ত্র), ধনুর্বেদ (যুদ্ধশাস্ত্র)। প্রাচীন মতে, এগুলির অপর নাম 'পঞ্চম-বেদ'।

**উস্তাদ/ওস্তাদ** (পারসিক শব্দ)— দক্ষ ব্যক্তি। শিক্ষক, গুণী প্রভৃতি (জ্ঞানী বা বিদ্বান নয়)।

## ঊ

**ঊর্ধ্বক**-- গান্ধর্ব-সংগীতের যুগে তিন প্রকার পুষ্কর-বাদ্য (আনদ্ধ) বা ত্রিপুষ্করবাদ্যের (যথা—আঙ্কিক, আলিঙ্গ ও ঊর্ধ্বক) অন্যতম আনদ্ধ-বাদ্য, যার মুখ একটি এবং ঊর্দ্ধমুখী (আধুনিক কালের তব্‌লা বঙ্গো, কঙ্গো প্রভৃতি বাদ্যসকল প্রাচীন ঊর্ধ্বক-শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যায়)।

## ঋ

**ঋষি-তাল**—একপ্রকার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

## এ

**এক-কল**—প্রাচীন 'গান্ধর্ব-তাল' বা 'মার্গ-তালের' প্রতিটি বিভাগে 'এক-কলা' বা এক-গুরু (S) কলা সমন্বিত (অর্থাৎ ১০টি অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণ-যুক্ত সময়কাল অর্থাৎ প্রায় ২ সেকেন্ড সময়কাল) বিশিষ্ট তাল-অবয়ব। [গান্ধর্ব-তালপদ্ধতি দ্রষ্টব্য]

**একতাল১**—আধুনিককালের ১২-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার হিন্দুস্থানী তাল। একে 'একতালা'-ও বলে। [তাল দ্রষ্টব্য]

**একতাল২**—৪. ৫, ৭ অথবা ৯-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**একতাল৩**—৩-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার অপ্রচলিত তাল। এই তালের অপর নাম 'মহানন্দা'। [তাল দ্রষ্টব্য]

**একতালা**—একটিমাত্র ঘাত বা জরব্ বিশিষ্ট দ্রুতগতির তাল। একতালকেও অনেকে একতালা বলে থাকেন। [তাল দ্রষ্টব্য]

**একতালী**১—২-মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন দেশী-তালের প্রকার বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**একতালী**২—১৪-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার কীর্তনাঙ্গ তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**একতালীর ঝুমুর**—১৪-মাত্রা সম্বলিত কীর্তনাঙ্গের তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**একবর্ণী**—করতাল শ্রেণীর বাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**একম্**—অধুনা প্রচলিত কর্ণাটিক তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**একহস্তী পরণ**—একপ্রকার পরণ যা একহাত দ্বারা বাজানো হয়। [পরণ দ্রষ্টব্য]

**একহারা লয়**—বিলম্বিত বা ঠায় লয়।

**একাদশী তাল**—১১-মাত্রা বিশিষ্ট অল্প-প্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**একোবাই**— [ইকবাই দ্রষ্টব্য]

**এক্কড়, ফরদ্**—আনদ্ধ-বাদ্যদিতে যে-সকল বোলের বিকল্প বা জোড়ী' হয় না।

## ও

**ওঘ**—দ্রুত লয়। [লয় দ্রষ্টব্য]

**ওস্তাদ**— [উস্তাদ দ্রষ্টব্য]

**ওস্তাদী/উস্তাদী**—দক্ষতা, পটুত্ব, কুশলতা। শিক্ষকতা। শাস্ত্রীয় সংগীত-নৈপুণ্য।

## ঔ

**ঔপপত্তিক**—উৎপত্তি, পরিবর্তন-বিবর্তন, সৃষ্টি, পদ্ধতি, রীতি, স্বরূপ, লক্ষণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ক।

**ঔপপত্তিক সংগীত**—সংগীতের 'ঔপপত্তিক' বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ। [ঔপপত্তিক দ্রষ্টব্য]

## ক

**কঙ্কমালা**—করতাল শ্রেণীর একপ্রকার ঘন বাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**কঙ্কাল-তাল**—প্রাচীন অপ্রচলিত তাল। এই তালের চারটি ভেদ আছে, যথা— পূর্ণ-কঙ্কাল, খন্ড-কঙ্কাল, সম-কঙ্কাল ও অসম-কঙ্কাল তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**কঞ্জিরা**—একপ্রকার আনদ্ধ-বাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**কড়া**—আনদ্ধ-বাদ্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত 'আংটা'। সংস্কৃত ভাষায় 'অঙ্গুরীয়ক' বলে।

**কন্যা**—অন্যতম গতিছন্দ। [গতিছন্দ দ্রষ্টব্য]

**কন্দর্প-তাল**—২৪-মাত্রার একপ্রকার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। এর অপর নাম 'পরিক্রমা-তাল'। কীর্তনাঙ্গের তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কন্দুক-তাল**—২৪-মাত্রার একপ্রকার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কপান-তাল**—২৪-মাত্রার একপ্রকার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কপালভৃৎ-তাল**—১০-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল।[**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কপালমণ্ঠিকা-তাল**—১৫-মাত্রা বিশিষ্ট এক প্রকার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কব্বালী/কওয়ালী তাল**—৬-মাত্রার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কমল-তাল**—৮-মাত্রার একপ্রকার প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কমালী-চক্রদার**—তব্‌লা-বাদনে প্রযোজ্য একপ্রকার চক্রদার পরণ, গং, টুক্‌ড়া। [**পরণ** দ্রষ্টব্য]

**কয়েদ-সওয়ারী**—২০-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কর্ষা**—গৎ-পরণের অন্যতম জাতি। [**গৎপরণ** দ্রষ্টব্য]

**করটা**—একপ্রকার আনদ্ধ বাদ্য। [**বাদ্য** দ্রষ্টব্য]

**করণ**—আনদ্ধ-বাদ্যাদি বাদনের জন্য একপ্রকার মিশ্র 'হস্তক্রিয়া'।

**করণ-তাল**—একপ্রকার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**করণ-যতি তাল**—৬-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**করালমঞ্চ/করালমণ্ঠ তাল**—৫ বা ২৮ মাত্রার একপ্রকাব প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**করুণ-তাল**—৬-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কলধ্বনি-তাল**—৩২-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কলা**$_১$—প্রত্যেক তাল-বিভাগের অন্তর্গত নির্দিষ্ট সময়কাল, যা নির্দিষ্ট 'তালাঙ্গ' চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। [**তালের অবয়ব** দ্রষ্টব্য]

**কলা**$_২$—কীতনাঙ্গ তালের **ঠেকা** বা 'লওয়া'র প্রতি অংশকে 'কলা' বলে। [**লওয়া** দ্রষ্টব্য]

**কলা**$_৩$—হিন্দুস্থানী তালের 'ফাখ্' বা ফাঁক বা খালি অংশ।

**কলানিধি-তাল**—২৫-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাচীন অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কলাবতী-তাল**—৯-মাত্রার প্রাচীন অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কহর্‌বা/কাহার্‌বা-তাল**—৮-মাত্রা বিশিষ্ট প্রচলিত একপ্রকার হিন্দুস্থানী তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কাওয়ালী-তাল**—৮-মাত্রা বিশিষ্ট হিন্দুস্থানী তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কাওয়াল সওয়ারী-তাল**—১৪-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কাটাধরা-তাল**—১৬-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার কীর্তনাঙ্গ তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কাড়া**—একপ্রকার আনদ্ধ-বাদ্য। ঝর্ঝর বাদ্য। কয়্‌রা বাদ্য। [**বাদ্য** দ্রষ্টব্য]

**কানি**—আনদ্ধ-বাদ্যদির 'কিনার' বা চর্মাচ্ছাদিত অংশের প্রান্তদেশ। চাট্। আনদ্ধ-বাদ্যাদির প্রান্তদেশীয় অল্প-চওড়া বৃত্তাকার চর্মাচ্ছাদন। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

**কামগণ**— **[গণ দ্রষ্টব্য]**

**কায়দা**—হিন্দুস্থানী পদ্ধতির তালের 'লহরা' বাদনের একটি পর্যায়, যাতে ছন্দ-বৈচিত্র্য সহ বোল্-বাণীর 'বিস্তার' দেখানো হয়। তালের অলঙ্করণ বিশেষ।

**কায়ম্/কায়েম্**—কোনো একটি তালের নির্দিষ্ট লয় ও আবর্তনের মধ্যে অন্য এক বা একাধিক তালের ছন্দ প্রদর্শন।

**কাল$_{১}$**—তালের মাত্রা-পরিমাপক সময়কাল। যথা—

(ক) ৮ ক্ষণ = ১ লব

(খ) ৮ লব = ১ কাষ্ঠা

(গ) ৮ কাষ্ঠা বা কাঠা = ১ নিমেষ

(ঘ) ৮ নিমেষ = ১ কলা

(ঙ) ৮ কলা = ১ ত্রুটি বা চতুর্ভাগ

(চ) ২ চতুর্ভাগ = ১ অনুদ্রুত বা বিন্দু (‿) [এক বর্ণ বা অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণ-কাল]

(ছ) ২ অনুদ্রুত = ১ দ্রুত (O) [দুই বর্ণ বা অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণ-কাল]

(জ) ২ দ্রুত = ১ লঘু (I) [চার বর্ণ বা অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণ-কাল]

(ঝ) ২ লঘু =১ গুরু (S) [আট বর্ণ বা অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণ-কাল]

(ঞ) ৩ লঘু = প্লুত (S') [বারো বর্ণ বা অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণ-কাল]

(ট) ৪ লঘু = ১ কাকপদ (+) [ষোলো বর্ণ বা অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণ-কাল]

(ঠ) ২ কাকপদ = ১ হংসপদ [বত্রিশ বর্ণ বা অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণ-কাল]

(ড) ২ হংসপদ = ১ মহাহংসপদ [চৌষট্টি বর্ণ বা অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণ-কাল]

আধুনিক ক্রিয়াত্মক সংগীতে সাধারণতঃ (চ) থেকে (ঝ) পর্যন্ত কাল বা **অনুদ্রুত** থেকে **গুরু** 'কাল' পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

**কাল$_{২}$**—তালের দশ-প্রাণের অন্যতম প্রাণ। তালের খালি বা 'ফাখ্' বা ফাঁক। তালের গ্রহ বা প্রারম্ভিক মাত্রা। বাংলা কীর্তনের তাল-মাত্রার পরিমাণ বা অংশ।

**কাকপদ**—তালের ৪ লঘু বা ১৬ অক্ষর-কাল বিশিষ্ট মাত্রা পরিমাপক। **[কাল দ্রষ্টব্য]**

**কাটাধরা-তাল**—১৬-মাত্রা বিশিষ্ট কীর্তনাঙ্গের তাল। **[তাল দ্রষ্টব্য]**

**কাটাসোম-তাল**—২৮-মাত্রা বিশিষ্ট কীর্তনাঙ্গের তাল। **[তাল দ্রষ্টব্য]**

**কায়দা**—তব্লার 'লহরা' বাদনের বিশেষ পর্যায়। **[লহরা দ্রষ্টব্য]**

**কায়দা জাতি**—'কায়দা'-র শ্রেণীবিভাগ, যথা—ভুবন্দ্-জাতি, পাক্ধারী-জাতি, পাকশীষ-জাতি এবং পুরাণ-শিশি জাতি। **[লহরা, কায়দা, জাতি, দ্রষ্টব্য]**

**কায়দা-রেলা**—একপ্রকার 'রেলা' যা 'কায়দা'-র মিশ্রণে গঠিত। যেমন—

ধাতির কিটঘিড় নগতির কিটতক। তাতির কিটঘিড় নগধির কিটতগ। **[কায়দা, রেলা দ্রষ্টব্য]**

**কায়দা-পেশকার**—একপ্রকার 'পেশকার' যাতে 'কায়দা'-র মতন বোল্ ও 'বাঢ়ত' প্রয়োগ করা হয়। [**পেশকার, কায়দা, বাঢ়ত** দ্রষ্টব্য]

**কামালী-চক্রদার**—একপ্রকার চক্রদার 'পরণ'। [**পরণ** দ্রষ্টব্য]

**কারক**—একপ্রকার 'ঠেকা-জাতি'। [ ঠেকা-জাতি দ্রষ্টব্য]

**কাশ্মিরী-খেম্‌টা**—একপ্রকার দ্রুত ৬-মাত্রা বিশিষ্ট 'খেম্‌টা' তাল। কারো কারোর মতে, এই তালের অপর নাম 'ভর্‌তঙ্গা'। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কাষ্ঠা/কাঠা**—তালের মাত্রা পরিমাপক সময়। [**কাল** দ্রষ্টব্য]

**কাহারবা, কার্ফা**—একপ্রকার ৮-মাত্রা বিশিষ্ট প্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কীর্তি-তাল**—৪০ বা ৪৮-মাত্রার একপ্রকার প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কুআড়, কুআড়ী**—তাল বাদনের ক্ষেত্রে তালের লয়কে সোয়াগুণ বা ১¼ গুণ গতিতে প্রকাশ করা। অর্থাৎ ৪-মাত্রার বোল্‌কে ৫-মাত্রায় প্রকাশ করা।

**কুগুলী**—পখাওয়াজ বাদনের একপ্রকার ছন্দ।

**কুণ্ডী, কুড়ী**—বাঁয়া-তব্‌লার হাঁড়ী বা খোল। [**বাদ্য** দ্রষ্টব্য]

**কুণ্ডল-তাল**—১০-মাত্রার এক প্রকার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কুমুদ-তাল**—এক প্রকার ২০ মাত্রার বা ২৪-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কুম্ভ-তাল**—একপ্রকার ১২-মাত্রা বিশিষ্ট অল্প-প্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কুডুক্ক-তাল**—একপ্রকার ১২-মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কুডুক্কা**—একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধবাদ্য। [**বাদ্য** দ্রষ্টব্য]

**কুডুবা**—একপ্রকার আনদ্ধবাদ্য। [**বাদ্য** দ্রষ্টব্য]

**কুবিন্দক-তাল**—একপ্রকার ৪৮-মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কুসুমাকর-তাল**—একপ্রকার ২৭-মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কৃষ্ণ-তাল**—২০-মাত্রার একপ্রকার প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কৃষ্ণ/কৃষ্যা**—প্রাচীন 'অভিজাত দেশী' তালের নিঃশব্দ 'হস্তক্রিয়া' বিশেষ। [**ক্রিয়া** দ্রষ্টব্য]

**কেন্দুক-তাল**—৩৬-মাত্রার একপ্রকার প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কেন্দ্র**—তব্‌লা-বাদনের 'লরি' জাতির একটি প্রকার। [**লরি-জাতি, জাতি** দ্রষ্টব্য]

**কৈদ**—[আরবীয় 'কয়িদা' শব্দ]—বিশেষ নিয়মে বাঁধা। আনদ্ধবাদ্যাদির বোল্‌সমূহ বিশেষ নিয়মে বাঁধা।

**কৈদ-তাল**—৬-মাত্রা বিশিষ্ট মধ্যযুগীয় ও অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কৈদ-ফরোদস্ত্ তাল**—১৯-মাত্রা বিশিষ্ট 'ফরোদস্ত্' তালের একটি ভেদ। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কৈদ-সওয়ারী তাল**—২০-মাত্রার একপ্রকার অল্প-প্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**কোকিল-তাল**—৭-মাত্রা বিশিষ্ট অপ্রচলিত তাল। একে কর্ণাটকী তাল-পদ্ধতিতে তিস্র জাতির ' ত্রিপুট ' তাল বলে। [তাল দ্রষ্টব্য]

**কোকিলপ্রিয়-তাল**—২৪-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**কোকিল-পাংশুলীলা তাল**—৮০-মাত্রার একপ্রকার অপ্রচলিত তাল বিশেষ।[তাল দ্রষ্টব্য]

**কোকিলা-তাল**—১৭-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**কোণ**—আনদ্ধ-বাদ্যাদি বাজাবার দন্ড বিশেষ। কুড়ব। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**কোল-বাদক**—কীর্তনগানে প্রধান শ্রীখোল-বাদকের সাহায্যকারী দ্বিতীয় বাদক।

**কোশ**—কীর্তনাঙ্গ তালের 'যতি' বিশেষ। [যতিদ্রষ্টব্য]

**কৌশিক-তাল**—একপ্রকার ১৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ক্রিয়া**—ব্যবহার, প্রয়োগ। তালের 'দশ-প্রাণ' বা দশ-লক্ষণের অন্যতম। তালের হস্ত ও অঙ্গুলি দ্বারা 'কলা' বা বিভাগ প্রদর্শন। [তাল-প্রাণ দ্রষ্টব্য]

'তাল-ক্রিয়া' প্রধানতঃ চার-প্রকার, যথা—(১) গান্ধর্ব বা মার্গ, (২) দেশী, (৩) হিন্দুস্থানী, এবং (৪) কর্ণাটকী।

**(১) গান্ধর্ব বা মার্গ তাল-ক্রিয়া ঃ**

পাচীনকালে গান্ধর্ব বা মার্গ তাল-ক্রিয়া ছিল আট প্রকার, যথা :—

(ক) ধ্রুব (খ) শম্যা, (গ) তাল, (ঘ) সংনিপাত, (ঙ) আবাপ, (চ) নিষ্ক্রাম, (ছ) বিক্ষেপ (জ) প্রবেশক। এদের মধ্যে প্রথম চারটি ক্রিয়াকে 'সশব্দ-ক্রিয়া' এবং শেষ চারটিকে নিঃশব্দ ক্রিয়া' বলে।

(ক) ধ্রুব—ডানহাতে তুড়ি দিয়ে হাত নিচে ফেলা।

(খ) শম্যা—বামহাত দিয়ে ডানহাতে তালি দেওয়া।

(গ) তাল—ডানহাত দিয়ে বাঁহাতে তালি দেওয়া।

(ঘ) সংনিপাত—দু'হাতের সাহায্যে নমস্কারের ভঙ্গিতে তালি দেওয়া।

(ঙ) আবাপ—ডানহাত উঠিয়ে আল্‌গাভাবে মুঠো করা।

(চ) নিষ্ক্রাম—'আবাপ' অবস্থায় ডানহাতের চেটো নিচের দিকে মুখ করে আঙ্গুলগুলি ছড়িয়ে দেওয়া।

(ছ) বিক্ষেপ—'নিষ্ক্রাম' অবস্থায় ডানহাতের আঙ্গুলগুলি ডানদিকে ছুঁড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করা।

(জ) প্রবেশক— 'বিক্ষেপ' অবস্থায় ডানহাত আল্‌গাভাবে মুঠো কবা।

**(২) দেশী তাল-ক্রিয়া ঃ**

দেশীতালের ক্ষেত্রে একটিমাত্র 'সশব্দ ক্রিয়া' হচ্ছে 'ধ্রুবকা', অবশিষ্ট সাতটি হস্তক্রিয়া ছিল 'নিঃশব্দ ক্রিয়া'। যেমন—

(ক) ধ্রুবকা—দু'হাতে তালি দেওয়া।

(খ) সর্পিনী—হাঁটুর ওপর থেকে বাঁহাত শূন্যে তোলা।

(গ) কৃষ্ণা বা কৃষ্ণ্যা—হাঁটুর ওপর থেকে ডানহাত শূন্যে তোলা।

(ঘ) পদ্মিনী—শব্দ না করে বাঁহাত হাঁটুতে রাখা।

(ঙ) বিসর্জিতা—শূন্যে তোলা ডানহাতের আঙ্গুলগুলি যে-কোনো দিকে ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গি।

(চ) বিক্ষিপ্তা—ডান হাত শূন্যে তুলে আল্‌গাভাবে মুঠো করার ভঙ্গি।

(ছ) পতাকা—কনুই ভেঙ্গে ডানহাত শূন্যে তুলে উড়ন্ত পতাকার ভঙ্গি।

(জ) পতিতা—শব্দ না করে দু'হাত হাঁটুর ওপরে রাখা।

**(৩) হিন্দুস্থানী তাল-ক্রিয়া ঃ**

(ক) তালি বা ঘাত বা ভরি বা জরব্—ডান হাত দিয়ে হাঁটুর ওপর কিংবা বাঁহাতের তালুর ওপর আঘাত করা। তালি দ্বারা 'সশব্দ-ক্রিয়া' প্রদর্শন করা হয়।

(খ) খালি বা পাত বা ফাঁক বা ফাখ্—ডান হাতের চেটো নিম্নমুখী থেকে উর্ধ্বমুখী করা। 'খালি' দ্বারা 'নিঃশব্দ-ক্রিয়া' প্রদর্শন করা হয়।

**(৪) কর্ণাটকী তাল-ক্রিয়া ঃ**

(ক) ঘাত—তালের প্রত্যেক বিভাগের প্রথম মাত্রা বোঝানোর জন্য বাঁহাতের তালুতে ডানহাত দিয়ে আঘাত করা।

(খ) বিসর্জিতম্—তালের ২-মাত্রা বিশিষ্ট বিভাগের প্রথম মাত্রাটি 'ঘাত' দ্বারা প্রকাশ করার পরমূহুর্তে দ্বিতীয় মাত্রা বোঝানোর জন্য হিন্দুস্থানী পদ্ধতির 'খালি' হস্তক্রিয়া দেখানো।

(গ) মাত্রা—ঘাত ও বিসর্জিতম্ ছাড়া তালের অবশিষ্ট মাত্রাগুলি বোঝানোর জন্য ডানহাতের কনিষ্ঠাদি ক্রমে চারটি আঙ্গুল বাঁহাতের তালুতে স্পর্শ করা।

**ক্রীড়া-তাল**—৬-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। আধুনিক হিন্দুস্থানী 'দাদ্‌রা' তালের সঙ্গে অভিন্ন। এই তালের অপর নাম 'চন্ডনিঃসারুক'। **[তাল দ্রষ্টব্য]**

**ক্রীড়াক্ষি-তাল**—২৪-মাত্রার একপ্রকার প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। **[তাল দ্রষ্টব্য]**

**ক্রিয়াসিদ্ধ**—যিনি ক্রিয়াত্মক সংগীতে সিদ্ধিলাভ করেছেন।

**ক্রোশধ্বনি**—দেশীয় ঢাক-বাদ্য। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

**ক্রৌঞ্চপদ-তাল**—৩৬-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। **[তাল দ্রষ্টব্য]**

**ক্ষণ**—প্রাচীন তালের সূক্ষতম মাত্রা-কাল। **[কাল দ্রষ্টব্য]**

## খ

**খঞ্জরী**—এক প্রকারের আনদ্ধ-বাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**খঞ্জিরা/কঞ্জিরা**—একপ্রকারের আনদ্ধ-বাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**খট্-সম্মুখ**—একপ্রকার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**খট্-তাল**—একপ্রকার ঘনবাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**খণ্ড**—টুক্‌ড়া। তাল-বিভাগ। কয়েকটি বোলের সমাহার। কর্ণাটকী তালের জাতি বিশেষ এবং উস্তাদী উচ্চারণে অনেক সময় 'কান্ড' রূপে শোনা যায়। [জাতি দ্রষ্টব্য]

**খণ্ড-তাল**—১৪ বা ২০-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**খণ্ডপূর্ণ-তাল**—১৬-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**খণ্ডবর্ণ-তাল**—একপ্রকার প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**খণ্ডকঙ্কাল-তাল**—২০-মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**খণ্ড-জাতি**—কর্ণাটকী তালের 'জাতি' বিশেষ যাতে তালের লঘু (I) অঙ্গের মান ৫ অক্ষর কাল বা মাত্রা ধরা হয়। [জাতি দ্রষ্টব্য]

**খণ্ড-প্রস্তার**—কর্ণাটকী তালের 'প্রস্তার' বিশেষ। [প্রস্তার দ্রষ্টব্য]

**খত্তাল**—একপ্রকার ঘন-বাদ্য বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**খম্**—'দমদার' বা 'দম্‌শ্বাস' ছন্দেব মধ্যে মাত্রার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরতি।

**খম্‌ক**—একপ্রকার ঘনবাদ্য বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**খর-লয়**—কীর্তনগানের সঙ্গে শ্রীখোল বাদনে দ্রুত-লয় প্রয়োগ।

**খয়রা-তাল**—৬-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**খয়াল্/খেয়াল-তাল**—৮ বা ১৬-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার তাল, যা ১৮শ ১৯শ শতকে খয়াল্ বা খেয়াল গানের সঙ্গে ব্যবহৃত হতো। [তাল দ্রষ্টব্য]

**খর্‌তাল**—একপ্রকার ঘনবাদ্য বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**খর্‌লী**—আনদ্ধবাদ্যের গাব বা 'খিরণ' যা চর্মাচ্ছদনে প্রলেপিত থাকে। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**খর্পর**—খোল। পোড়া মাটি বা কোঁদানো কাষ্ঠের শূন্যগর্ভ বিশিষ্ট ভান্ডাকৃতির পাত্র, যার উপর চর্মাচ্ছাদন করে আনদ্ধবাদ্যাদি তৈরী করা হয়। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**খান্‌দান্**—ব্যবসায়িক সংগীত (ক্রিয়াত্মক) পরিবারের আভিজাত্য, বিশেষত, ক্রিয়াত্মক সংগীত পরিবেশনার ক্ষেত্রে।

**খান্‌দানি**—অভিজাত ব্যবসায়িক সংগীত-পরিবারের সাংগীতিক বিষয়বস্তু।

**খানাপুরী**—তালের বোল্ দ্বারা মাত্রা বা ছন্দের শূন্যস্থান পূরণ করা।

**খাম্‌সা**—৮-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার অপ্রচলিত তাল। এই তালের অপর নাম 'জৈত্রী'। [তাল দ্রষ্টব্য]

**খাল্**—ছাল। আনদ্ধবাদ্যদির 'মুখ' আচ্ছাদনের পশুচর্ম। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**খালি**— উত্তর-ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী তাল- পদ্ধতিতে 'ফাখ্' বা 'ফাঁক', যেখানে তালাঘাত থাকে না। [ফাঁক, ক্রিয়া, তাল দ্রষ্টব্য]

**খালি-ভরি**—হিন্দুস্থানী তাল-পদ্ধতিতে তাল-বিভাগের প্রথম-মাত্রায় 'ঘাত' থাকলে বলা হয় 'ভরি' এবং না থাকলে বলে খালি'। 'তালি' প্রদর্শনের সময়ে হাতের চেটো দিয়ে আঘাত করা হয়, এবং 'খালি' প্রদর্শন কালে ডানহাতের চেটো শূন্যে নিক্ষেপ করা হয়। [তাল দ্রষ্টব্য]

**খিরণ**—আনদ্ধবাদ্যাদির চর্মাচ্ছাদনে আটকানো বা প্রলেপ দেওয়া গাব। খর্‌লী। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**খুলি**—আনদ্ধবাদ্যাদি বাদনে মুক্ত বা খোলা ধ্বনি কিংবা আঘাত। আনদ্ধ-বাদ্যাদির চর্মাচ্ছাদিত অংশে আঙ্গুল বা হাতের চেটো দ্বারা আঘাত করার পরমুহূর্তে আঙ্গুল বা হাত তুলে নেওয়া।

**খুলি-মুদি**—'খুলি' প্রক্রিয়ার সঙ্গে [খুলি দ্রষ্টব্য] 'মুদি' প্রক্রিয়াব (অর্থাৎ আনদ্ধবাদ্যাদিতে আঙ্গুল বা হাতের চেটো দ্বারা আঘাত করার পর বাদ্যযন্ত্র থেকে হাত না তোলা) সংমিশ্রণ। কখনো খোলা কখনো বা চাপাধ্বনি উৎপাদন।

**খুলি**—শ্রীখোলবাদ্যের বাদক। খোলুঞ্চী।

**খেতি-তাল**—একপ্রকার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**খেম্‌টা-তাল**—৬ বা ১২-মাত্রার প্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**খোর্‌দক**—একপ্রকার আনদ্ধবাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

খোল$_{১}$—আনদ্ধবাদ্যাদির শূন্যগর্ভ কিংবা অবয়ব। খর্পর। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

খোল$_{২}$—শ্রীখোল-বাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**খোলা-বাদ্য**—শ্রীখোল বাদনের প্রক্রিয়া বিশেষ। বাদ্যযন্ত্রের দুটি মুখের উপর দুটি হাত সাধারণ অবস্থায় রেখে জোরে শ্রীখোলবাদ্যে ধ্বনি প্রকাশ করা। খোলা-বাদ্য দু'প্রকার, যথা—সাধারণ খোলা-বাদ্য এবং নাম-মালা বাদ্য।

**খোলাগুপা**—শ্রীখোলবাদ্যের বাম-মুখে বামহাতের ঘর্ষণ দ্বারা 'গুম' ধ্বনি উৎপন্ন করা। [গুপা-বাদ্য দ্রষ্টব্য

# গ

গ—তালের গুরু-মাত্রার (S) সংক্ষিপ্ত নাম।

**গঙ্গা-তরঙ্গিনী তাল**—একপ্রকার প্রাচীন অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গঙ্গা-রমণ তাল**—৮০-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গজ-তাল**—একপ্রকার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গজগতি**—একপ্রকার ছন্দ বিশেষ [ছন্দ দ্রষ্টব্য]

**গজঝম্পা তাল**—১৫-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গজপতি**—একপ্রকার গতিছন্দ বিশেষ। [গতিছন্দ দ্রষ্টব্য]

**গঞ্জল-তাল**—৩২-মাত্রার একপ্রকার কীর্তনাঙ্গ তাল [তাল দ্রষ্টব্য]

**গজরা**— আনদ্ধবাদ্যাদির চর্মাচ্ছাদিত ছাউনির বেড় । চর্ম দ্বারা নির্মিত কুন্ডলী । আনদ্ধবাদ্যাদির পাগ্‌ড়ী। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**গজারিশ্চ-তাল**—২০-মাত্রা-যুক্ত প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গজেন্দ্রলীলা-তাল**—২১-মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গট্টা**—আনদ্ধবাদ্যাদির চর্মাচ্ছাদনের টান রাখার জন্য চামড়ার ফিতের সঙ্গে সংলগ্ন কাঠের গুলি। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**গড়-খেম্‌টা তাল**—১২-মাত্রার প্রচলিত উত্তরভারতীয় তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গণ**—সমষ্টি। বর্ণ ও মাত্রার সাহায্যে সৃষ্ট ছন্দের বিভিন্ন বিন্যাস, যা লঘু ও গুরু বর্ণের সমন্বয়ে সৃষ্ট।

প্রধানতঃ গণ দু'প্রকার যথা—(ক) **বর্ণগণ**, এবং (খ) **মাত্রাগণ**।

**(ক) বর্ণগণ ঃ**

লঘু ও গুরু বর্ণের সমন্বয়ে তিনটি মাত্রা নিয়ে গঠিত হয় 'বর্ণগণ'।
বর্ণগণ ৬ প্রকারের, যথা—

(i) **ম-গণ**—ত্রিগুরু অর্থাৎ গুরু + গুরু + গুরু + S S S
(ii) **য়-গণ**—আদি লঘু অর্থাৎ লঘু + গুরু + গুরু = I S S
(iii) **র-গণ**—মধ্য লঘু অর্থাৎ গুরু + লঘু + গুরু = S I S
(iv) **ত-গণ**—অন্ত্যলঘু অর্থাৎ গুরু + গুরু + লঘু = S S I
(v) **ন-গণ**—ত্রিলঘু অর্থাৎ লঘু + লঘু + লঘু = I I I
(vi) **ভ-গণ**—আদি গুরু অর্থাৎ গুরু + লঘু + লঘু = S I I
(vii) **জ-গণ**—মধ্য গুরু অর্থাৎ লঘু + গুরু + লঘু = I S I
(viii) **স-গণ**—অন্ত্যগুরু অর্থাৎ লঘু + লঘু + গুরু = I I S

**(খ) মাত্রাগণ ঃ**

লঘু ও গুরু মাত্রার সমন্বয়ে গঠিত হয় 'মাত্রাগণ'। মাত্রাগণ ৫ প্রকারের, যথা—

(i) **দ-গণ**—একটি গুরু মাত্রার সমন্বয়ে বা দুই মাত্রায় গঠিত = S
(ii) **ত-গণ**—একটি গুরু ও একটি লঘু-মাত্রার সমন্বয়ে বা তিন মাত্রায় গঠিত = S I
(iii) **চ-গণ**—দুটি গুরু মাত্রার সমন্বয়ে বা চার মাত্রায় গঠিত = S S
(iv) **প-গণ**—দুটি গুরু মাত্রার ও একটি লঘু মাত্রার সমন্বয়ে বা পাঁচ মাত্রায় গঠিত = S S I
(v) **ছ-গণ**—তিনটি গুরু মাত্রার সমন্বয়ে বা ছয় মাত্রায় গঠিত = S S S

মাত্রাগণের উপরোক্ত ভেদগুলি ছাড়াও, লঘু ও গুরু মাত্রা নিয়ে গঠিত ২টি. ৩টি,৪টি মাত্রার সমষ্টি নিয়ে আরো কয়েক প্রকার ভেদ হয়, যেমন—

(i) **রতি-গণ** (অত্যুক্তা) —গুরু-গুরু; লঘু-গুরু; গুরু-লঘু; লঘু-লঘু।—অর্থাৎ SS;IS; SI; II (৪টি ভেদ)

(ii) **কামগণ** (মধ্যভবা)—গুরু-গুরু-গুরু; লঘু-গুরু-গুরু;গুরু-লঘু-গুরু;লঘু-লঘু-গুরু; গুরু-গুরু-লঘু; লঘু-গুরু-লঘু; গুরু-লঘু-লঘু; লঘু-লধু-লঘু;
S S S; I S S; S I S; I I S: S S I; I S I; S I I, I I I. (৮টি ভেদ)

(iii) **বাণগণ** (প্রতিষ্ঠা)—গুরু-গুরু-গুরু-গুরু; লঘু-গুরু-গুরু-গুরু; গুরু-লঘু-গুরু-গুরু; গুরু-গুরু-লঘু-গুরু; গুরু-গুরু-গুরু-লঘু; লঘু-লঘু-গুরু-গুরু; লঘু-গুরু-লঘু-গুরু; লঘু-গুরু-গুরু-লঘু; গুরু-লঘু-লঘু-গুরু; গুরু-গুরু-লঘু-লঘু; লঘু-লঘু-গুরু-গুরু; লঘু-লঘু-লঘু-গুরু; গুরু-লঘু-লঘু-লঘু; লঘু-গুরু-লঘু-লঘু; লঘু-লঘু-গুরু-লঘু; লঘু-লঘু-লঘু-লঘু (১৬টি ভেদ)

অর্থাৎ—

S S S S ; I S S S ; S I S S;
S S I S ; S S S I ; I I S S;
I S I S ; I S S I ; S I I S;
S S I I ; I I S S ; I I I S;
S I I I ; I S I I ; I I S I;
I I I I

**গণতাল**—৪৮-মাত্রা বিশিষ্ট অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গণেশ-তাল**—১৮, ২০ ও ২১ মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গণ্ডকী-তাল**—১৭-মাত্রার একপ্রকার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গৎ**—সংস্কৃত 'গতি' শব্দের অপভ্রংশ। গীত-অনুসরণকারী আনদ্ধবাদ্যাদিতে 'ত্রিগত' বা তাল-লয়-ছন্দ প্রকাশক একপ্রকার বাদন-ক্রিয়া। এই বাদন-ক্রিয়ায় আনদ্ধবাদ্যাদির বোল্‌গুলি অসমান বর্ণ দ্বারা তৈয়ারী হয় এবং তা তালের ঠেকার বোল্ থেকে স্বতন্ত্র হয়। ত্রিতালে একটি গতের উদাহরণ দেওয়া হলো ঃ

+ ২
ধা ধিনক তকিট ধিনক । ধাতিরকিট ধাতিট ধিনগ দিগিন

০ ৩ +
। নগেন নগেন তকিট ধিনক । ধাতিরকিট ধাতিট ধিনগ দিগিন । ধা

ক্রিয়াত্মক সংগীতগুণীদের মতে, গৎ-এর 'জাতি' ১০ প্রকার, যথা—

১. সুর্‌জান্ জাতির গৎ
২. হেথ্‌কার জাতির গৎ
৩. নাতুর্‌কী জাতির গৎ
৪. গৌরাঙ্গ্ জাতির গৎ
৫. জয়্‌গুজারি জাতির গৎ
৬. রাধ্‌না জাতির গৎ (পাল্লাদার—ত্রিপল্লী, চৌপল্লী)
৭. গোরনিব্ জাতির গৎ
৮. ভাগ্‌নাতি জাতির গৎ
৯. নার্‌দীব্ জাতির গৎ
১০. রঙ্‌দার্ জাতির গৎ

নিম্নে এই গৎগুলির একটি করে উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে ঃ

১. **সুর্‌জান্ জাতির গৎ** (১৬-মাত্রার)—

\+ ২
দেড়েতাক দেড়েতাক তাকদেড়ে তাকতেটে । ঘেড়েনাক দেনেতাক তেটেকতা কেড়েনাগ
০ ৩ +
।তেনেগেনে তাগেত্রেকে থুনাকতা ধাগেতেটে ।ঘেড়ান্ ধাগতাক দেনেধাগ তাগধেনে।ধা

২. **হেথ্‌কার জাতির গৎ** (১৬-মাত্রার)—

\+
দীক্রেধিন্‌ধা গদ্‌দীঘেড়েনাগ ধাগেত্রেকেধেনেঘেড়ে নাগ্‌দিন্‌নানাকতা
২
। ধাগেতেটেঘেড়ান্ ধাগেনাগেদেনেতাগ তেটেকতাকেড়েনাক তেনেগেনেতাগেত্রেকে
০
। থুনাকতাধেনেঘেনে ধাগেত্রেকেথুনাকতা তেনেগেনেতাগেত্রেকে থুনাকতাধেনেঘেনে
৩ +
।ধাগেত্রেকেথুনাকতা তেনেগেনেতাগেত্রেকে থুনাকতাধেনেঘেনে ধাগেত্রেকেথুনাকত।ধা

৩ **নাতুর্‌কী জাতির গৎ** (১৬-মাত্রার)—

\+
দীংদীং তাকেটেতাকেটে ধাতেরেকেটেধেতেটে কতাগদিঘেনে
২
। ধাতেরেকেটে ধেতেটে ধাতেরেকেটে ধেতেটেকতাগদ্দীন্‌না
০
। দীংদীংতাকেটেতাকেটে ধাতেরেকেটেধেতেটেকতাগদিঘেনে ধা-কৎ
৩
দীংদীংতাকেটেতাকেটে । ধাতেরেকেটেধেতেটেকতাগদিঘেনে
\+
ধা-কৎ দীংদীংতাকেটেতাকেটে ধাতেরেকেটেধেতেটেকতাগদিঘেনে। ধা

৪. **গৌরাঙ্গ জাতির গং** (১২-মাত্রার)—

\+
ধাগেতেটেতাগেতেটে তাগদিননাগেতেটে ক্রেধাতেটেধাগেতেটে গদিঘেনেনাগতেটে
০
। দেৎদেৎধটেধেটে কতাকতাকেটেতাক তাগেতেটেকতাঘেঘে তেটেকতাঘেঘেতেটে
২ +
। ঘেঘেতেটেগদিঘেনে ধাকতাঘেঘেতেটে গদিঘেনেধাকতা ঘেঘেতেটেগদিঘেনে । ধা

৫. **জয়্গুজারি জাতির গৎ** (৮-মাত্রার)—

০ ৩
তাকধেনে ঘেনেধাগে তেরেকেটেধেনে ঘেনেধা- । — ধেনেঘেনে ।
\+
ধাগেতেরেকেটে ধেনেঘেড়েনাগ । ধা

৬. **রাধ্না জাতির গৎ** (১৬-মাত্রার)—

\+ ২
ধাগৎ তাকেটে ধাগেনে ধাতেরেকেটে । ধিনা গদিঘেনে তাগে তেরেকেটে
০ ৩
। তেরেকেটেধাগেনে ধাতেরেকেটে ধিনা গদিঘেনে । ধাগেৎতাকেটে·ধাগেনেধাত্রেকে
\+
ধিনাগদিঘেনে তাগেতেরেকেটে । ধা

৭. **গোর্নিব জাতির গৎ** (১২-মাত্রার)—

\+
ধাগৎতাকেটে ধাগেনেধাতেরেকেটে ধিনাগদিঘেনে তাগতেরেকেটে
০
। ধেরেধেরেকেটেতাকনাতেরেকেটেতাক তাতেরেকেটেতাকতাতেরেকেটেতাক
২
ধাকৎতা ধেরেধেরেকেটেতাগনাতেরেকেটেতাক । তাতেরেকেটেতাগতাতেরেকেটেতাগ
\+
ধাকৎতা ধেরেধেরেকেটেতাগনাতেরেকেটেতাগ ধেরেধেতেকেটেতাগনাতেকেটেতাগ । ধা

৮ **ভাগ্নাত্তি জাতির গৎ** (৮-মাত্রা)—

০ ৩
ধেনেঘেড়েনাগ তাকঘেড়ান ধেনেঘেনেধাগে ত্রেকেথুনাকতা। ধেনেঘেনেধেনে ঘেনেধাগতাগ
\+
ধেনেঘেনেধাগে ত্রেকেথুনাকতা । ধা

৯. **নারদীব্ জাতির গৎ** (১৬-মাত্রার)—

\+ ২
ধাগৎ তাকিটিধা তেরেকেটে ধেনেধা । তাগেতেটে ঘেড়ান ঘেঘেতেটে ঘেঘেদিন্
০ ৩
। তাগিনাতানে তান তাগেত্রেকে থুনাকতা । ধিনা ক্রেধিনা ক্রেধিনা ক্রেধিনা
\+ ২
। ক্রেধা কৎ তাগেত্রেকে থুনাকতা । ধিনা ক্রেধিনাক্রে ধিনা ক্রেধিনা
০ ৩ +
। ক্রেধা কৎ তাকেত্রেকে থুনাকতা। ধিনা ক্রেধিনাক্রে ধিনা ক্রেধিনাক্রে । ধা

১০. **রঙ্‌দার জাতির গৎ** (৮-মাত্রার)—

০ ৩ +

তাকধেনে ধেনেধাগে তেরেকেটেধেনে ঘেনেধা- । ধেনেঘেনে ধাগেতেরেকেধে ধেনেঘেড়ে । ধা

এছাড়া গৎ-এর নানা প্রকার-ভেদ সংগীত-সমাজে প্রচলিত আছে, যথা—
মোরেদার গৎ, পাল্লাদার গৎ ত্রিপদী গৎ ইত্যাদি।

**গৎ-আড়ি**—একপ্রকার 'গৎ' বিশেষ. যাতে 'আড়ছন্দ' প্রয়োগ করা হয়। যেমন—
-ধি নকধিন ধাগেনধি নকধিন । -তি নকতিন ধাগেনতি নকধিন।

**গৎ-কায়দা**—এমন কতকগুলি বিশিষ্ট বোল্-যুক্ত গৎ, যাকে **কায়দার** ঢঙে বিস্তার করা যায়। যেমন—

\+ ২ ০ ৩ +

ধিন্না ধাক্ কতা ধিন্না । ধাতৃ কতা ধিনা তূনা । কিন্না তাতৃ কতা কিন্না । ধাতৃ কতা ধিনা তূনা । ধা

**গৎ-পরণ**—গতের এক প্রকারভেদ যা সাধারণতঃ পখাওয়াজে পরণের ঢঙে বাজানো হয়ে থাকে। উদাহরণ—ধাকিটধা গেদিগতা কতাকধি কিটধাগে দিংতাকধা গেধাগেন তিরকিটতকতা গেনতাগে গদিগনধাধা তেটকতগদিগন।

**গৎ-পরণ জাতি**—গৎ-পরণের প্রকার-ভেদ বিশেষ। সাধারণতঃ পখাওয়াজেই 'গৎ-পরণ' জাতির প্রচলন একসময়ে ঘরানেদার উস্তাদদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। গৎ-পরণের জাতি চারপ্রকার, যথা—১. কর্ঘা জাতি, ২. জংরতি জাতি, ৩. উর্ধ্বকা জাতি, ৪. ভিক্ষা জাতি।

**গৎ-পাল্লাদার**—একপ্রকার 'গৎ' বিশেষ, যাতে মাত্রার লয়-ভেদ ঘটিয়ে দু'প্রকার (দু'পল্লী), তিন প্রকার (ত্রিপল্লী), চার-প্রকার লয় (চৌপল্লী) প্রদর্শিত হয়। যেমন—চৌপল্লী 'পাল্লাদার গৎ'—

\+ ২ ০

তি ট ক ত । গ দি গি ন । ধা, তিট কত গদি

৩ +

। গিন তিটকত গদিগিন, তিটকতগদিগিন । ধা

অনেকে উপরোক্ত গৎ-পরণ জাতির (পখাওয়াজের) সঙ্গে তব্‌লার চার প্রকার চলন জাতির তুলনা করেন। এই চারপ্রকার 'চলন-জাতি' হলো—
১. গদ্‌দী জাতি, ২. চশ্রৎ জাতি, ৩. নিরঙ্গ্ জাতি, ৪. চাক্‌শী জাতি।

[চলন-জাতি দ্রষ্টব্য]

**গৎ-মঞ্জীদার**—একপ্রকার গৎ বিশেষ। উদাহরণ ঃ—

\+ ২
দীংদীং তাকেটেতাকেটে ধাতেরেকেটেধেতেটে কতাগদীঘেনে। ধাতেরেকেটেধেতেটেকতা
০
গদ্দীন্না- দীংদীংতাকেটেতাকেটে ধাকেরেকেটেধেতেটেকতাগদিঘেনে। ধা কৎ
৩
দীংদীংতাকেটেতাকেটে ধাকেরেকেটেধেকেটেকতাগদীঘেনে। ধা কৎ দীংদীংতাকেটেতাকেটে
\+
ধাতেরেকেটেধেতেটেকতাগদীঘেনে। ধা

**গৎ-মোরেদার**—একপ্রকার গৎ বিশেষ। উদাহরণ ঃ—

\+
ধাক্রেধিন্ধা গদ্দীঘেড়েনাগ ধাগেতেরেকেটেধেনেঘেড়ে নাগদিননানাকতা
২
। ধাগেতিটেঘেড়ান্ ধাগনাগদেনেতাগ তিটেকতাকেড়েনাক তেনেকেনেতাকেতেরেকেটে
০
। থুন্নাকতাধেনেঘেনেধাগে তেরেকেটেথুন্নাকতা তেনেকেনেতাকেতেরেকেটে
৩
থুন্নাকতাধেনেঘেনে । ধাগেতেরেকেটেথুন্নাকতা তেনেকেনেতাকেতেরেকেটে
\+
থুন্নাকতাধেনেঘেনে ধাগেতেরেকেটেথুন্নাকতা । ধা

**গত**—অনুগামী। গীত-অনুগামী বাদ্য বাদনের প্রাচীন রীতি। গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীতের যুগে 'গত' তিন প্রকার ছিল, যথা—১. তত্ত্ব, ২. অনুগত, ৩. ওঘ।

**গতি**—তালের লয়কে পরিবর্তন না করে তালমাত্রাকে এককভাবে, যুক্তভাবে কিংবা ভগ্নাংশভাবে প্রকাশ করা। যেমন, ৪টি মাত্রাকে এককভাবে প্রকাশ করলে হবে—১+১+১+১ অর্থাৎ ধা ধা ধিন্ ধা, যুক্তভাবে প্রকাশ করলে হবে—২+২ অর্থাৎ ধা — ধিন্ —, ভগ্নাংশভাবে প্রকাশ করলে হবে—

$\frac{১}{২}+\frac{১}{২}+\frac{১}{২}+\frac{১}{২}+\frac{১}{২}+\frac{১}{২}+\frac{১}{২}+\frac{১}{২}$ অর্থাৎ ধাগি তিরি কিটি ধিনা।

তালগতির সঙ্গে লয়গতির অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক আছে। হিন্দুস্থানী সংগীতে 'লয়গতি' ১৪ প্রকার, যথা—১. সম বা বরাবর (১ গুণ মন্থর বা মধ্যলয়), ২. অর্ধগতি (২ গুণ মন্থর) ৩. অর্ধার্ধ গতি (৪ গুণ মন্থর), ৪. আড়ী ($\frac{৩}{৪}$ গুণ), ৫. কুআড়ী ($\frac{৪}{৫}$ গুণ), ৬. বিআড়ী ($\frac{৪}{৭}$ গুণ), ৭. দেড়ী ($\frac{২}{৩}$ গুণ), ৮. দ্বিগুণ (২ গুণ দ্রুত) ৯. মহাবিআড়ী বা অল্পত্ ($\frac{৯}{৪}$ গুণ), ১০. পর্আড়ী ($\frac{১১}{৪}$ গুণ), ১১. তেগুণ বা ত্রিগুণ (৩ গুণ), ১২. চৌগুণ (৪ গুণ), ১৩. পরদূন্ (৮ গুণ দ্রুত), ১৪. সুল্ফ্ (১৬ গুণ দ্রুত)।

**গতি**—লয় অপরিবর্তিত রেখে তাল-মাত্রার খণ্ডিত রূপবৈচিত্র্য সহ প্রকাশ করা। গতি তিন প্রকার—দ্রুত, মধ্য বিলম্বিত।

**গতিছন্দ**—গীত-বাদ্য-নৃত্যে ব্যবহার্য ছন্দ, যাকে ইংরেজীতে বলে 'রিদম্'। গতিছন্দ ধ্বনির সমতা, অসমতা ও বিষমতা প্রকাশ করে গতির স্বল্প-বিরাম দ্বারা। এর ফলে সংগীতের তালে সমছন্দ, বিষমছন্দ ও মিশ্রছন্দ সৃষ্টি হয়। তালের সকল বিভাগের মাত্রা-সংখ্যা বা সময়কাল সমান হলে 'সমছন্দ', মাত্রা-সংখ্যা বা সময়কাল দু'প্রকার হলে "বিষমছন্দ' এবং মাত্রা-সংখ্যা বা সময়কাল বিভিন্নপ্রকার হলে 'মিশ্রছন্দ' হয় যেমন—

**সমছন্দ**—দাদ্‌রা, কার্ফা বা কাহারবা, ত্রিতাল, একতাল, চৌতাল প্রভৃতি তাল।

**বিষমছন্দ**— ঝাঁপতাল, তেওরা, রূপক, ঝম্পক, অর্ধঝাঁপ প্রভৃতি তাল।

**মিশ্রছন্দ**—ধামার, কৃষ্ণতাল, কৈদ-ফরোদস্ত্ প্রভৃতি তাল।

অনেকের মতে, চলনের সময়ে মাত্রার গতির হ্রাসবৃদ্ধির ফলে যে ছন্দের সৃষ্টি হয় তাকে 'গতিছন্দ' বলে। যেমন—ধা তিট কত ধাতিট কতগদিগন ধা ........ ইত্যাদি।

আবার কেউ কেউ বলেন, তব্‌লার্ বোল্‌বাণীর গতিসমন্বিত ছন্দকেই 'গতিছন্দ' বলে। এই ছন্দ ১০ প্রকার, যথা—১. তোটক্ ছন্দ, ২. মধুমতী ছন্দ, ৩. ত্বরিৎগতি ছন্দ, ৪. প্রিয়া ছন্দ, ৫. মৃগী ছন্দ, ৬. শ্রী ছন্দ, ৭. সতী ছন্দ, ৮. কন্যা ছন্দ, ৯. সোমরাজি-ছন্দ এবং গজপতি ছন্দ। নিম্নে উদাহরণ দেওয়া হলো—

১. **তোটক-ছন্দ ঃ**

। । । । । । । । । । । । । । । । । ।
ধা ধা না –– ধা না ধা ধা — ধা ধা ধা — ধা ধা নাধা
। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
ধা ধা না — ধা ধা –– ধা —, ধা ধা ধিন্‌ধা ধা — ধা —
। । । । । । । । । । । । । । । । ।
না ধা ধা — ধা না ধা —, তা তা তিন তা তা তা —
। । । । । । ।
না তা তা না তা — ।

২. **মধুমতী-ছন্দ ঃ**

। । । । । । । । । । । । । । । । । ।
ধি — ধি না — । ধি না — । ধি না — । ধি — ধি না — ।
। । । । । । । । । । । । । । । । । ।
ধি না । ধি — না — । তি তি — না –– । তি না — তি না, ।
। । । । । । । । । ।
ধি — ধি দি না । ধি — না । ধিনা ।

৩. **ত্বরিৎগতি ছন্দ ঃ**

। । । । । । । । । । । । । । । । । ।
ধা ধা না । ধা না —, ধা ধা না —, ধা না —, তা তা না ।
। । । । । । । । । ।
তা না — । ধা ধা না । ধা না — ।

৪. **প্রিয়াছন্দ ঃ**

। । । । । । । । । । । । । ।
ঘে ঘে না — । ঘে না —, । ঘে ঘে না — । ঘে না, ।
। । । । । । । । । । । । । ।
কে কে না — । কে না —, ঘে ঘে না — । ঘে না — ।

৫. **মৃগীছন্দ ঃ**

। । । । । । । । । । । । । ।
ঘে — ঘে না —, । ঘে — ঘে না, । কে — কে না —, ।
। । । । ।
ঘে — ঘে না — ।

৬. **শ্রীছন্দ ঃ**

। । । । । । । ।
দ্ধি —, । দ্ধি —, । তি —, । তি — ।

৭. **সতীছন্দ ঃ**

। । । । । । । । । । । ।
তা দিৎ থুনা —, । তা দিৎ থুনা —, । ধা তিৎ তিনা —, ।
। । । ।
তা দিৎ থুনা —, ।

৮. **কন্যাছন্দ ঃ**

। । । । । । । । । । । ।
ঘে — ঘে —, । ঘে — ঘে —, । কে — কে —, ।
। । । ।
ঘে — ঘে — ।

৯. **সোমরাজি ঃ**

। । । । । । । । । । । ।
ঘে ঘে — । তা — ধা । ঘে ঘে — । ঘে ঘে — ।
। । । । । ।
ধিন্ ধা — । ধিন্ ধা — ।

**১০. গজপতি ছন্দ ঃ**

। । । । । । । । । । । । । ।
ধি ধি না । ধা — । ধি না ধি না । না ধি ধি নাক্ ।
। । । ।
ধি না । ধি না —।

পখাওয়াজ বাদনেও বোল্‌বৈচিত্র্য দ্বারা নানাপ্রকার 'গতিছন্দ' প্রকাশ করা হয়ে থাকে চৌতালে নিবদ্ধ এরূপ কয়েকটি ছন্দের নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

**১. চৌপাঈ ছন্দ ঃ** (এক আবর্তনে)

\+ ০ ২
ধাগেতিট কতধাগে । তিটকৃধা তিটধা- । ধা-তিট কতঘেঘে
০ ৩ ৪ +
। তিটকতা -ন্নতা- । ধা-কতা -ন্নতা- । ধা-কতা -ন্নতা- । ধা

**২. শৃঙ্গার ছন্দ** (এক আবর্তনে)

৪ + ০
-ক তা-ধা- । দীংতিট কতঘেঘে । তা-নত কিটধা
২ ০ ৩ ৪ +
। কৃধাতিট ক-তিট । ধা-কৃধাতিট । ক-তিট ধা - । কৃধাতিট ক-তিট । ধা

**৩. রোল ছন্দ** (এক আবর্তনে)

\+ ০ ২ ০
ঘেতা-ন্ ধা-কতা । কতিটত গেনকত । ধিকিটক ঘেনতা- । ক-তিট ধিকিটত
৩ ৪ +
। গেনতা- কতিটত । ধিকিটত গেনতা- । ধা

**৪. রূপমালা ছন্দ** (২ আবর্তনে)

\+ ০ ২ ০ ৩
ধা-ন ধা-তিট । ক-ত ঘেঘেতিট । ধা-ন ধা-তিট । ধা-ন — । দীং-কৃ ধা-কত
৪ + ০ ২ ০
। ক-ত কৃধনন । ধা-ন তি-টক । তা-ন — । ধা-ন ধা-তিট । কতকৃ ধা-তিট
৩ ৪ +
। ধা-কৃ ধা-তিট । ধা-কৃ ধা-তিট । ধা

৫. **গীতিকা ছন্দ** (২ আবর্তনে)

\+ ০ ২ ০ ৩
গ-দ্দী গিনতিট । ক-ত ধিটধা- । কতিট কতকত । ধগেন ধা- । তা-ন ধাগেতিট
৪ + ০ ২
। ধা-কৃ ধা-তিট । দীংত নানানানা । কতিট তা- । ধা-কৃ ধা-তিট
০ ৩ ৪ +
। কতিট কতকত । ধা-ন ধা-কত । ধা-ন ধা-কত । ধা

৬. **ত্যটঙ্ক বা লাবনী ছন্দ** (২ আবর্তনে)

\+ ০ ২ ০ ৩
ধে-ৎধ কিটধিং- । তরা-ন ধা-কিট । ধা-দীং- ধা-কিট । তকগদি গিন- । ধিকিটতা -নকত
৪ + ০
। তিটঘেঘে তিটকত । কৃধা-ন ধা-কত । তিটঘেঘে দীন-
২ ০ ৩ ৪ +
। ধা-নধ কিটতক । তা-নধ কিটতক । ধা-ধ কিটতক । ধা ধ কিট তক । ধা

৭. **বীর-ছন্দ বা আল্‌হা-ছন্দ ঃ** (২ আবর্তনে)

\+ ০ ২ ০
দীং-দীং তিটতিট । তাগেতিট ধাগেতিট । কৃধে-ধ কিটধাগে । তিটঘেঘে দীং-
৩ ৪ +
। কতঘেঘে তিটকত । ঘেঘেতিট গদিগন । ধাত্রকত্রি কিটধাগে
০ ২ ০
। তিটকিট দীং- । ক-তিট তিটঘেঘে । তিটঘেঘে দীং-
৩ ৪ +
। গদিগন ধা-গদি । গনধা- গদিগন । ধা

৮. **দোহা-ছন্দ ঃ** (২ আবর্তনে)

\+ ০ ২ ০ ৩
ধা-নধি কিটধাগে । তিটকৃধা -ন । গদিগন নগতিট । ধা- — । কৃধা-কৃ ধা-তিট
৪ + ০ ২ ০
। ক-তিট ধা । ধা-নধা -নধিট । ধা - । ধিটধিট ধা-দীং- । তা-ধিটধিট
৩ ৪ +
। ধা-দীং- তা- । ধিটধিট ধা-দীং- । ধা

**৯. সোরটা ছন্দ :** (২ আবর্তনে)

+ ০ ২ ০ ৩
ধগতিট ক-তিট। ধা-ধিকিটত । গেনধেড় ধেড়কিট । ধা- কৃধাতিট। গদিগন ধা-
৪ + ০ ০
। ধা-কিট ধুমকিট । তকিটত কা- । কিটতক গদিগন । ধা-তাং ধাকিট
২ ৩ ৫ +
। তকগদি গনধা- । তাং-ধা- কিটতক। গদিগন ধা-তাং- । ধা

**১০. ছপ্পই-ছন্দ :** (২ আবর্তনে)

+ ০ ২ ০ ৩
ধিং-তড়া -ন্নতিট । গেদিং-তা -নধা- । ধকিটত কিটতক । ধকিটকৃ ধগতিট। ক-তক -তধেন
৪ + ০ ২
। ধা-কত গদিগন । ধিটদীং কৃধা-ন । ধা-ধা- কৃতা-ন । ধা-ঘেঘে দীং-তা
০ ৩ ৪ +
। ধা-কত ধা-ঘেঘে । দীং-তা- ধা-কত। ধা-ঘেঘে দীং-তা- । ধা

**১১. কুণ্ডলী ছন্দ :** (২ আবর্তনে)

+ ০ ২ ০ ৩
ধা-তিরকিট ধেৎতা- । ধা-কতাং — । তিরকিটধেৎ তা-কত। ধা- — । ধা-নদি কিটধুম
৪ + ০ ২ ০
। তকিটত কা- । গদিগন ধা-দীং- । তা- — । গদিগন ধা-দীং- । তা-ধ কিটতক
৩ ৪ + ০
। ঘেঘেতিট গদিগন । নতিটতা -নধী- । তা-ঘেঘে তিটকত । গদিগন নগতিট
২
। ধিটধিট ক-তিট
০ ৩ ৪ +
। ধা-নধ কিটতক । ধা-তিরকিট ধেৎতা- । কতাধিং- কতাধিং- । তরাংগ দিগতক
০ ২ ০ ৩ ৪ +
। ধা-কিট ধা-দীং । ধা-তা নধেৎ । তা ধাতা । নধেৎ তা । ধা-তা -নধে- । ধা

**১২. ভুজঙ্গপ্রয়াত :** (২ আবর্তনে)

+ ০ ২ ০
কৃধেধা গেদিংতা । কতিধা নধাধা । ধগদি গেনকৃধে । তগদ্দি কৃধাধা
৩ ৪ + ০ ২
কৃধে-ধ ধীকত । গেদিংত কতান । ধা কতকত । কৃধে-ধ ধীকত । গেদিংত কতান
০ ৩ ৪ +
ধা কতকত । কৃধে-ধ ধী-কত । গেদিংত কতা-ন । ধা

**১৩. তোটক-ছন্দ ঃ** (২ আবর্তনে)

\+ ০ ২ ০
কতকৎ তিটঘেঘে । তিটধা- নতকিট । কতধা- তিটধা- । কতধা- নধিকিট
৩ ৪ + ০
। ঘেঘেতিট ঘেঘেতিট । কতগেদিং -তা-ন । কতকৎ তিটকৃধা । তিটতিট কৃধা-ন
২ ০ ৩ ৪ +
। ধা- -কৃধা । তিটতিট কৃধা-ন । ধা- -কৃধা । তিটতিট কৃধা-ন । ধা

**১৪. মালিনী-ছন্দ ঃ** (২ আবর্তনে)

\+ ০ ২ ০ ৩
কৃধগতি টকতা- । ধা-তা- নধে- । তাকত ধাধা । তিটকত গেদিকৎ। তাধা নধাতা।
৪ + ০ ২ ০
-নধা কতধা । ধিটধিট কতক- । তিটধা নতান । ধেৎতা কতান । ধা ধেৎতা
৩ ৪ +
। কতান ধা । ধেৎতা কতান । ধা

**১৫. বসন্ত তিলক-ছন্দ ঃ** (২ আবর্তনে)

\+ ০ ২ ০ ৩
ধা তা নধান । ধিটতা নকৃধা । নধেৎতা তিট । দীংদীং কৃধে-ত । কিটধা- তিটকত
৪ + ০ ২
। তধা-ন ধাতির । কিটধীং তকিটত । কা-কিট ধা-তা। -নধেৎ ততিরকিট
০ ৩ ৪ +
। ধেৎতা- কিটতকদীংগড় । ধা কিটতকদীংগড়। ধা কিটতকদীংগড় । ধা

**১৬. মন্দক্রান্তা-ছন্দ ঃ** (২ আবর্তনে)

\+ ০ ২ ০
ধিটধিট ধিটধা- । ধগেনক তধগেন । তকধা- ধানত । কিটধা কতাকতা ।
৩ ৪ + ০
। কতধা ধিকিটত । গেনকত কতধা- । তাগেনদি গেনতিট । ক্ড়াংধা কিটতক
২ ০ ৩ ৪ +
। গদিগন ধাক্ড়াং । ধাকিট তকগদি । গনধা ক্ড়াংধা । কিটতক গদিগন । ধা

**১৭. মনোহরণ বা কবিত্ত ছন্দ ঃ** (২ আবর্তনে)

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
ধাত্রক ধিকিট । কতিট তান । ধিকিট তগেন । ধান ধান । দীংগ নতিট । ধাদীং গতা-
\+ ০ ২ ০ ৩ ৪ +
। ধেত ধান । ধেতিট তা- । কতকৃ ধান । ধা- কতকৃ । ধান ধা । কতকৃ ধান। ধা

**১৮. শার্দূলবিক্রীড়িত-ছন্দ ঃ** (২ আবর্তনে)

\+ ০ ২ ০ ৩

গেতিট ধানক্‌ । ধেতধা-নকত । ঘেঘেতিট কতকৃধা । -নধা তাধা । কিটধুম কিটতক

৪ + ০ ২ ০

। গদিগন কতান্ন । কৃধাধা -নধগ । তিটকৃধা ধা-ন । ধা -ধগ । তিটকৃধা -ধা-ন

৩ ৪ +

। ধা ধগ । তিটকৃধা ধা-ন । ধা

**১৯. সওইয়া-ছন্দ ঃ** (২ আবর্তনে)

\+ ০ ২ ০

ধাত্রক ধেতগে । দীংতিট তা-নক্‌ । ধাতিট কতিট । ধানক্‌ ধাতিট

৩ ৪ + ০

। ধিংনন তিটদীং । দীংতিট গেদান্ন । ধা-ন-ধ কিটধিট । কতিটক তিটকত

২ ০ ৩ ৪ . +

। ধা-ধ কিটধিট । কতিটক তিটকত । ধা-ধ কিটধিট । কতিটক তিটকত । ধা

**২০. ঘনাক্ষরী-ছন্দ ঃ** (২ আবর্তনে)

\+ ০ ২ ০

কেত্রকধি কিটকেত্র । কধিকিট কতাকতা । ধিকিটত গেনধিকি । টতগেন ধেড়ধেড়

৩ ৪ + ০ ২

। কেত্রকধি কিটধাগে । তিটধকি টধা-ন । ধা তা- । কেত্রকধি কিটধাগে । তিটধকি ট-তাধ-ন

০ ৩ ৪ +

। ধা-তা- । কেত্রকধি কিটধাগে । তিটধকি টধা-ন । ধা

**গদ্য-তাল**—২০-মাত্রার প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গন্ধতুর্য**—একপ্রকার ঢাক বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**গন্ধর্ব১**—বৈদিকযুগের গায়ক-বাদক-নর্তক সম্প্রদায় বিশেষ। এই সম্প্রদায়ের কয়েকটি শ্রেণীর নাম পুরাণ এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়, যথা—গন্ধর্ব, ভূগন্ধর্ব, কলি-গন্ধর্ব, দিব্য-গন্ধর্ব প্রভৃতি। পরবর্তীকালে এই সম্প্রদায় মূলতঃ দুটি শাখায় বিভক্ত হয়, যথা— ভরত-সম্প্রদায় বা নাট্যসম্প্রদায় এবং নারদ-সম্প্রদায় বা গায়ক-বাদক সম্প্রদায়। ভরত-সম্প্রদায় 'গান্ধর্ব' নাট্য এবং নর্তন চর্চা করতো, অন্যদিকে নারদ-সম্প্রদায় গীত ও তত-বাদ্যের চর্চা করতো। এছাড়াও গন্ধর্ব-জাতিভুক্ত স্বাতী-মুনির সম্প্রদায় আনদ্ধবাদ্যাদির অনুশীলন করতো। প্রাচীনকালে গন্ধর্ব-জাতির সংগীতগুণীদের

লিখিত সংগীতশাস্ত্রকে 'গান্ধর্বশাস্ত্র' বা 'গান্ধর্ববেদ' প্রভৃতি বলা হতো। এই জাতীয় বেদকে পঞ্চম-বেদের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। 'পঞ্চম-বেদ' ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র সকলেরই পাঠের অধিকার ছিল। [গান্ধর্ব দ্রষ্টব্য]

**গান্ধর্ব**$_2$—ক্রিয়াত্মক সংগীত ও সংগীতশাস্ত্রাদিতে নিপুণ বিশেষ।

**গমক-তাল**—অপ্রচলিত এবং লুপ্ত কীর্তনাঙ্গ তাল বিশেষ।

**গর্‌বী-তাল**—অপ্রচলিত তাল বিশেষ।

**গরুড়-তাল**—৬-মাত্রা বিশিষ্ট অপ্রচলিত তাল [তাল দ্রষ্টব্য]

**গর্গর**—বৈদিকযুগের দুন্দুভী জাতীয় আনদ্ধবাদ্য বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**গলবন্ধ-তাল**—৩৬-মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গান্ধব**$_2$—প্রাচীন গন্ধর্ব-জাতিদের সৃষ্ট সংগীত ও নাট্য। মার্গ-সংগীত। [গন্ধর্ব দ্রষ্টব্য]

**গান্ধর্বকল্প**—আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৮ম-১০ম শতাব্দীতে রচিত প্রাচীন সংগীতশাস্ত্র বিশেষ।

**গান্ধর্ব-তাল**—প্রাচীন মার্গতাল যার পাঁচ-প্রকার মুখ্য রূপ ছিল, যথা—**চচ্চৎপুটঃ, চাচপুটঃ, ষট্‌পিতাপুত্রকঃ, সংপক্কেষ্টাকঃ** এবং **উদ্‌ঘট্টঃ**। তালগুলির প্রত্যেকটি কলা-ভেদ অর্থাৎ তাল-বিভাগের হ্রাসবৃদ্ধি ভেদে তিন-প্রকার বিশিষ্ট রূপ ছিল, যথা—**এক-কল** বা যথাক্ষর, **দ্বিকল** এবং **চতুষ্কল**। পুনরায় তালগুলিকে আরো হ্রস্ব-দীর্ঘ করার জন্য প্রতিটি কলাকে (S) ১-লঘুমাত্রা হিসাবে গ্রহণ করলে **'ধ্রুব-মার্গ'** [অর্থাৎ আধুনিক মধ্যলয়], ২-লঘুমাত্রা ধরলে **'চিত্র-মার্গ'**, ৪-লঘুমাত্রা ধরলে **'বৃত্তি-মার্গ'** বা **'বার্তিক-মার্গ'** এবং ৮-লঘুমাত্রা হিসাবে গ্রহণ করলে **'দক্ষিণ-মার্গ'** রূপে বিবেচিত হতো। তাল-বাদক গান্ধর্ব বা মার্গ-তালের রূপ শিক্ষাকালে কিংবা গায়ক সংগীত-পরিবেশনকালে তালের বিভাগ বা কলা প্রদর্শনের জন্য সশব্দ এবং নিঃশব্দ হস্ত-ক্রিয়া করতেন। [ক্রিয়া-দ্রষ্টব্য] অন্যদিকে তালের কলাগুলিকে প্রদর্শন করতেন কাংস্যতাল-বাদক। গান্ধর্ব বা মার্গতালে তিনপ্রকার তাল-মাত্রা ব্যবহৃত হতো, যথা—**লঘু**-মাত্রা —ক, চ, ট, ত, প এই পাঁচটি অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণ-কাল অর্থাৎ প্রায় এক-সেকেন্ড, **গুরু** —১০টি অক্ষরের উচ্চারণ-কাল, (অর্থাৎ ২-সেকেন্ড) এবং **প্লুত** —১৫টি অক্ষরের উচ্চারণ-কাল, (অর্থাৎ প্রায় ৩ সেকেন্ড)। তালগুলিকে **তালাঙ্গ**-এর সাহায্যে পরিচয় দেওয়া হতো। যথা-লঘু=I; গুরু=S; প্লুত=S'; ।

নিম্নে গান্ধর্ব বা মার্গ তালগুলির পরিচয় দ্রষ্টব্য ঃ—

| তাল-নাম | এক-কল | দ্বি-কল | চতুষ্কল |
|---|---|---|---|
| ১. চচ্চৎপুটঃ | S \| S \| I \| S' | SS \| SS \| SS \| SS | SSSS \| SSSS \| SSSS \| SSSS |
| | ১০ ১০ ৫ ১৫ | ২০ ২০ ২০ ২০ | ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ |
| | = ৪০ মাত্রা | = ৮০ মাত্রা | = ১৬০ মাত্রা |
| ২. চাচপুটঃ | S \| I \| I \| S' | SS \| SS \| SS | SSSS \| SSSS \| SSSS |
| | ১০ ৫ ৫ ১৫ | ২০ ২০ ২০ | ৪০ ৪০ ৪০ |
| | = ৩০ মাত্রা | = ৬০ মাত্রা | = ১২০ মাত্রা |

৩. ষট্‌পিতাপুত্রকঃ s' I I I s I s I I I s' ss I ss I ss I ss I ss I ss
১৫ ৫ ১০ ১০ ৫ ১৫ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০
= ৬০ মাত্রা = ১২০ মাত্রা
ssss I ssss I ssss I ssss I ssss I ssss
৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০
= ২৪০ মাত্রা

৪. সংপক্কেষ্টাকঃ s' I s I s I s I s' ss I ss I ss I ss I ss I ss
১৫ ১০ ১০ ১০ ১৫ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০
= ৬০ মাত্রা = ১২০ মাত্রা
ssss I ssss I ssss I ssss I ssss I ssss
৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০
= ২৪০ মাত্রা

৫. উদ্‌ঘট্টঃ s I s I s ss I ss I ss ssss I ssss I ssss
১০ ১০ ১০ ২০ ২০ ২০ ৪০ ৪০ ৪০
= ৩০ মাত্রা = ৬০ মাত্রা = ১২০ মাত্রা

কীভাবে প্রাচীন গান্ধর্বতাল বা মার্গতালে মার্গ' প্রয়োগ হতো তার একটি উদাহরণ দ্রষ্টব্যঃ—

তাল=এককল চচ্চৎপুট— s I s I I I s' = ৮টি লঘু (I)
১০ ১০ ৫ ১৫ = ৪০ মাত্রা

মার্গ=ধ্রুব— I I I I I I I = ৪টি লঘু (I)
৫ ৫ ৫ ৫ = ২০ মাত্রা

মার্গ=চিত্র— I I I I I I I I I I I = ৮টি লঘু (I)
১০ ১০ ১০ ১০ = ৪০ মাত্রা।

মার্গ=বার্তিক— I I I I I I I I I I I I I I I I I I I = ১৬টি লঘু।
২০ ২০ ২০ ২০ = ৮০ মাত্রা

মার্গ=দক্ষিণ— I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I = ৩২টি লঘু।
৪০ ৪০ ৪০ ৪০ = ১৬০ মাত্রা

এইভাবে অন্যান্য গান্ধর্বতালে মার্গগুলি প্রয়োগ করা হতো।

**গান্ধর্ব-বেদ**—আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১০০০-১২০০ অব্দে রচিত পৃথিবীর প্রাচীনতম সংগীতশাস্ত্রের গ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচয়িতা জনৈক গন্ধর্ব-নারদ। পরবর্তীকালে সংগীতশাস্ত্রের গ্রন্থাদিকেও 'গান্ধর্ব-বেদ' বলা হতো।

**গাব**—খিরণ। [খিরণ দ্রষ্টব্য]

**গাঁস**—বাধা। বিরুদ্ধতা। হৃদয়ঙ্গম করা। বক্র এবং বিচিত্র গতিতে বোলসমূহের প্রয়োগ।

**গারুগী-তাল**—৯-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গারুগী-পঞ্চক তাল**—১৫-মাত্রাব প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গীতাঙ্গী-তাল**—৭-মাত্রা বিশিষ্ট তীব্রা বা তেওড়া তালের নামান্তর। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গীতানুগ**—গীতের অনুসরণকারী বাদ্য। সর্বপ্রকার গীতের অনুসরণে দক্ষ বাদক।

**গুড়্রী**—তব্লা বা বাঁয়ার নিম্নদেশে সংলগ্ন চামড়ার বিঁড়ে। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**গুণী**—শিক্ষা-নিরপেক্ষ সৃজনক্ষম শিল্পী।

**গুথাও**—দীর্ঘাকার 'লড়ি', যাতে সরল ও জটিল বোলের মিশ্রণ থাকে। [লড়ি দ্রষ্টব্য]

**গুপ্ত-তাল**—কর্ণাটকী তালপদ্ধতি তিস্র-জাতির 'রূপক' তালের (১০ মাত্রার) অপর নাম। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গুম্বদ্**—গম্বুজ। আনদ্ধবাদ্য বাদনের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ বিলম্বিত থেকে দ্রুততর লয়ের কিংবা বোল্‌বিন্যাসে একমাত্রায় অনেক বোল্ যুক্ত করে পরবর্ত্তি মাত্রাসমূহে ক্রমশঃ কম সংখ্যক বোল যুক্ত করা।

**গুরু**—দুটি লঘু (I) মাত্রার সমষ্টি যার চিহ্ন 'S' এবং মাত্রার সময়কাল 'গান্ধর্ব মতে ১০টি বর্ণ বা অক্ষরের উচ্চারণ-কাল অথবা 'দেশী' মতে ৮টি বর্ণ বা অক্ষরের উচ্চারণ কালের সমান। [মাত্রা, মাত্রাবিভাগ দ্রষ্টব্য]

**গুরুমেরু**—তালের একপ্রকার প্রস্তার বিশেষ। [প্রস্তার দ্রষ্টব্য]

**গুরু-লওয়া**—কীর্তনাঙ্গ তালের গুরু বোল্-যুক্ত তালের ঠেকা। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গুলি**—গট্টা। কাঠের ছোট ছোট ঘন ও নলাকৃতি খন্ড, যা ডাঁয়া-তব্লা ও পখাওয়াজের বর্হিভাগে 'বদ্ধি'র (চামড়ার ফিতের) সঙ্গে আটকানো থাকে এবং আনদ্ধবাদ্যাদিকে সুরে বাঁধার জন্য চামড়ার ফিতের টান করতে হয় এই গুলিসমূহের ওপর-নিচে সরিয়ে। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**গোট্**—চাঁটি। কানি। [চাঁটি, কানি দ্রষ্টব্য]

**গোপুচ্ছা**—তালের একপ্রকার যতি। [দশপ্রাণ দ্রষ্টব্য]

**গোলি**—গুলি দ্রষ্টব্য। [গুলি দ্রষ্টব্য]

**গোষ্ঠী-বাদ্য**—আনদ্ধবাদ্যসমূহের বৃন্দ-বাদ্য বা কুতপ।

**গৌরনিব্**—গৎ-জাতির প্রকার বিশেষ। [গৎ দ্রষ্টব্য]

**গৌন্ধি-তাল**—১৬-মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গৌরী-তাল**—২০-মাত্রার প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গ্রহ$_1$**—ধরতাই। তালের শুরু বা সম্।

**গ্রহ$_2$**—প্রাচীন মৃদঙ্গাদি আনদ্ধবাদ্যের বাদনকালে বিভিন্ন মার্গে ব্যবহৃত অক্ষর বা বর্ণসমূহ। [অক্ষর, মার্গ দ্রষ্টব্য]

**গ্রহ-তাল**—৯-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**গ্রহাগ্রহ-তাল**—২০-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

# ঘ

**ঘট**—একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধ-বাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**ঘট-তাল**—৬-মাত্রার প্রাচীন এবং লুপ্ত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ঘটম্**—দক্ষিণভারতীয় প্রাচীন ঘটবাদ্য, যা পোড়ামাটির তৈরী ছোট কলসাকৃতির এবং চর্মাচ্ছাদিত একমুখ-যুক্ত আনদ্ধবাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**ঘটি-লয়**—'সংগীত-দামোদর' গ্রন্থে উল্লিখিত ৪০-প্রকার লয়ের অন্যতম।

**ঘডস**—প্রাচীন আনদ্ধবাদ্য বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**ঘড়ি**—একপ্রকার ঘনবাদ্য বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**ঘত্তা-তাল**—২৪-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাচীন এবং লুপ্ত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ঘন্টা**—একপ্রকার ঘনবাদ্য বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**ঘন-বাদ্য**—কাঠ বা যে-কোনো ধাতুনির্মিত নিরেট বাদ্য, যা ছন্দ-রক্ষার্থে তালের কলা বা বিভাগ প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**ঘর**—পেশাদার বা ব্যবসায়িক সংগীতজ্ঞ পরিবার যা পুত্র-পরম্পরায় এবং শিষ্য-পরম্পরায় সংগীতের ক্রিয়াত্মক রূপ সংরক্ষিত হয়। [ঘরানা দ্রষ্টব্য]

**ঘরানা**—কোনো পেশাদার ব্যবসায়িক সংগীতজ্ঞ পরিবারের সংগীত-পরিবেশনের বৈশিষ্ট্য। ঘরানা সাধারণত কোনো সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি, স্থান বা সংগীতজ্ঞ বংশের নামানুসারে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

**ঘরানার প্রকার-ভেদ**—সংগীতের তিন শাখা, যথা গীত-বাদ্য-নর্তন ভেদে সংগীত-ঘরানারও তিনপ্রকার ভেদ রয়েছে। যেমন— (ক) গায়ক-ঘরানা, (খ) বাদক ঘরানা, এবং (গ) নর্তন ঘরানা। বর্তমান অভিধানে শুধু আনদ্ধবাদ্যের বাদক-ঘরানাগুলি প্রদর্শিত হবে। আনদ্ধবাদ্য-ঘরানার প্রধানতঃ দুটি শ্রেণী রয়েছে, যথা— (১) পখাওয়াজ ঘরানা, এবং (২) তব্‌লা ঘরানা। নিম্নে এগুলির পরম্পরা দেখানো হচ্ছে ঃ

**আনদ্ধবাদ্যের ঘরানা**

[— = পুত্র, (শি) = শিষ্য]

**প খা ও য়া জ ঘ রা না**

১. **গোয়ালিয়ার** (মধ্যপ্রদেশ) পখাওয়াজ ঘরানা :

জোরাবর সিং — ? — সুখদেব সিং — পর্বত সিং — মাধো সিং।

২. **বান্দা** (উত্তরপ্রদেশ) পখাওয়াজ ঘরানা :
লালা ভবানীপ্রসাদ সিং — কুদৌ সিং (শি) — লালা হরিচরণ (শি), অযোধ্যাপ্রসাদ (শি) — শম্ভুপ্রসাদ — বামদাস (শি)।
কুদৌ সিং — মদনমোহন (শি) — মক্‌খনলাল (শি) — গিরিজাপ্রসাদ।

৩ **পাঞ্জাব** পখাওয়াজ ঘরানা :
ভবানী সিং — ফকীরবক্স (শি) — কাদির বক্স।

৪. **রামপুর** (উত্তরপ্রদেশ) পখাওয়াজ ঘরানা :
লালা ভবানীপ্রসাদ সিং — রামপ্রসাদ সিং (শি) — গয়াপ্রসাদ (শি) — ছোটে অযোধ্যাপ্রসাদ (শি)।

৫ **অযোধ্যা** (উত্তরপ্রদেশ) পখাওয়াজ ঘরানা :
কুদৌ সিং — মদনমোহনজী (শি), রামকুমার দাস (শি)।
মদনমোহনজী — স্বামী রামদাস (শি)।
রামকুমার দাস — স্বামী রামদাস (শি), ঠাকুরদাস (শ), রামমোহিনী শরণ (শি)।
স্বামী রামদাস — গোবিন্দদাস (শি), জানকীরসিক শরণ (শি), মণিরাম দাস (শি) ... ।
ঠাকুরদাস — গোপাল দাস (শি), মহাবীর দাস (শি), রামশংকর দাস (শি) . ।
রামমোহিনী শরণ — সরযু দাস (শি), ভগবান দাস (শি), রামশংকর দাস (শি)।
গোপাল দাস — রামলখন দাস (শি)।

৬ **রেওয়া** (মধ্যপ্রদেশ), পখাওয়াজ ঘরানা :
বিশ্বনাথ সিং — কুদৌ সিং (শি) — বড়ে পর্বত সিং (শি) — ভোলানাথ পাঠক (শি) — মন্নুজী (শি), রামনাথ পাণ্ডে (শি)।

৭ **বেনারস** (উত্তরপ্রদেশ) পখাওয়াজ ঘরানা
ভোলানাথ পাঠক — মন্নুজী (শি) - তুলসীশ্যামজী, গোবিন্দরামজী এবং জীবনজী মুখিয়া (শি), বিঠ্‌ঠলদাস গুজরাতী (শি)।

৮. **গয়া** (বিহার) পখাওয়াজ ঘরানা :
মাণ্ডবী উপাধ্যায় — ? (শি) — বাসুদেব উপাধ্যায় (শি) — বলদেও উপাধ্যায় — পান্নালাল উপাধ্যায়।

৯. **দ্বারভাঙ্গা** (বিহার) পখাওয়াজ ঘরানা :
(ক) ঠাকুরদাস — গোপালদাস মোহন্ত (শি) — রাঘবেন্দ্র দাস (শি)।
(খ) মদনমোহনজী — দেওকীনন্দন পাঠক (শি) — জয়মুন পাঠক, বিষ্ণুদেও পাঠক।
জয়মুন পাঠক — মাণ্ডবী পাঠক — বাসুদেও উপাধ্যায় (শি) — রামজী উপাধ্যায়, বলদেও উপাধ্যায় — পান্নালাল, মদনলাল।
বিষ্ণুদেও পাঠক — রামাশিস্‌ পাঠক, চন্দ্রকুমার মল্লিক (শি)।

১০. **বরোদা** (গুজরাট) পখাওয়াজ ঘরানা :
লালা ভবানীপ্রসাদ সিং — তাজ খাঁ (শি) — নাসির খাঁ — কান্তাপ্রসাদ (শি), বিষ্ণুপন্ত্ যোশী (শি)।

১১. **মহারাষ্ট্র** (নানা পান্‌সে) পখাওয়াজ ঘরানা :
জ্যোৎ সিং — নানা পান্‌সে (শি) — বলবন্ত্ রাও পান্‌সে এবং (শিষ্য) বিঠোবা সাঁইবালে, সখারাম গুরব, বলবন্তরাও বৈদ্য, রামনরাও চাঁদবড়ক্‌র্, লছ্‌মনরাও শাস্ত্রী ...।
সখারাম গুরব — অম্বাদাস পন্ত্ এবং (শিষ্য) গোবিন্দরাও বুর্‌হাণপুরকর।
বলবন্ত্‌রাও বৈদ্য — গণ্‌পৎরাও রাস্তে (শি), বালকৃষ্ণ রাস্তে (শি), শংকর ভৈয়া পান্‌সে (শি) — পঃ সখারাম (শি)।
বামণরাও চাঁদবড়কর্ — গুরুদেবজী পট্টবর্ধন (শি)।
লছ্‌মন রাও শাস্ত্রী — ভগবানসেন (শি)।

১২ **বিষ্ণুপুর** (পঃ বঙ্গ) পখাওযাজ ঘরানা :
(ক) পীরবক্স — রামমোহন চক্রবর্তী (শি) — জগৎচাঁদ গোস্বামী (শি), জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় (শি), অনন্তলাল মুখোপাধ্যায় (শি)।
জগৎচাঁদ গোস্বামী — কৃত্তিচাঁদ গোস্বামী (শি) — শ্রীপতি অধিকারী (শি)।
(খ) লালা হীরালালজী — বেচারাম চট্টোপাধ্যায় (শি) — জগদিন্দ্রনাথ রায (শি)।

১৩. **কলিকাতা** (পঃ বঙ্গ) পখাওয়াজ ঘরানা :—
(ক) লালা ভগবান সিং — লালা হরকিষণ, লালা কেবলকিষণ — শ্রীরাম চক্রবর্তী (শি) — কেশবচন্দ্র মিত্র (শি), মুরারীমোহন গুপ্ত (শি)।
কেশবচন্দ্র মিত্র — দীননাথ হাজরা (শি), নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (শি), শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় (শি)।
দীনানাথ হাজরা — নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (শি), বিপিনবিহারী ঘোষ (শি), কেবলবাবু (শি) (অরুণপ্রকাশ অধিকারী) ...।
বিপিনবিহারী ঘোষ — শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত (শি), তারাপদ ভট্টাচার্য (শি), জ্ঞান ঘোষ (শি)।
কেবলবাবু (অরুণপ্রকাশ অধিকারী) — জহর পাল (শি), শিবদাস অধিকারী (শি), রাজীবলোচন দে (পম্পাবাবু) (শি) ...।
রাজীবলোচন দে (পম্পাবাবু) — (শিষ্য) জীবনকৃষ্ণ সাহা, চঞ্চল ভট্টাচার্য, গুরুদাস ঘোষ, স্বপন ঘোষ, পার্থ ঘোষ ...।
মুরারীমোহন গুপ্ত — প্রমথনাথ গুপ্ত এবং (শিষ্য) গোপাল মল্লিক, সত্য গুপ্ত, দর্শন সিং, ববদা দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু), প্রবোধ ঘোষ, সতীশচন্দ্র দত্ত, জগদিন্দ্রনাথ রায়, ব্রজেন্দ্রকিশোব রায়চৌধুরী, দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য, গোপাল কুণ্ডু ..।
দেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু) — শিষ্য নরেন্দ্রনাথ বাগচি, মণি পাল, রাজীবলোচন দে...।
সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) — (শিষ্য) সন্ন্যাসীচরণ রায়, যুগল আঢ্য, রাজীবলোচন দে ...।

গোপাল মল্লিক — সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (শি)।

গোপাল কুণ্ডু — (শিষ্য) পঞ্চানন পাল, কৃষ্ণদাস পাল।

দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য — (শিষ্য) রাজীবলোচন দে, নরেন্দ্রনাথ বাগচি, জিতেন্দ্রনাথ সাঁতরা, মণি পাল, পতিতপাবন আচার্য, সতীশ বাগচি, প্রতাপনারায়ণ মিত্র ..।

(খ) গুলাম অব্বাস — উমেশ মুখোপাধ্যায় (শি) — (শিষ্য) মানিকলাল প্রামাণিক, রসিকলাল দে, কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায় — সত্যপ্রকাশ ঘোষ (শি)।

১৪. **ঢাকা** (পূঃ বঙ্গ/বাংলাদেশ) পখাওয়াজ ঘরানা :—

খৈরাতি জমাদার — (শিষ্য) রামকুমার বসাক, গৌরমোহন বসাক।

রামকুমার বসাক — উপেন্দ্রকুমার বসাক — (শিষ্য) বারীন্দ্র বসাক, গোপালচন্দ্র বসাক, আনন্দমোহন বসাক ...।

গৌরমোহন বসাক — (শিষ্য) আনন্দমোহন বসাক, প্রসন্নকুমার বণিক ...।

## ত ব্ লা ঘ রা না

১. **দিল্লী** তবলা ঘরানা :—

পুত্র-পরম্পরা :

সিধার খাঁ — বুগ্‌ড়া খাঁ, ঘসীট খাঁ, মহ্‌তাব খাঁ।

বুগ্‌ড়া খাঁ — শিতাব খাঁ, গুলাব খাঁ।

ঘসীট্ খাঁ — বুদ্ধু খাঁ, মখ্‌দুম্ খাঁ।

মহ্‌তাব খাঁ — মক্‌খু (মম্মু) খাঁ, বক্‌শু খাঁ, মৌজু (মৌদু, নজ্জু) খাঁ।

শিতাব খাঁ — নজর আলী এবং কন্যা — বড়ে কালে খাঁ — বৌলী বক্স — নথ্‌থু খাঁ।

গুলাব খাঁ — মুহম্মদ খাঁ — ছোটে কালে খাঁ — গামী খাঁ — ইমাম আলী।

শিষ্য-পরম্পরা :

(ক) সিধার খাঁ — বড়ে কল্লু খাঁ, রৌশন খাঁ, চাঁদ খাঁ — লিল্লী মসীৎ খাঁ (পুত্র) — লংড়ে হুসেন বক্স (পুত্র) — (পুত্র) নন্‌হে খাঁ, ঘসীট্ খাঁ — জুগ্‌না খাঁ (শি) — মহ্‌বুব খাঁ (শি) — মধুকর গণেশ গোল্‌বোলেকর।

(খ) শিতার খাঁ — ছোটে কল্লু খাঁ, মিরু খাঁ।

(গ) বৌলী বক্স — মুনীর খাঁ — আহম্মদজান থিরকওয়া, আমীর হুসেন, গুলাম হুসেন, শাম্‌সুদ্দীন।

(ঘ) নথু খাঁ — কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, হবীব-উদ্দীন খাঁ, ডমরুপানি ভট্টাচার্য ...।

(ঙ) গামী খাঁ — হীরালালজী।

(চ) আহম্মদজান থিরকওয়া — বিনায়করাও পেণ্ডারকর, মহ্‌বুব খাঁ মিরজকর, চাঁদ খাঁ, চুনীলাল গাঙ্গুলী (ছানুবাবু) ...।

(ছ) অমীর হুসেন --- ফকীর হুসেন (পুত্র), গুলাম রসূল, শ্রীনাথ নাগেশকর, যশোবন্ত্ কেবক্‌র, নিখিল ঘোষ ...।

(জ) হুসেন বক্স—অত্তা হুসেন (পুত্র) — কাদর বক্স, প্রসন্নকুমাব বণিক, ভাবানীচরণ বসু, অবনী গাঙ্গুলী ...।

কাদর বক্স — দুলালচন্দ্র মান্না।

প্রসন্নকুমার বণিক -- হবেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় কর্মকাব -— বিমল দাস। (প্রসন্নকুমার বণিকের ঘরানাকে অনেকে 'ঢাকা তব্‌লা ঘরানা' বলেন)।

ভবানীচরণ বসু -- রবীন্দ্রকুমার বসু।

অবনী গাঙ্গুলী --- বিশ্বনাথ সোম, চুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় — কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী (নাটুবাবু), রামকুমার গাঙ্গুলী।

হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী — হরেন্দ্র চক্রবর্তী, সুরেন্দ্র অধিকারী ...।

২ **লক্ষ্ণৌ** (উত্তরপ্রদেশ) তব্‌লা ঘরানা —

পুত্র-পরম্পরা

(ক) দিল্লীবালে বকশু খাঁ (মিয়াঁ বক্‌শু) - - সালারী খাঁ, মম্মু খাঁ --- মুহম্মদ খাঁ, নজ্জু খাঁ, হল্‌কর খাঁ।

মুহম্মদ খাঁ — মুন্নে খাঁ, নাদির হুসেন খাঁ, আবিদ হুসেন খাঁ।

নজ্জু খাঁ --- ছোট্রেন খাঁ।

নাদির হুসেন খাঁ — ওয়াজিদ হুসেন খাঁ --- আফাক্ হুসেন খাঁ।

(খ) (ছোটে মিয়াঁর স্ত্রী) ছোটী বিবি — বাবু খাঁ।

শিষ্য-পরম্পরা :

(ক) বাবু খাঁ -— নগেন্দ্রনাথ বসু, বিধুভূষণ দত্ত, মন্মথ গাঙ্গুলী .. ।

বিধুভূষণ দত্ত — যদুগোপাল দত্ত (পুত্র) এবং (শিষ্য) বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ, বকুল সেন ...।

মন্মথ গাঙ্গুলী -- হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (হীরুবাবু) [পুত্র] এবং (শিষ্য) রাজেন্দ্র ধর, অনন্ত চ্যাটার্জী, পরেশ ভট্টাচার্য ..।

(খ) আবিদ হুসেন খাঁ —- বীরু মিশ্র, হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, শিশিরশোভন ভট্টাচার্য, দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ চট্টোপাধ্যায়।

ছোট্রেন খাঁ -- কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী (নাটুবাবু) —- গৌর পাল, রতনমণি কর, খগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রাজা রায় ..।

(গ) ওয়াজিদ হুসেন খাঁ - অধ্যাপক অনিল ভট্টাচার্য -- বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য (পুত্র), নিবেদিতা ভট্টাচার্য (কন্যা)।

৩. **ফরুক্কাবাদ** (উত্তরপ্রদেশ) তব্‌লা ঘরানা :—

**পুত্র-পরম্পরা** :

দিল্লীবালে বক্‌শু খাঁ (মিয়াঁ বক্‌শু) — হাজি বিলায়ৎ আলী (জামাতা) — হুসেন আলী — নন্‌হে খাঁ — মসীৎউল্লাহ্ খাঁ — কবামৎ উল্লাহ্ খাঁ — সাব্বির খাঁ।

শিষ্য-পরম্পরা :

হাজি বিলায়ৎ আলী — মুবারক আলী — শের আলী — আহম্মদজান থিরকওয়া।

হুসেন আলী — মুনীর খাঁ।

মসীদ-উল্লাহ্ খাঁ — আজিম খাঁ, হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রাইচাঁদ বড়াল, মনীন্দ্রমোহন (মন্টু) ব্যানার্জী, হেমেন্দ্রনাথ সরকার, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ....।

মনীন্দ্রমোহন (মন্টু) ব্যানার্জী — মহারাজ ব্যানার্জী (পুত্র)।

হেমেন্দ্রনাথ সরকার — বিশ্বনাথ দাস।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ — কানাই দত্ত, রবীন্দ্রকুমার বসু, মানিক পাল, রাধাকান্ত নন্দী, শ্যামল বোস, গোবিন্দ বোস, শংকর ঘোষ, কপিলদেব চতুর্বেদী, চুনীলাল রায়চৌধুরী, মানস দাশগুপ্ত, সঞ্জয় মুখার্জী, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় ....।

করামৎউল্লাহ্ খাঁ — সাবির খাঁ (পুত্র), (শিষ্য) অনিল রায়চৌধুবী, শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়, অমবনাথ দে, বলরাম মুখোপাধ্যায় ...।

আহম্মদজান থিরকওয়া — [দিল্লী তব্‌লা ঘবানাব শিষ্য-ধারায় (ঙ) দ্রষ্টব্য]

৪ **অজরাড়া** (মীরাট জেলা, উঃ প্রদেশ) তবলা ঘবানা :—

পুত্র-পরম্পরা

দিল্লীবালে শিতাব খাঁ — মিরু খাঁ (শি), ছোটে কল্লু খাঁ (শি) — মুহম্মদী বক্স (পুত্র) — চাঁদ খাঁ (পুত্র) — কালে খাঁ (পুত্র) — হসন্ খাঁ (পুত্র) — শম্মু খাঁ (পুত্র) — হবীবউদ্দিন (পুত্র)।

৫ **বেনারস বা কাশী** (উত্তরপ্রদেশ) তব্‌লা ঘবানা :—

পুত্র-পরম্পরা .

(ক) দিল্লীবালে মৌজু (মৌদু) খাঁ — (শিষ্য) রামসহায মিশ্র, ভৈরবসহায় মিশ্র — বলদেওসহায় মিশ্র — দুর্গাসহায় মিশ্র।

(খ) গণেশী মহারাজ — প্রতাপ মহারাজ — হরিসুন্দর (বাচা মিশ্র, শিবসুন্দর), — শাম্‌তাপ্রসাদ — কুমারলাল।

(গ) শিবসুন্দর — বলমোহন — নারায়ণদাস।

শিষ্য-পবম্পরা

(ক) মহেশী মহারাজ = ? — নান্‌কুলাল — ঝুমক্‌লাল — আদ্যাপ্রসাদ, অম্বিকাপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ।

(খ) রামসহায় মিশ্র — জানকীসহায় মিশ্র — ভগৎজী, গোকুল মহারাজ, বিশ্বনাথজী, যদুনন্দনজী।

বলদেওসহায় — কণ্ঠেমহারাজ, বিক্কুজী।

দুর্গাসহায় — শ্যামলালজী — লালজী।

ভগৎজী — ভৈরবপ্রসাদ — মৌলবীরাম, আনোখেলাল — অমরনাথ (পুত্র) এবং (শিষ্য) মহাপুরুষ মিশ্র।

বিশ্বনাথজী — ভগবানজী — বীরু মিশ্র (পুত্র) — পান্নালালজী।

যদুনন্দনজী — পুরুষোত্তম।

কণ্ঠে মহারাজ — কিষণ মহারাজ (ভ্রাতুষ্পুত্র), আশুতোষ ভট্টাচার্য, নান্‌কু মহারাজ, বদ্‌রীপ্রসাদ, কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী (নাটুবাবু)।

জানকীসহায় মিশ্র — লছ্‌মীপ্রসাদ — কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী (নাটুবাবু), পঞ্চানন পাল, অনাথনাথ বসু — শ্যামল বসু (পুত্র), গোবিন্দ বসু (পুত্র), সুবোধ নন্দী, রাধানাথ নন্দী ...।

মৌলবীরাম — হবেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেন্দ্র চক্রবর্তী ..।

আনোখেলাল — রাধাকান্ত নন্দী ...।

নান্‌কু মহারাজ — প্রকাশ মহারাজ (পুত্র) ..।

বদ্‌রীপ্রসাদ — চন্দ্রভান ..।

বিক্কুজী — গাম্মোজী (পুত্র), শাম্‌তাপ্রসাদ — কুমারলাল (পুত্র)।

গাম্মোজী — রঙ্গনাথ (পুত্র)।

ভগৎজী — শ্যামা মিশ্র — বুঁদি মিশ্র — দুর্গা মিশ্র (পুত্র)।

(খ) শাম্‌তাপ্রসাদ — সত্যনারায়ণ বশিষ্ঠ .. ।

৬. **পাঞ্জাব** তব্‌লা ঘরানা :—

পুত্র-পরম্পরা :

পঞ্জাব পখাওয়াজ ঘরানার ফকীর বক্স — কাদির বক্স।

শিষ্য-পরম্পরা :

ফকীর বক্স — করম ইলাহী, ফিরোজ খাঁ।

ফিরোজ খাঁ — জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ .. ।

কাদির বক্স — আল্লা রাখ্‌খা (১), লাল মুহম্মদ।

লাল মুহম্মদ — আল্লা রাখ্‌খা (২)

আল্লা রাখ্‌খা (২) — জাকির হুসেন (পুত্র), সুবোধ মুখোপাধ্যায় ...।

৭ **ভাটোলা** (পাঞ্জাব) তব্‌লা ঘরানা :-

পুত্র-পরম্পরা :

ফরুক্কাবাদবালে হাজী বিলায়ৎ আলী — চুড়িয়া ইমাম বক্স — (পুত্র) — বন্দে হাসান খাঁ।

শিষ্য-পরম্পরা :

চুড়িয়া ইমাম বক্স — ফৈয়াজ খাঁ — ইউসুফ খাঁ ...।

৮. **বিষ্ণুপুর** তব্‌লা ঘরানা :--

শিষ্য-পরম্পরা :

(ক) দিল্লীবালে বক্‌শু খাঁ — বেচারাম চট্টোপাধ্যায় — গিরীশ চট্টোপাধ্যায় — জগদিন্দ্রনাথ রায়, ভৈরব চক্রবর্তী, হরিপদ কর্মকার।

ভৈরব চক্রবর্তী — ক্ষিতিরাম পাঁজা।

(খ) লক্ষ্মৌ তব্‌লা ঘরানার মুন্নে খাঁ — রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় -- ব্রজলাল মাঝি, বিজন হাজারী -- অজিত হাজারী (পুত্র), বঙ্কুবিহারী দত্ত, সুবোধ নন্দী — হরিপদ মণ্ডল, অসীম পাল ..।

৯. **ঢাকা** (পূর্ববঙ্গ/বাংলাদেশ) তব্‌লা ঘরানা --

শিষ্য-পরম্পরা ·

(ক) খৈরাতী জমাদার — রামকুমার বসাক, নটবর বণিক, গৌরমোহন বসাক, সাধুচরণ বণিক — মহতাব বণিক (পুত্র), গোলাপ বণিক (পুত্র), গগনচন্দ্র দাস।

রামকুমার বসাক — আনন্দমোহন বসাক, কিশোরীমোহন বসাক।

গৌরমোহন বসাক — প্রসন্ন কুমার বণিক — হেমচন্দ্র রায়, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়....।

(খ) গুলাম আব্বাস — সুপ্পন খাঁ — শশিমোহন বসাক, দুর্গাদাস লাল।

(গ) দিল্লীবালে লংড়ে হুসেন বক্স — অত্তা হুসেন (পুত্র), দ্বারকানাথ নট্ট, শ্যামাপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

অত্তা হুসেন — প্রসন্নকুমার বণিক — হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় কর্মকার।

শ্যামাপ্রসাদ রায়চৌধুরী — সারদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী (পুত্র)।

**ঘরোয়ানা** — [ঘরানা দ্রষ্টব্য]

**ঘাই** — আনদ্ধবাদ্যাদিতে আঘাত কিংবা আঘাতজনিত শব্দ।

**ঘাত** — তালি। তাল-অবয়বের যে-সকল স্থানে সশব্দ-ক্রিয়া হস্ত দ্বারা করা হয়।

# চ

**চক্র**₁--- আবর্তন। বিভাগ। বিন্যাস।

**চক্র**₂ --- কাষ্ঠ-নির্মিত করতাল-বাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**চক্র-তাল**₁--- ৫-মাত্রার কর্ণাটকী তাল। কর্ণাটকী ত্রিশ্র-জাতির 'রূপক' তালের অপর নাম। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চক্রতাল**₂---৫ বা ৩০ বা ৩২ মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চক্রদার**---তাল-আবর্তনকে একাধিকবার পূর্ণ করা। হিন্দুস্থানী তাল পদ্ধতিতে সাধারণতঃ 'টুক্‌ড়া', 'তিহাই', 'পরণ' প্রভৃতিতে চক্রদার প্রয়োগ করা হয়। চক্রদারের তিন রকম রূপভেদ আছে, যথা---(১) সাধারণ চক্রদার, (২) ফরমাইশী চক্রদার, এবং কামালী চক্রদার। সাধারণ চক্রদারে (তিহাই-যুক্ত বা তিহাই-হীন) টুক্‌ড়া, গৎ, পরণের অংশ বিশেষ নির্দিষ্ট বিন্যাসে তিন-বার বাজিয়ে শেষ 'ধা' বোল্‌টি সমে এসে পড়বে। ফরমাইশী চক্রদারে ১ম চক্রের তিহাই একটি করে 'ধা' দ্বারা, ২য় চক্রের তিহাই ২টি করে 'ধা' দ্বারা এবং তৃতীয় চক্রের তিহাই ৩টি 'ধা' দ্বারা রচিত হয়। কামালী চক্রদারে তিহাইগুলি তিনটি 'ধা' দ্বারা রচিত হয়। প্রথম চক্রের ১ম 'ধা' সমে, দ্বিতীয় চক্রের ২য় 'ধা' সমে এবং তৃতীয় চক্রের ৩য় 'ধা' সমে এসে পড়ে। এবিষয়ে একটি করে উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো ---

১ **সাধারণ চক্রদার** (ত্রিতালে)

+ ২ ০
/ধেৎ তা ধেটে ধেটে । ক্রেধেৎ -ধা ঘেনে তুনা । ক্রেনাক তেরেকেটে তকতক তেরেকেটে
৩ + ২
। ধা তেরেকেটে তকতক তেরেকেটে । ধা তেরেকেটে তকতক তেরেকেটে । ধা ---''

এইভাবে তিনবার বাজিয়ে ৬৫-মাত্রায় 'ধা'-তে সম্ পড়বে।

২ **ফরমাইশী চক্রদার** (ত্রিতালে)

+ ২
/ধাতি -ধা তেরেকেটে ধাতি । ধাতেরে কেটেতক তাতেরে কেটেতক
০ ৩
। তেরেকেটে তকতা তেরেকেটে ধাতি । ধাতেরে কেটেধা তিতধা তেরেকেটে
+ ২ ০
। ধা ধাতেরে কেটেধা তিতধা । তেরেকেটে ধা ধাতেরে কেটেধা । তিতধা তেরেকেটে ধা''
---এইভাবে তিনবার বাজিয়ে ৮১-মাত্রায় 'ধা' তে সম্ পড়বে।

৩. **কামালী চক্রদার** (ত্রিতালে)

+ ২ ০
/ঘেনা ঘেনা ধাগে নাধা । ঘেনা ধাগে দিনতা কতা । তেরেকেটে দিনতা কতা
৩ + ২
কতা । ঘেনা ধাগে নাধা তেরেকেটে । ধা ধা ধা কতা । কতা ঘেনা ধাগে
০ ৩ +
নাধা । তেরেকেটে ধা ধা ধা । কতা কতা ঘেনা ধাগে । নাধা তেরেকেটে ধা
২
ধা । ধা —'' এইভাবে তিন বার বাজিয়ে ১১৩ মাত্রায় 'ধা'-তে সম্ পড়বে।

**চক্রবাল-তাল**—৩২-মাত্রার একপ্রকার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চ-গণ**— [গণ দ্রষ্টব্য]

**চঙ্-তাল**—৮-মাত্রার মধ্যযুগীয় এবং অপ্রচলিত তাল। খয়াল্-তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চচ্চৎপুট-তাল**—৩২ বা ৪০-মাত্রার প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চচ্চরী-তাল**—৪০ বা ৭২-মাত্রার প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। চাঁচর-তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চঞ্চল-তাল**—১৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। আড়াচৌতাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চঞ্চুপুট-তাল**—৮-মাত্রার কীর্তনাঙ্গ তাল। 'চচ্চৎপুট' শব্দের বিকৃত উচ্চারণ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চট-তাল**—১২-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চণ্-তাল**—৮-মাত্রা বিশিষ্ট কর্ণাটকী খণ্ড-জাতির রূপক-তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চণ্ড-তাল**—১৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চণ্ডনিঃসারুক-তাল**—৬-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। ক্রীড়া-তাল।

**চতস্র**, **চতুরস্র**—তাল-জাতি বিশেষ। প্রাচীন মার্গ-তাল 'চচ্চৎপুটঃ'-এর অন্য নাম। [তাল-জাতি, তাল দ্রষ্টব্য]

**চতুর্দশ-তাল**—১৪টি তালের সমন্বয়, এই তালগুলি হচ্ছে—চিহ্ন, চন্দ্রমাত্রা, দেবমাত্রা, অর্ধ্বজ্যোতিকা, স্বর্গসার, ক্ষমাষ্ট, ধরাধর, বসন্তবাক্, কাককলা, কীরশব্দা, তাণ্ডবী, হর্ষধারা, ভাষা, এবং অর্ধ্বমাত্রা।

**চতুর্থ-তাল**—১০-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চতুপুটি-তাল**—৯-মাত্রার প্রাচীন এবং লুপ্ত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চতুর্মাত্রিক**—চার-মাত্রা বিশিষ্ট।

**চতুরঙ্গ-তাল**—৪০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চতুরশ্রবর্ণ-তাল**—২৮ বা ৪০-মাত্রার প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চতুষ্কল**—প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ-তালের সাধারণ রূপের (এক-কলের) চতুর্গুণ মন্থর করা। [**গান্ধর্ব-তাল**, **মার্গ-তাল** দ্রষ্টব্য]

**চতুষ্পদী-গৎ**—চারটি পদ বা চরণ-যুক্ত একপ্রকার গৎ।

**চতুষ্পদী-তাল**—২০ বা ৪০-মাত্রা বিশিষ্ট অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চতুধ্রুব-তাল**—১৪-মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চতুস্তাল**—১০-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চন্-তাল**— [তাল দ্রষ্টব্য]

**চন্দ্রতাল**—১৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চন্দ্রকলা-তাল**—১৫ বা ৬০ মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চন্দ্রক্রীড়া-তাল**—৯-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চন্দ্র-চারতাল/চন্দ্র-চৌতাল**—১৩-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চন্দ্রপিরাই**—'চন্দ্রমণ্ডলম্' নামক কর্ণাটকী আনদ্ধবাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**চন্দ্রমণ্ডলম্**— [চন্দ্রপিরাই দ্রষ্টব্য]

**চন্দ্রমণি**—১১-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চন্দ্রমাত্রা-তাল**—৭-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চন্দ্রশেখর-তাল**—১২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। এর অপর নাম 'শশিশেখর' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চন্দ্রাঙ্কুল-তাল**—১৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চন্দ্রাবল-তাল**—১৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চপক-তাল**—৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চম্পক-তাল**—১৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। কেউ কেউ মনে করেন এটি আড়া-চৌতালের অপর নাম। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চরিত-তাল**—২৮-মাত্রাব প্রাচীন ও অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চর্চৎপুট-তাল**—১৪-মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন কীর্তনাঙ্গ তাল। প্রাচীন মার্গ-তাল 'চচ্চৎপুটঃ'-এর বিকৃত উচ্চারণ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চর্মঘাতক**—আনদ্ধবাদ্যাদির বোলসমূহের সঠিক প্রয়োগ, মনোজ্ঞ সাথ-সঙ্গত এবং তালশাস্ত্রাদিব নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞ বাদক।

**চর্মজ-নাদ**—আনদ্ধবাদ্যাদির চর্মাচ্ছাদন থেকে আঘাত সাহায্যে উৎপন্ন নাদ। [নাদ দ্রষ্টব্য]

**চলন**—পখাওয়াজের 'গৎ-পরণ' অনুসারে তব্‌লায় প্রযোজ্য বোল্‌সমূহ। তব্‌লায় বাদিতব্য 'গুথাওদার' বোল্‌সমূহ। চালা। প্রয়োগ-রীতি। ভিন্ন মতে, আনদ্ধ-বাদ্যের ঘরানা-ভেদে বাদন-বৈশিষ্ট্যের ভেদ। বিশেষ রীতিতে বা চালে বাঁধা বোল্‌গুলির মাঝে ভিন্নরীতির বোল্ বসিয়ে সৌন্দর্য প্রকাশ করা। [চালা দ্রষ্টব্য]

**চলন-জাতি**—তব্‌লা বাদনে চলন-জাতি বলতে বোঝায় 'চলন' বা 'চালা'-র বৈশিষ্ট্য।

চলন-জাতি চার-প্রকার — ১. গদ্‌দী জাতি, ২. চস্রৎ জাতি, ৩. নিরঙ্গ্ জাতি, ৪. চাক্‌শী জাতি। [চলন, চালা দ্রষ্টব্য]

**চস্রৎ**—তব্‌লা বাদনে চলন-জাতির অন্যতম প্রকার বিশেষ [চলন-জাতি দ্রষ্টব্য]

**চাক্**—আনদ্ধবাদ্যাদির বিঁড়ে বা বেড় বা পাগ্‌ড়ী। [**বাদ্য** দ্রষ্টব্য]

**চাক্‌শী**—তব্‌লা বাদনে চলন-জাতি অন্যতম প্রকার বিশেষ। [**চলন-জাতি** দ্রষ্টব্য]

**চাচপুট-তাল**—প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ তালের প্রকার বিশেষ। ২৪ বা ৩০-মাত্রার কীর্তনাঙ্গ তাল বিশেষ। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**চাঁচর-তাল**— প্রাচীন প্রবন্ধ-সংগীতে ব্যবহার্য 'চচ্চরী' তালের (১৪ বা ১৬ মাত্রার) নাম ভেদ। আধুনিককালে ১৪-মাত্রার 'দীপচন্দী' তালের অপর নাম চাঁচর-তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**চাঁট**—কানি বা কিনার। আনদ্ধবাদ্যাদির প্রান্তদেশীয় গোলাকৃতির অল্প-প্রশস্ত চর্মাচ্ছাদন। [**বাদ্য** দ্রষ্টব্য]

**চাঁটি**—আঙ্গুলের নিম্নভাগ দ্বারা তব্‌লা-জাতীয় বাদ্যের প্রান্তদেশ বা কিনারায় আঘাত।

**চাঁদনী-চৌতাল**— [**চন্দ্র-চারতাল** দ্রষ্টব্য]

**চাপা**—আনদ্ধবাদ্যাদির ছাউনিতে চেটো ও আঙ্গুল দ্বারা আঘাত করে আঙ্গুল উঠিয়ে না নিলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

**চাপাগুপা**— [**গুপা-বাদ্য** দ্রষ্টব্য]

**চাপু-তাল**—কর্ণাটকী তাল বিশেষ। এই তালের চারপ্রকার রূপ দেখা যায়, যথা— (ক) মিশ্র চাপু (৩+৪=৭ মাত্রা), (খ) খণ্ড চাপু (২+৩=৫ মাত্রা), (গ) তিস্র চাপু (১+২=৩ মাত্রা), এবং সংকীর্ণ চাপু (৪+৫=৯ মাত্রা)। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**চারবাগ**—একপ্রকার গৎ অথবা পরণ বিশেষ যা তব্‌লায় বাজানো হয়। ভিন্ন মতে, চারপ্রকার বিশিষ্ট রচনা-যুক্ত গৎ বা পরণ। [**গৎ, পরণ** দ্রষ্টব্য]

**চালা**— [**চলন** দ্রষ্টব্য]

**চারুলীল-তাল**—৫ বা ১৪ মাত্রার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**চিট্টম্**—কর্ণাটকী মৃদঙ্গের ডান-মুখের গাব বা খিরণ [**গাব, খিরণ** দ্রষ্টব্য]

**চিত্র**—পাখোয়াজ বাদনে সাথ-জাতির অন্যতম প্রকার। [**সাথ্** দ্রষ্টব্য]

**চিত্র-তাল**—৯ বা ১৫-মাত্রা বিশিষ্ট অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**চিত্র-মার্গ**—প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ তালের মাত্রার মানের হ্রাসবৃদ্ধিকারক প্রক্রিয়া বিশেষ। [**মার্গ** দ্রষ্টব্য]

**চিত্রতম-মার্গ**—প্রাচীন দেশী-তালের মাত্রা-মানের হ্রাস-বৃদ্ধিকারক প্রক্রিয়া বিশেষ। [**মার্গ** দ্রষ্টব্য]

**চিত্রতর-মার্গ**—প্রাচীন দেশী-তালের মাত্রা-মানের হ্রাস-বৃদ্ধিকারক প্রক্রিয়া বিশেষ। [**মার্গ** দ্রষ্টব্য]

**চিন্তলা**—একপ্রকার তালবাদ্য। [**বাদ্য** দ্রষ্টব্য]

**চিপলা**—একপ্রকার তালবাদ্য।

**চিহ্ন-তাল**—১১-মাত্রার একপ্রকার তাল বিশেষ। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**চূড়ামণি-তাল**—১৭ বা ৩২ মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**চেলা**—সংগীত-সম্প্রদায়ের শিষ্য।

**চোল্লুক্কেটু**—কর্ণাটকী আনদ্ধ-বাদ্যের বোল্ যা কর্ণাটকী গীতে ব্যবহৃত হয়। সোলকট্টু।

**চোহ্‌রা**—একপ্রকার তাল বিশেষ। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

**চৌকড়ী**—দুই হাত ও দুই পায়ের সাহায্যে একই সময়ে বিভিন্ন তালের ঘাত প্রদর্শন।

**চৌগুণ**—স্বাভাবিক তালগতির বা তাল-মাত্রার চতুর্গুণ। চৌদুন।

**চৌতাল**—১২-মাত্রার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**চৌদুন**— [**চৌগুণ** দ্রষ্টব্য]

**চৌপল্লী**—আনদ্ধবাদ্যের, বিশেষতঃ তব্‌লার লহরা-বাদনে যে-গতের মধ্যে চারপ্রকার গতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। [**পাল্লাদার গৎ, গৎ** দ্রষ্টব্য]

**চৌহাই**—কোনো নির্দিষ্ট বোল্‌বিন্যাসের চারবার আবর্তনের পর তালের সম্‌-এ এসে পৌঁছানো।

# ছ

**ছক্কা**—শ্রীখোল বাদ্যের একপ্রকার 'কায়দা' যা '**দেড়ী**'-ছন্দে বাজে। 'বড় দশকুশী' তালের 'ছক্কা' বাদনের একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো—

১ ০ ০ ০ ০

। । । । । । । । । ।

ঘেনাতা ঘেনাতা খেটাত। ঘেনাতা তেটেতা তেটেতা খেটাতা খেটাতা তাখুরখুর তাখুরখুর

০ ০ ০ ২ ০ ০

। । । । । । । । । । ।

তাৎতা তাখেটা খেটাধে নাখেটা তাগুরগুর দাঘিনি তাৎতা তাখেটা ধেইধে ইধেই দাগুবগুর

০ ০ ০ ০ ০

। । । । । । । । । । ।

ধেইয়া দাগুরগুর ধেইয়া খেটাধে এইয়া দাধেই য়া, ধাকুবকুর তাখুরখুর তাৎতা তাখেটা

০ ০ ০ ০ ০

। । । । । । । । ।

তাখুরখুর তাখুরখুর তাৎতা তাখেটা খেটাধে নাখেটা তাগুরগুর দাঘিনি তেটেতা

০ ০ ০ ০ ০

। । । । । । । । । । ।

তাখেনা তাকঘে নাঘেনা ধেই, — তেটেতা তাখেনা তাকঘে নাঘেনা ধেই, —

০ ০

। । । ।

তেটেতা তাখেনা তাকঘে নাঘেনা ।। [**কায়দা, দেড়ী, তাল** দ্রষ্টব্য]

**ছন্দ**—ছন্দ সাধারণত দু'প্রকার হয়ে থাকে, যথা—**কাব্যছন্দ** (Metre) এবং **গতিছন্দ** (Rhythm)। 'কাব্যছন্দ' সংস্কৃত কাব্য-রচনায় এবং 'গতিছন্দ' সংগীতের তালে ব্যবহৃত হয়। এমনিতে

এদের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, তবে কখনো কখনো উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু মিলও চোখে পড়ে। তাল-মাত্রার সমতা, অসমতা ও বিষমতা হেতু যে-চঞ্চলতা বা উচ্ছলতার অনুভূতি তরঙ্গায়িত ভাবে উপলব্ধ হয় তাকেই সংগীতের কিংবা তালের **'ছন্দ'** বলে। মাত্রাকে যতখানি বিলম্বিত বা দ্রুত-গতি সম্পন্ন করলে ছন্দের অনুভূতি প্রকট হয়, সেই গতিই কোনো ছন্দের (Rhythm) নিজস্ব গতি। এই গতিকে অধিক বিলম্বিত কিংবা দ্রুত করলে ছন্দের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়।

তালের-ছন্দ তালের **বিভাগ** সমূহের মধ্যেই রক্ষিত হয়। এই ছন্দ সাধারণত তিন প্রকার, যথা— ১. সম-মাত্রিক, ২ বিষম-মাত্রিক এবং ৩. অসম-মাত্রিক। সম-মাত্রিক ছন্দে তালের প্রত্যেক বিভাগে সমান সংখ্যক মাত্রা থাকে। যেমন,—দাদরা-তাল (৩।৩), ত্রিতাল (৪।৪।৪।৪), চৌতাল (২।২।২।২।২।২) ইত্যাদি। বিষম-মাত্রিক ছন্দে তালের প্রত্যেক বিভাগে বিষম-সংখ্যক মাত্রা থাকে। যেমন— তেওড়া (৩।২।২), ঝাঁপতাল (২।৩।২।৩), অর্ধ-ঝাঁপতাল (২।৩) ইত্যাদি। অসম-মাত্রিক ছন্দে তালের বিভাগগুলিতে মাত্রা-সংখ্যা অসমান থাকে, যথা—ধমার (৫।২।৩।৪) প্রভৃতি। এছাড়াও তালের 'লয়কারী' বা লয়ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মাত্রার ভগ্নাংশ রূপ প্রয়োগ করে আড়ি, কুআড়ী, বিআড়ী প্রভৃতি ছন্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

**ছপ্‌কা-তাল**—৮-মাত্রা বিশিষ্ট একপ্রকার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ছাউনি**—আনদ্ধ-বাদ্যাদির চর্মাচ্ছাদন। পুড়ী। তালা। [বাদ্য, পুড়ী, তালা দ্রষ্টব্য]

**ছুটা-তাল**—১৬-মাত্রার কীর্তনাঙ্গের তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ছেপ্‌কা-তাল**—৮-মাত্রা বিশিষ্ট হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ছোট্**—আনদ্ধবাদ্যাদিতে চর্মাচ্ছাদন বা ছাউনির টান রাখবার জন্য চামড়া বা দড়ির ফিতে। দোরক বা ডোরী। বদ্ধি। তস্‌মা। দোয়ালী। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**ছোট**—কীর্তনাঙ্গীয় তালসমূহের দ্রুত রূপ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**'ছোট' -নামযুক্ত তাল**—ছোট লোফা, ছোট ধামালী, ছোট্ দাসপাহিরা, ছোট পোট, ছোট একতালী, ছোট দোঠুকী, ছোট তেওরা, ছোট তিওট, ছোট রূপক, ছোট আড়, ছোট দশকুসী, ছোট বীরবিক্রম, ছোট শশীশেখর, ইত্যাদি।

## জ

**জ-গণ**—একপ্রকার বর্ণ-গণ। [গণ দ্রষ্টব্য]

**জগণমণ্ঠ-তাল**—১৬-মাত্রা প্রাচীন অপ্রচলিত 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জগঝম্প্**—এক প্রকর আনদ্ধবাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**জগঝম্প্-তাল**—১৩ বা ১৬ বা ১৫-মাত্রাব অল্প-প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জগদম্বা-তাল**—১৯-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জগন্মোহন-তাল**—অপ্রচলিত তাল বিশেষ।

**জগপাল-তাল**—১১-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জগলীল-তাল**— [গজলীল-তাল দ্রষ্টব্য]

**জটি -তাল**—১৮-মাত্রা বিশিষ্ট কর্ণাটকী /**অট***-তাল (মিশ্র-জাতি)। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জৎ-তাল**—৮ বা ১৬ মাত্রার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। যৎ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জতি**—আনদ্ধবাদ্যাদির বোল্ বা পাট-এর কর্ণাটকী পরিভাষা।

**জনক-তাল**—৫৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জপ-তাল**—১২-মাত্রা বিশিষ্ট কীর্তনাঙ্গ 'ছোট লোফা' তালের অপর নাম। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জবাব্**—প্রত্যুত্তর (ফারসী ভাষা)। গীত-বাদ্য-নর্তনে সুর ও ছন্দ সহ যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি কোরে আনদ্ধাদি বাদকদের কাছ থেকে ছন্দ-সমন্বিত প্রত্যুত্তব আশা করেন। আনদ্ধবাদ্যের যুগল-বাদনেও এরূপ প্রত্যুত্তর আছে।

**জবাবী**—আনদ্ধ-বাদনক্রিয়ায় প্রত্যুত্তরমূলক বোল্, পরণ, টুক্ড়া, গৎ, রেলা প্রভৃতি।

[**জবাব্** দ্রষ্টব্য]

**জবাবী-সংগৎ**—গীত-বাদ্য-নর্তনের সঙ্গে 'সংগৎ'-কালে 'জবাবী' বাদন। [**জবাব্, জবাবী** দ্রষ্টব্য]

**জয়-ঢক্কা**—জয়-ঢাক। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**জয়গুজারি**—তব্লা-বাদনের গৎ-জাতির প্রকার-ভেদ। [গৎ-জাতি, জাতি দ্রষ্টব্য]

**জয়ঘন্টা**—প্রাচীন ঘনবাদ্য বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**জয়জয়ন্তী-তাল**—অপ্রচলিত তাল বিশেষ।

**জয়-তাল**—৩৬ বা ৪০ বা ৯৬-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জয়ন্ত-তাল**—৪-মাত্রার অপ্রচলিত 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জয়প্রিয়মণ্ঠ-তাল**—১৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জয়মঙ্গল-তাল**—১৩ বা ১৪ বা ৩২-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জয়মণ্ঠ-তাল**—১৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জয়মঙ্গলাচার-তাল**—অপ্রচলিত তাল বিশেষ।

**জয়মালা-তাল**—৩৬-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জয়মুখ-তাল**—অপ্রচলিত তাল বিশেষ।

**জয়রাম-তাল**—অপ্রচলিত তাল বিশেষ।

**জয়শ্রী-তাল**—২৮ বা ৩২-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জয়া-তাল**—২৪-মাত্রার অপ্রচলিত কর্ণাটকী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জয়ানন্দ-তাল**—১৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জরব্**—আঘাত। তালি। তালের সম্।

**জলদ্**—দ্রুত।

**জল্সা**—বিনোদনীয় সংগীতের আসর।

**জহেজ**—যৌতুক।

**জহেজী**—ভারতীয় সংগীতে ঘরানেদার সংগীতজ্ঞ পরিবারে কন্যার বিবাহে যৌতুক স্বরূপ পারিবারিক সংগীত-রচনা।

**জাতি**—শ্রেণী। তালের জাতি। [তাল-জাতি দ্রষ্টব্য]

**জিজুনাৎ-তাল**—অপ্রচলিত তাল বিশেষ।

**জুড়ী**—যুগল আনদ্ধ-বাদক।

**জুৎসা**—১২-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**জোড়নী**—প্রাচীন মার্গ-তাল পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকার বোল-সমন্বিত বাদন।

জোড়া—প্রাচীন মার্গ-তাল পদ্ধতিতে কোনো তালে যে-সকল খণ্ড খণ্ড বোল্ দুবার বাজানো হতো। কীর্তনাঙ্গ তালে সম-মাত্রা বিশিষ্ট দুটি আঘাত বা তালি যার চিহ্ন

**জোড়ী**—বিকল্প। গৎ, পরণ, কায়দা, পেশকার, রেলা প্রভৃতি বাদন-কালে বিকল্প রূপ সৃষ্টি করা।

**জোড়ী-বাদন**—আনদ্ধবাদ্যের যুগ্ম-বাদন।

**জ্যোতি-তাল**—অপ্রচলিত তাল বিশেষ।

## ঝ

**ঝপ্-তাল**—১০-মাত্রার তাল ঝাঁপতালের উস্তাদী উচ্চারণ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ঝম্প১-তাল**—কর্ণাটকী তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ঝম্প২-তাল**—১০-মাত্রা বিশিষ্ট অপ্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। অন্য মতে, ঝাঁপতালের অপর নাম। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ঝম্পক-তাল**—৫ বা ১১-মাত্রার অল্প-প্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ঝম্পা-তাল**—৬ বা ৮ বা ১০ বা ১২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ঝর্ঝর**—প্রাচীন আনদ্ধ-বাদ্য বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**ঝর্ঝরী**—প্রাচীন ঘনবাদ্য বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**ঝল্লক**— প্রাচীন ঘনবাদ্য বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**ঝল্লর**— প্রাচীন আনদ্ধ-বাদ্য বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**ঝাঁঝ**—প্রচলিত ঘনবাদ্য বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**ঝাঁঝর** —ঘনবাদ্য বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**ঝাঁপতাল**—প্রচলিত ১০-মাত্রার হিন্দুস্থানী তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ঝুঝ্ঝুটি/ঝর্ঝুটি-তাল**—৬-মাত্রার অল্প-প্রচলিত কীর্তনাঙ্গ তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ঝুম্‌রা-তাল** – ১৪-মাত্রা বিশিষ্ট 'তেওট' তালের অপর নাম। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ঝুমুর**—কীর্তনের কোনো কোনো তালের রূপ বদলানো। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ঝুলুম-তাল**—৬-মাত্রা বিশিষ্ট প্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

# ট

**টট্টরী**—একপ্রকাব আনদ্ধবাদ্য যা সাধারণতঃ লোকসংগীতে ব্যবহার্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**টপ্পা-তাল**—হিন্দুস্থানী 'টপ্পা' জাতীয় গীতে ব্যবহার্য ১৬-মাত্রার প্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**টপ্পার-তাল**—টপ্পা-গানে প্রযোজ্য তালসমূহ। যেমন — ঢিমা পাঞ্জাবী, পাঞ্জাবী, টপ্পা, সিধারখানি, অদ্ধা, যৎ, মধ্যমান, আড়াঠেকা প্রভৃতি তালসমূহ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**টম্‌টম্‌**—একপরকার ঘন-বাদ্য। [তাল দ্রষ্টব্য]

**টাঁকি**—আঙ্গুলের দ্বারা আঘাত। চাঁটি। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**টিকারা**—একপ্রকার মধ্যযুগীয় আনদ্ধবাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**টুক্‌ড়া/টুক্‌ড়া**—তব্‌লা-বাদনে একপ্রকার আলংকারিক বিস্তার। তালের সম্‌-এ পৌঁছানোর পূর্বে বাদিতব্য বোলসমূহের আলংকারিক বিস্তার, যা কমপক্ষে ৪-মাত্রা থেকে শুরু করে সর্বাধিক তালের তিন-আবৃত্তি পর্যন্ত 'তিহাই' সহযোগে অথবা 'তিহাই'-বিহীনভাবে বাজানো হয়। নিম্নে ত্রিতালের এক-আবর্তনের একটি তিহাই-বিহীন 'টুকড়া'-র উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—

\+ ২ ০

ধাতির কিটত্‌ক তা- ধাতির । কিটতক তা- ধিৎ তা । ধিৎ তগিন্‌ না ধা

৩ +

। তিরকিট তকতা -ধা -ন । ধা

**টুকড়া-জাতি**—তব্‌লায় 'টুকড়া' বাদনের ক্ষেত্রে ছন্দ-বৈচিত্র্য। ঘরানেদার তব্‌লা বাদকদের মতে

'টুকড়া-জাতি' পাঁচ প্রকার, যথা—১. সেজ্‌দা-জাতি, ২. সরভুনিদ্-জাতি, ৩. সিস্‌ধুই-জাতি (মোরেদার), ৪. স্বরভুনিদ্-জাতি এবং সাতাইয়া-জাতি।

**টোকা** — আনদ্ধবাদ্যাদিতে আঙ্গুল দ্বারা আঘাত। জরব্। **[ জরব্ দ্রষ্টব্য]**

# ঠ

**ঠা-লয়**—ঠায় বা স্থায়ী লয়। বরাবর লয়। অনেকের মতে, বিলম্বিত লয়। **[লয় দ্রষ্টব্য]**

**ঠাকুর-তাল**—২১-মাত্রার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। **[তাল দ্রষ্টব্য]**

**ঠুম্‌রী-তাল**—৮ বা ১৬-মাত্রার অল্প-প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল বিশেষ। **[তাল দ্রষ্টব্য]**

**ঠুম্‌রীর-তাল**—ঠুম্‌রী গানে প্রযোজ্য তালসমূহ; যথা—ত্রিতাল, দাদ্‌রা, কার্ফা, যৎ, অদ্ধা, মধ্যমান, কাওয়ালী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি। **[তাল দ্রষ্টব্য]**

**ঠেকা**—কোনো তালের স্বাভাবিক স্থায়ী-রূপ প্রদর্শনের জন্য বিভাগ, সম্, তালি ও খালি সমন্বিত আনদ্ধবাদ্যাদির সরল বোল্-বাণীর প্রকাশ। যেমন, চৌতালের ঠেকা—

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | ০ | ২ | ০ | ৩ | ৪ | + |
| ধা ধা । | দেন্ তা । | কৎ তাগে । | দেন্ তা । | তিট কত । | গদি গন । | ধা |

**ঠেকা-জাতি**—তব্‌লায় যে-সব ঠেকার প্রচলন আছে সেগুলির মাত্রা-ভেদ অনুসারে ছয়-প্রকার জাতি আছে। যথা—**শুদ্ধমনা**-জাতি (৯ বা ১৮ মাত্রা), **সোমেশ**-জাতি (৮ বা ১৬ মাত্রা), **কারক**-জাতি (১৪-মাত্রা), **মন্দ**-জাতি (১১-মাত্রা), **হৃদ্য**-জাতি (৭-মাত্রা) এবং **ভরণা**-জাতি (৫-মাত্রা)। **[ঠেকা দ্রষ্টব্য]**

**ঠেকা-লক্ষণ**—উত্তর-ভারতীয় তালের ঘাত-পাত ও বিভাগ সম্বলিত বোল্-বাণী দ্বারা প্রকাশিতব্য স্থায়ী-রূপ বা ঠেকার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ থাকে যা নিম্নলিখিতরূপে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়ে থাকে, যথা—

(১) তালের প্রত্যেক মাত্রায় না হলেও অধিকাংশ মাত্রায় সরল-প্রকৃতির একক অথবা যুক্ত বোল্ থাকবে, (২) তালের প্রত্যেক বিভাগের বোল্‌বাণীর পুনরাবৃত্তি যেন দু'বারের বেশি না হয়; (৩) তালের সম্, ঘাত, জরব্, তালি, খালি প্রভৃতি বোঝাবার জন্য প্রকৃতি অনুসারী বোল্ ব্যবহার করা উচিত; (৪) তালের বিলম্বিত-মধ্য-দ্রুত লয়-ভেদে যেন ঠেকারও পৃথক রূপ হয়; (৫) ঠেকা সর্বদাই তালের এক-আবৃত্তিতে প্রকাশিত হবে।

## ড

**ডক্কা**—সংগীতে-বত্নাকরে বর্ণিত ছোট ঢোল-জাতীয় প্রাচীন আনদ্ধ-বাদ্য। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

**ডক্কুলি**—সংগীত-রত্নাকরে বর্ণিত ক্ষুদ্রাকৃতির ডক্কা-জাতীয় প্রাচীন আনদ্ধ-বাদ্য। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

**ডংকা**—একপ্রকার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় আনদ্ধবাদ্য যা যুদ্ধকালে এবং নাটকে ব্যবহৃত হতো। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

**ডফ্**—দফ্ বা ডম্ফ নামক প্রচলিত আনদ্ধবাদ্য। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

**ডমরু**—প্রাচীন এবং অদ্যাপি প্রচলিত ক্ষুদ্রাকৃতির আনদ্ধবাদ্য। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

**ডম্ফ**— **[ডফ্ দ্রষ্টব্য]**

**ডম্বরু**— **[ডমরু দ্রষ্টব্য]**

**ডাঁসপাহিড়া-তাল**—কীর্তনাঙ্গ প্রচলিত তাল। এই তালের বড় (৮-মাত্রা) ও ছোট (৪-মাত্রা) ভেদ রয়েছে। দাসপ্যারী। **[তাল দ্রষ্টব্য]**

**ডাহিনা/দাহিনা**—তব্‌লা, যা ডান হাত-দিয়ে বাজানো হয় এবং আনদ্ধবাদ্যাটি কাষ্ঠনির্মিত। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

**ডিণ্ডিম**—একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধবাদ্য। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

**ডুগ্‌ডুগি**— **[ডমরু দ্রষ্টব্য]**

**ডুগী**—ডগ্‌গা। বাঁয়া-তব্‌লা। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

**ডোরা**—তাল-বাদনে লয়ের সিল্‌সিলা বা ধারাবাহিক ক্রম বা বিন্যাস। **[লয় দ্রষ্টব্য]**

**ডোরি/ডোরী**—দোরক। ছোট্। বাঁয়া-তব্‌লায় ছাঁউনির টান রাখার জন্য দড়ি বা চামড়ার ফিতে। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

## ঢ

**ঢক্কা**—ঢাক। একপ্রকার আনদ্ধবাদ্য যা গ্রাম্য-সংগীতে ব্যবহার্য। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

**ঢবস্**—ঢাউস। প্রাচীন আনদ্ধবাদ্য দু'হাতে কাঠি দিয়ে বাজানো হতো। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

**ঢাউস**— **[ঢবস্ দ্রষ্টব্য]**

**ঢাক**— **[ ঢক্কা-বাদক]**

**ঢাড়া**—ঢোল-জাতীয় বাদ্য বিশেষ। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

**ঢাড়ী**—ঢাড়া-বাদক। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত গায়ক-বাদক। পরে ১৫-১৬শ শতকে 'ঢাড়ী' শ্রেণী থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষিত এবং জ্ঞানী গায়ক-বাদকের অভ্যুদয় ঘটেছিল। মুসলিম ঢাড়ীকে'মলানূর' এবং অপর শ্রেণীকে 'বাওরা', 'সিহোল', 'বগড়ওয়া'

বলা হতো।

**ঢিমা/ঢিমে**—বিলম্বিত লয় বা গতি বিশিষ্ট। **[লয় দ্রষ্টব্য]**

**ঢুলি/ঢুলী**—দুন্দুল-বাদক বা ঢোল-বাদক।

**ঢেঁট্‌রা/ঢ্যাঁড়া**—প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজার বা সরকারের আদেশ ঘোষণাকালে ব্যবহার্য আনদ্ধবাদ্য যা লাঠি দ্বারা বাজানো হতো। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

**ঢেঙ্কী-তাল**—১০-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল. **[তাল দ্রষ্টব্য]**

**ঢোল**—দুন্দুল। একপ্রকার আনদ্ধবাদ্য যা গ্রাম্যসংগীতে ব্যবহার্য। কাঠি এবং হাত দ্বারা এই বাদ্য বাজানো হয়। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

**ঢোলক** — পখাওয়াজ-সদৃশ আনদ্ধবাদ্য যার চর্মাচ্ছাদনে কোনো গাব নেই এবং বাদ্যযন্ত্রটিকে কোলে রেখে দু'হাত দিয়ে বাজানো হয়। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

**ঢোলকি**—ছোট আকৃতির 'ঢোলক' যা দক্ষিণভারতে প্রচলিত। **[বাদ্য দ্রষ্টব্য]**

## ত

**তক্কিরি-তাল**—১০-মাত্রা বিশিষ্ট কর্ণাটকী অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ত-গণ**—বর্ণ-গণ বিশেষ। [গণ দ্রষ্টব্য]

**তত্ত্ব**—প্রাচীন ত্রিবিধ বাদ্য-প্রকৃতির অন্যতম।

**তন্তু**—পশুর নাড়ী থেকে তৈরী তাঁত। চামড়ার দড়ি বা সুতো।

**তব্‌লা**—আনদ্ধবাদ্য বিশেষ। 'তব্‌লা' শব্দটি আরবীয় শব্দ 'ৎতবল্‌'-এর উচ্চারণ-ভেদ। প্রাচীন ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রাদিতে 'তব্‌লা' বাদ্যের উল্লেখ নেই তবে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত 'সংগীতোপনিষৎসার' গ্রন্থে 'তব্‌লা' বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে এবং বলা হয়েছে এটি 'ম্লেচ্ছ' জাতির বাদ্য। অর্থাৎ অনুমান করা যায়, তব্‌লা বাদ্যটি ওই সময়ে মুসলিম সংগীতজ্ঞদের মধ্যে অথবা অন্ত্যজ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকশিল্পীদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

**তব্‌লা-তরঙ্গ**—কোনো নির্দিষ্ট রাগের ৫, ৬, কিংবা ৭টি স্বরে তব্‌লাগুলি বেঁধে তন্ত্রীবাদ্যের গৎ একটি তালে নানা ছন্দবৈচিত্র্য সহ বাজানো।

**তব্‌লার বাণী**—তব্‌লায় বাদনযোগ্য বোল্‌ বা পাটাক্ষরসমূহ। এক মতে বলা হয়েছে ১২টি আদি বাণী থেকে অসংখ্য বোল্‌ সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি হলো — ১) তাক্কা; ২) ধিক্কা; ৩) থুঙ্গা; ৪) নাঙ্গা; ৫) তাক্‌; ৬) ধাক্‌; ৭) থুং; ৮) নাং; ৯) তা; ১০) ধিৎ; ১১) ঘৃং; ১২) না।

ভিন্ন মতে বলা হয়েছে যে, তব্‌লা-বাদনে মুখ্য বর্ণ দশটি, যথা—ক, গ, ঘ, ট, ত, দ, ধ, ন, র ও ড়। এই দশটি বোল্‌ থেকে তব্‌লার যাবতীয় বোল্‌ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয়। সেই বোল্‌গুলির কয়েকটি ডান হাতে, কয়েকটি বামহাতে এবং কয়েকটি উভয়-হাতে বাজানো হয়। আবার, সমুদয় বোল্‌কে বাদন-প্রক্রিয়া অনুসারে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, যথা— (১) **'খুলি'**, অর্থাৎ তব্‌লায় আঘাত করার পর সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুল বা হাতের চেটো উঠিয়ে নেওয়া; এবং

(২) **'মুদি'**, অর্থাৎ তব্‌লায় আঘাত করার পর হাতের আঙ্গুল ও চেটো না ওঠানো।

**ডান-হাতে উৎপন্ন বোল্**—তে, রে, টে, না, তা, তিন্, তি, দিন্, থুন্, তু, তী।

**বাম-হাতে উৎপন্ন বোল্**—ক, কি, কে, কৎ, গে, ঘে।

**দুই-হাতে উৎপন্ন বোল্**—ধা, ধিন্।

এইসব বোল্‌বাণী দিয়ে নানাপ্রকার মিশ্র রূপ তৈরী করা হয়ে থাকে।

**তরং**— ছোট আকৃতির পখাওয়াজ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**তল্-মৃদঙ্গ**—তব্‌লা। 'মৃদঙ্গকে দু'টুকরো করে তব্‌লার ডাঁয়া ও বাঁয়া সৃষ্টি হয়েছে'—এই গল্পে বিশ্বাসী সংগীতজ্ঞগণ তব্‌লাকে 'তল্-মদৃঙ্গ' বলতেন। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**তালি**—আনদ্ধবাদ্যাদির চর্মাচ্ছাদন বা ছাঁউনি। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**তস্‌মা**—আনদ্ধবাদ্যাদির ছাঁউনির টান রাখবার জন্য চামড়ার ফিতে। ছোট্। দোয়ালী।

[বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**তাল**$_১$—এক বিঘৎ পরিমাণ। প্রাচীন হিসাব অনুসারে ১২ অঙ্গুলি বা ৯" ইঞ্চি পরিমাণ মাপ।

**তাল**$_২$—পিণ্ড।

**তাল**$_৩$—ঘাত বা আঘাত। জরব্।

**তাল**$_৪$—ছন্দবৈচিত্র্য সমন্বিত, সশব্দ ও নিঃশব্দ হস্তক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশিতব্য, মাত্রা-কাল ও লয় সমন্বিত, পাদভাগ বা বিভাগ ও পাটক্ষর বা বোল্ দ্বারা আনদ্ধ-বাদ্যাদিতে বাদনযোগ্য ক্রিয়াকে তাল বলে। **'তাল'** শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ হচ্ছে 'তল্' ধাতু + 'ঘঞ্' প্রত্যয়। 'তল্' শব্দের অর্থ প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি। অর্থাৎ ছন্দ-সমন্বিত কোনো নির্দিষ্ট গতির স্থিতিকেই **তাল** বলে। অবশ্য প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রাদিতে 'তাল' শব্দের 'ত' অক্ষরটির সঙ্গে শিবের তাণ্ডব-নৃত্য এবং 'ল' অক্ষটির সঙ্গে পার্বতীর লাস্য নৃত্যের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এই পৌরাণিক ভাবনার পশ্চাতে যেটি ঐতিহাসিক সত্য, তা হচ্ছে, মানুষের ভাষা জন্মাবার পর গানের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু তার বহুপূর্বে আদিম মানবগোষ্ঠীর 'উল্লাস' থেকে নাচের জন্ম হয়েছিল এবং নাচের ছন্দজাত শৃঙ্খলা আনয়নের জন্যই তালের উদ্ভব ঘটেছিল। সংস্কৃতি ভাষায় লেখা সংগীতশাস্ত্রাদিতে বহু সংখ্যক তালের নাম পাওয়া যায়। এছাড়াও মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক যুগের নানা সংগীতগ্রন্থে অজস্র তালের উল্লেখ দেখা যায়। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত সুধাকলসের 'সংগীতোপনিষৎসার' গ্রন্থেই সর্বপ্রথম প্রাচীন তালগুলির ঠেকার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তালগুলির পরিচয় কেবলমাত্র 'তালাঙ্গ' [তালাঙ্গ দ্রঃ] দ্বারা পরিচয় দেওয়া হতো। ভারতীয় তালগুলিকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীকৃত করতে পারি—

১। **প্রাচীন তাল** :

(ক) গান্ধর্ব বা মার্গ তাল;

(খ) দেশী তাল।

২। **মধ্যযুগীয় তাল** :

(ক) দেশী তাল বা ক্লাসিকাল তাল।

৩। **আধুনিকযুগীয় তাল** :

(ক) হিন্দুস্থানী তাল—

(i) অপ্রচলিত, অল্পপ্রচলিত, প্রচলিত;

(ii) কীর্তনাঙ্গ তাল।

(iii) মণিপুরী-তাল।

(iv) রাবীন্দ্রিক - তাল।

(খ) কর্ণাটকী তাল।

**১ক. প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ তাল ঃ**

নিম্নে গান্ধর্ব বা মার্গ তালগুলির পরিচয় তালাঙ্গ-সহ দেওয়া হলো। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, গান্ধর্ব বা মার্গ তালগুলির পরিচয় প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রাদিতে তিন প্রকার তালাঙ্গ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, যথা—লঘু, গুরু ও প্লুত। 'ক, চ, ট, ত, প' এই পাঁচটি অক্ষর বা বর্ণের দ্রুত উচ্চারণ-কালকে [অর্থাৎ প্রায় ১ সেকেণ্ড] এক লঘু (I) -মাত্রা ধরা হতো, এক গুরু (S) = দুই লঘুর সমান [ প্রায় ২ সেকেণ্ড] এবং এক প্লুত(S') = তিন লঘুর সমান [প্রায় ৩ সেকেণ্ড] । গান্ধর্ব বা মার্গ তালে আধুনিক হিন্দুস্থানী তাল-পদ্ধতির মতন 'সম্' এবং 'ফাঁক্' ছিল না। সম্-এর পরিবর্তে 'গ্রহ' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হতো। তালের 'কলা' বা বিভাগ প্রদর্শন করতেন গায়কেরা 'হস্তক্রিয়া' দ্বারা এবং মৃদঙ্গ-বাদকেরা যখন বাদ্য বাজাতেন তখন তাঁকে তালের 'কলা' বা বিভাগ প্রদর্শনে সাহায্য করতেন একজন কাংস্যতাল-বাদক [ আজও যেমন বাংলা কীর্তনগানে খঞ্জনী-বাদকেরা করে থাকেন]।

| তালনাম | তালাঙ্গ | মাত্রা |
|---|---|---|
| ১. চচ্চৎপুট: | S S I S' | ১০+১০+৫+১৫=৪০ অক্ষর-কাল |
| ২. চাচপুট: | S I I S | ১০+৫+৫+১০=৩০ অক্ষর-কাল |
| ৩. সংপক্কেষ্টাক: | S' S S S S' | ১৫+১০+১০+১০+১৫=৬০ অক্ষর-কাল |
| ৪. ষট্‌পিতাপুত্রক: | S' I S S I S' | ১৫+৫+১০+১০+৫+১৫=৬০ অক্ষর-কাল |
| ৫. উদ্‌ঘট্ট: | S S S | ১০+১০+১০=৩০ অক্ষর-কাল |

**১খ. প্রাচীন দেশী-তাল ঃ**

'দেশী' শব্দের অর্থ আঞ্চলিক হলেও তার প্রকৃতি 'গ্রাম্য' নয়। এক্ষেত্রে 'দেশী' বলতে অভিজাত

আঞ্চলিক সংগীত [classical Music] বোঝায়। প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রাদিতে শতাধিক দেশী-তালের নাম এবং তালাঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। প্রাচীন দেশীতাল-সমূহ তালাঙ্গ এবং 'গণ' [**গণ** দ্রষ্টব্য] দ্বারা বোঝানো হয়েছে এই তালাঙ্গগুলি হলো— দ্রুত (0), দ্রুত-বিরাম (0'), লঘু (I), লঘু-বিরাম (I'), গুরু (S) এবং প্লুত (S')। 'বিরাম' যে-তালাঙ্গের সঙ্গে যুক্ত থাকে, সেই তালাঙ্গের অর্ধেক মান বৃদ্ধি পায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে 'বিরাম'-এর মান ১-অক্ষর বা বর্ণের দ্রুত উচ্চারণ-কাল বোঝায়. এই দৃষ্টিভঙ্গিতে 'দেশী' তালাঙ্গের মান হবে নিম্নরূপ —

| **তালাঙ্গ** | **অক্ষর-কাল** $_{১}$ | | **অক্ষর-কাল** $_{২}$ |
|---|---|---|---|
| দ্রুত '0' | ২ | অথবা | ২ |
| দ্রুত-বিরাম '0' | ২+১=৩ | | ২+১=৩ |
| লঘু 'I' | ৪ | | ৪ |
| লঘু-বিরাম 'I' | ৪+১=৫ | | ৪+২=৬ |
| গুরু 'S' | ৮ | | ৮ |
| প্লুত 'S' | ১২ | | ১২ |

প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রাদির গ্রন্থে দেখা যায়, একই দেশী-তালের তালাঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে। এটা কোনো ভুল বা দোষের নয়। কারণ, 'দেশী' সংগীতের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, 'দেশ' বা অঞ্চল-ভেদে এমনকি একই অঞ্চলে সম্প্রদায়-ভেদে একই নাম-যুক্ত তালের রূপ-ভেদ হয়। প্রাচীন দেশী-তাল সম্পর্কে সবচেয়ে বড় আকর-গ্রন্থ চালুক্য-রাজ জগদেকমল্ল রচিত 'সংগীত-চূড়ামণি' গ্রন্থ (আনুমানিক ১১৪০-৪৫ খৃঃ)। এই গ্রন্থ থেকেই আমরা প্রাচীন দেশী-তালগুলি তালাঙ্গ সহ উল্লেখ করছি। ঠেকা দেওয়া নেই, তাই ঠেকার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবে ওই তালগুলিকে যে-কেউ তবলা বা পখাওয়াজে পূর্বোক্ত তালাঙ্গের অক্ষর-মাত্রা বিবেচনা করে ঠেকা তৈরী করে নিতে পারেন। **গতি দ্বিগুণ করলেই আধুনিক মধ্যলয় পাওয়া যাবে।**

**১. (খ) প্রাচীন দেশী-তাল ঃ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *গ ন-গণ প,* | | |
| ১. | **অক্ষিপুট ঃ** | S I I I S' | ৮ ।৪ ।৪ ।৪ ।১২ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *প জ-গণ* | | |
| ২. | **অঙ্কচারিনী ঃ** | S' I S I | ১২ ।৪ ।৮ ।৪ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *প ভ-গণ* | | |
| ৩. | **অঙ্কধ্বনি ঃ** | S' S I I | ১২ ।৮ ।৪ ।৪ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *য়-গণ দ দ ল ল* | | |
| ৪. | **অড্ডতাল ঃ** | I S S O O I I | ৪ ।৮ ।৮ ।২ ।২ ।৪ ।৪ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *প গ প* | | |
| ৫. | **অঙ্গাঙ্ক :** | S' S S' | ১২।৮।১২ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল প স-গণ* | | |
| ৬. | **অনঙ্গ :** | I S' I I S | ৪।১২।৪।৪।৮ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | | |
| | | *ল প ল ল প* | | |
| | | I S' I I S' | ৪।১২।৪।৪।১২ | = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *জ-গণ ঘ প* | | |
| ৭. | **অনেক :** | I S I S S' | ৪।৮।৪।৮।১২ | = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ-বি* | | |
| ৮. | **অনুদ্বিতীয়া :** | 0 O' | ২।৩ | = ৫ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ দ-বি* | | |
| ৯. | **অন্তরক্রীড়া :** | O O O' | ২।২।৩ | = ৭ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ-বি ল ল* | | |
| ১০. | **অন্যমণ্ঠিকা :** | O O' I I | ২।৩।৪।৪ | = ১৩ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ন - গণ* | | |
| ১১. | **অভঙ্গ :** | I I I S' | ৪।৪।৪।১২ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | | |
| | | *ল প* | | |
| | | I S' | ৪।১২ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল ল-দ দ গ* | | |
| ১২. | **অভিনন্দন :** | I I O O O | ৪।৪।২।২।৮ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | | |
| | | *ল প গ* | | |
| | | I S' S | ৪।১২।৮ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | | |
| | | *ল য় - গণ* | | |
| | | I I S S | ৪।৪।৮।৮ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *গ* | | |
| ১৩. | **অমর-প্রতিমণ্ঠ ঃ** | S | ৮ | = ৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ ল* | | |
| ১৪. | **অরুণ ঃ** | O O I | ২ ।২ ।৪ | = ৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ প ন - গণ* | | |
| ১৫. | **আকন্দ-চূড়ামণি ঃ** | S S' I I I | ৮ ।১২ ।৪ ।৪ ।৪ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল* | | |
| ১৬. | **আদিতাল ঃ** | I | ৪ | = ৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ প প* | | |
| ১৭. | **আনন্দ ঃ** | S S' S | ৮ ।১২ ।১২ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ-বি দ-বি* | | |
| ১৮. | **আনন্দ-নিঃসারু ঃ** | O' O' | ৩ ।৩ | = ৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ প ল প প* | | |
| ১৯. | **আমগুন** | S S' I S' S' | ৮ ।১২ ।৪ ।১২ ।১২ | = ৪৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ভ-গণ* | | |
| ২০. | **আর্যা ঃ** | S I I | ৪ ।৪ ।৮ ।১২ ।৮ | = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | | |
| | | *স-গণ প গ* | | |
| | | I I S S' S | ৪ ।৪ ।৮ ।১২ ।৮ | = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ব-গণ ল ল* | | |
| ২১. | **আসরমালিক ঃ** | S I S I I | ৮ ।৪ ।৮ ।৪ ।৪ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *জ-গণ গ প* | | |
| ২২. | **উৎপল ঃ** | I S I S S | ৪ ।৮ ।৪ ।৮ ।১২ | = ৩৬ অক্ষর-মাত্র। |
| | | *ল ল প ল* | | |
| ২৩. | **উৎসব ঃ** | I I S' I | ৪ ।৪ ।১২ ।৪ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | | |
| | | *ল প* | | |
| | | I S' | ৪ ।১২ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ম - গ ণ* | | |
| ২৪. | **উদ্‌ঘট্ট ঃ** | S S S | ৮ ।৮ ।৮ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *স-গণ* | | |
| ২৫. | উদীক্ষণ ঃ | I I S | ৪ ।৪ ।৮ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *প ল গ ল ল প প* | | |
| ২৬. | উন্মত্তরাগ ঃ | S' I S I I S' S' | ১২ ।৪ ।৮ ।৪ ।৪ ।১২ ।১২ | = ৫৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ব-গণ জ-গণ* | | |
| ২৭. | একতাল ঃ | S I S I S I | ৮ ।৪ ।৮ ।৪ ।৮ ।৪ | = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ* | | |
| ২৮. | একতালী ঃ | O | ২ | = ২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল ল প ত-গণ ল* | | |
| ২৯. | কঙ্কালিক ঃ | I I S' S S I I | ৪ ।৪ ।১২ ।৮ ।৮ ।৪ ।৪ | = ৪৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ ল প ল ল* | | |
| ৩০. | কদম্বিনী ঃ | S I S' I I | ৮ ।৪ ।১২ ।৪ ।৪ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ন-গণ ল গ* | | |
| ৩১. | কন্দুক ঃ | I I I I S | ৪ ।৪ ।৪ ।৪ ।৮ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | | |
| | | *প প প* | | |
| | | S' S' S' | ১২ ।১২ ।১২ | = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | | |
| | | *গ ল প* | | |
| | | S I S' | ৮ ।৪ ।১২ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ য়-গণ* | | |
| ৩২. | কন্দর্প ঃ | O O I S S | ২ ।২ ।৪ ।৮ ।৮ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল ল* | | |
| ৩৩. | কমল ঃ | I I | ৪ ।৪ | = ৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ-বি দ-বি* | | |
| ৩৪. | কমলমণ্ঠ ঃ | O' O' | ৩ ।৩ | = ৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল ল প* | | |
| ৩৫. | করণ | I I S' | ৪ ।৪ ।১২ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল গ প* | | |
| ৩৬. | করণাখ্য ঃ | I S S' | ৪ ।৮ ।১২ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | দ দ দ দ | | |
| ৩৭. | **করণ-যতি ঃ** | OOOO | ২।২।২।২ | = ৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | ল ল প প | | |
| ৩৮. | **কলহংস ঃ** | I I S' S' | ৪।৪।১২।১২ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | ল ল ল-বি | | |
| ৩৯. | **কলাপ-মণ্ঠ ঃ** | I I I' | ৪।৪।৫ | = ১৩ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | গ প ল প | | |
| ৪০. | **কলার্ণব ঃ** | S S' I S' | ৮।১২।৪।১২ | = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | ল দ | | |
| ৪১. | **কান্তার-নিঃসারু ঃ** | I O | ৪।২ | = ৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | গ প গ ল প | | |
| ৪২. | **কীর্তিতাল ঃ** | S S' S I S' | ৮।১২।৮।৪।১২ | = ৪৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | | |
| | | গ ল প গ ল প | | |
| | | S I S' S I S' | ৮।৪।১২।৮।৪।১২ | = ৪৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | | |
| | | ল প গ ল প | | |
| | | I S' S I S' | ৪।১২।৮।৪।১২ | = ৪০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | | |
| | | ল গ প গ ল প | | |
| | | I S S' S I S' | ৪।৮।১২।৮।৪।১২ | = ৪৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | | |
| | | ত - গণ ল প প | | |
| | | S S I I S' S' | ৮।৮।৪।৪।১২।১২ | = ৪৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | দ দ ল ল | | |
| ৪৩. | | O O I I | ২।২।৪।৪ | = ১২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | ল ল-বি ল | | |
| ৪৪. | **ভমণ্ঠ ঃ** | I I' I | ৪।৫।৪ | = ১৩ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | ল দ দ ল গ | | |
| ৪৫. | **কুমুদ ঃ** | IO OI S | ৪।২।২।৪।৮ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | গ গ প | | |
| ৪৬. | **কৈলাট ঃ** | S S S' | ৮।৮।১২ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | গ প প ল গ প প গ ল | | |
| ৪৭. | **কোকিল-পাংশুলীল ঃ** | S S' S' I S S' S' S I | ৮।১২।১২।৪।৮।১২।১২।৮।৪ | = ৮০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | গ ল প প | | |
| ৪৮. | **কোকিলপ্রিয় ঃ** | S I S' S' | ৮।৪।১২।১২ | = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | | |
| | | গ ল প | | |
| | | S I S' | ৮।৪।১২ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | দ-বি দ-বি | | |
| ৪৯. | **ক্রীড়া ঃ** | O' O' | ৩।৩ | = ৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | [এই তালটির অপর নাম '**চণ্ডনিঃসারুক**'।] | |
| | | দ দ জ-গণ ল | | |
| ৫০. | **ক্রীড়াক্ষি ঃ** | O O I S I I | ২।২।৪।৮।৪।৪ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | দ দ প ল ল প | | |
| ৫১. | **ক্রৌঞ্চপদ ঃ** | O O S' I I S' | ২।২।১২।৪।৪।১২ | = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | দ দ গ গ | | |
| ৫২. | **খণ্ড-কঙ্কাল ঃ** | O O S S | ২।২।৮।৮ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | ভ-গণ দ দ প | | |
| ৫৩. | **খণ্ড-তাল ঃ** | S I I O O S' | ৮।৪।৪।২।২।১২ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | গ প ল ল প | | |
| ৫৪. | **গঙ্গারমণ ঃ** | S S' I I S' | ৮।১২।৪।৪।১২ | = ৪০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | ন-গণ ল | | |
| ৫৫. | **গজ-তাল ঃ** | I I I I | ৪।৪।৪।৪ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | ন-গণ ল-বি | | |
| ৫৬. | **গজলীলাঃ** | I I I I' | ৪।৪।৪।৫ | = ১৭ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | ভ-গণ ল-বি | | |
| ৫৭. | **গজেন্দ্রলীলা ঃ** | S I I I' | ৮।৪।৪।৫ | = ২১ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | ম-গণ য-গণ ল | | |

৫৮. **গণ-তাল ঃ** S S S I S S I ৮ ।৮ ।৮ ।৪ ।৮ ।৮ ।৪ = ৪৮ অক্ষর-মাত্রা।

*গ প*

৫৯. **গদ্য-তাল ঃ** S S' ৮ ।১২ = ২০ অক্ষর-মাত্রা।

*ন-গণ প প*

৬০. **গলবন্ধঃ** I I I S' S' ৪ ।৪ ।৪ ।৬ ।১২ = ৩০ অক্ষর-মাত্রা।

*দ দ দ দ-বি*

৬১. **গারুগি ঃ** O O O O' ২ ।২ ।২ ।৩ = ৯ অক্ষর-মাত্রা।

*প ল*

৬২. **গৌন্ধি ঃ** S' I ১২ ।৪ = ১৬ অক্ষর-মাত্রা।

*ন-গণ ল ল*

৬৩. **গৌরী ঃ** I I I I I ২ ।২ ।২ ।২ ।২ = ১০ অক্ষর-মাত্রা।

*ল ল দ দ ল গ*

৬৪. **ঘত্তা ঃ** I I O O I S ৪ ।৪ ।২ ।২ ।৪ ।৮ = ২৪ অক্ষর-মাত্রা।

*গ দ দ গ প*

৬৫. **চক্রতাল ঃ** S O O S S' ৮ ।২ ।২ ।৮ ।১২ = ৩২ অক্ষর-মাত্রা।

*ত-গণ প*

৬৬. **চচ্চৎপুট ঃ** S S I S' ৮ ।৮ ।৪ ।১২ = ৩২ অক্ষর-মাত্রা।

*দ দ-বি ল দ দ-বি ল দ দ-বি ল দ দ-বি ল দ দ-বি ল দ দ-বি ল দ দ-বি ল দ দ-বি ল*

৬৭. **চচ্চরী ঃ** O O' I O O' I O O' I O O' I O O' I O O' I O O' I O O' I

২ ।৩ ।৪ ।২ ।৩ ।৪ ।২ ।৩ ।৪ ।২ ।৩ ।৪ ।২ ।৩ ।৪ ।২ ।৩ ।৪ ।২ ।৩ ।৪ ।২ ।৩ ।৪

= ৭২ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*ভ-গণ গ*

S I I S ৮ ।৪ ।৪ ।৮ = ২৪ অক্ষর-মাত্রা।

*দ দ দ ল ল*

৬৮. **চণ্ডতাল ঃ** O O O I I ২ ।২ ।২ ।৪ ।৪ = ১৪ অক্ষর-মাত্রা।

৬৯. **চণ্ডনিঃসারুক ঃ** [ক্রীড়া-তাল দ্রষ্টব্য]

*ল ল দ*

৭০. **চতুর্থ ঃ** I I O ৪ ।৪ ।২ = ১০ অক্ষর-মাত্রা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *জ-গণ প* | | |
| ৭১. চতুর্মুখ (উন্মাতৃক) : | I S I S' | ৪ ।৮ ।৪ ।১২ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | |
| | *প* | | |
| | S' | ১২ | = ১২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | |
| | *ল প ল প* | | |
| | I S' I S' | ৪ ।১২ ।৪ ।১২ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | |
| | *ভ-গণ প ল প ল প* | | |
| | S I I S' I S' I S' | ৮ ।৪ ।৪ ।১২ ।৪ ।১২ ।৪ ।১২ | = ৬০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | |
| | *জ-গণ প* | | |
| | I S I S' | ৪ ।৮ ।৪ ।১২ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | *ন-গণ প প ল* | | |
| ৭২. চতুরঙ্গ : | I I I S' S' I | ৪ ।৪ ।৪ ।১২ ।১২ ।৪ | = ৪০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | *গ ল দ দ গ* | | |
| ৭৩. চতুরশ্র-বর্ণ: | S I O O S | ৮ ।৪ ।২ ।২ ।৮ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | |
| | *ভ-গণ দ দ গ* | | |
| | S I I O O S | ৮ ।৪ ।৪ ।২ ।২ ।৮ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | |
| | *ভ-গণ দ দ গ* | | |
| | S S I O O S | ৮ ।৮ ।৪ ।২ ।২ ।৮ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | *গ দ দ দ* | | |
| ৭৪. চতুস্তাল : | S O O O | ৮ ।২ ।২ ।২ | = ১৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | *জ-গণ ল* | | |
| ৭৫. চতুষ্পদী : | I S I I | ৪ ।৮ ।৪ ।৪ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |

অথবা

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *গ গ প প* | | |
| | | S S S' S' | ৮ ।৮ ।১২ ।১২ | = ৪০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ম-গণ প প প ল* | | |
| ৭৬. | চন্দ্রকলা ঃ | S S S S' S' S' I | ৮ ।৮ ।৮ ।১২ ।১২ ।১২ ।৪ | = ৬৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ন-গণ ভ-গণ* | | |
| ৭৭. | চরিত ঃ | III SII | ৪ ।৪ ।৪ ।৮ ।৪ ।৪ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ভ-গণ গ* | | |
| ৭৮. | চাচপুট ঃ | S I I S | ৮ ।৪ ।৪ ।৮ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ ল প* | | |
| ৭৯. | চারুলীলা ঃ | O I S' | ২ ।৪ ।১২ | = ১৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *প দ দ গ* | | |
| ৮০. | চিত্রক ঃ | S' O O S | ১২ ।২ ।২ ।৮ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ-বি দ-বি ল* | | |
| ৮১. | ঝম্পা ঃ | O' O' I | ৩ ।৩ ।৪ | = ১০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *দ দ-বি ল* | | |
| | | O O' I | ২ ।৩ ।৪ | = ৯ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *দ দ ল-বি* | | |
| | | O O I' | ২ ।২ ।৫ | = ৯ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ দ দ-বি* | | |
| ৮২. | জগঝম্পঃ | S O O' | ৮ ।২ ।৩ | = ১৩ অক্ষর মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *গ দ দ দ-বি* | | |
| | | S O O O' | ৮ ।২ ।২ ।৩ | = ১৫ অক্ষর মাত্র। |
| | | | অথবা | |
| | | *ল ল প ল* | | |
| | | I I S' I | ৪ ।৪ ।১২ ।৪ | ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |

*ন-গণ য়-গণ স-গণ গ*

.৮৩. **জনক ঃ** IIIISSIIS S 8 |8 |8 |8 |৮ |৮ |8 |8 |৮ |৮ = ৫৬ অক্ষর মাত্রা।

অথবা

*ন-গণ প*

IIIS' 8 |8 |8 |১২ = ২8 অক্ষর মাত্রা।

*জ-গণ ল ল দ দ প*

৮8. **জয়তাল ঃ** ISIIIOOS' 8 |৮ |8 |8 |8 |২ |২ |১২ = 8০অক্ষরমাত্রা।

অথবা

*ল প গ প প র-গণ প ল প*

I S' S S' S' S I S S' I S' 8 |১২ |৮ |১২ |১২ |৮ |8 |৮ |১২ |8 |১২

অথবা

*জ-গণ দ দ প*

ISI O OS' 8 |৮ |8 |২ |২ |১২ = ৩২ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*ল প*

I S' 8 |১২ = ১৬ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*জ-গণ ল দ দ প প*

ISIIOOS'S' 8 |৮ |8 |8 |২ |২ |১২ |১২= 8৮ অক্ষর-মাত্রা।

*জ-গণ*

৮৫. **জয়প্রিয়-মঠঃ** I S I 8 |৮ |8 = ১৬ অক্ষর-মাত্রা।

*স-গণ স-গণ*

৮৬. **জয়মঙ্গলঃ** IISIIS 8 |8 |৮ |8 |8 |৮ = ৩২ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*ল ল প ল প প*

IIS'IS'S' 8 |8 |১২ |8 |১২ |১২ = 8৮ অক্ষর-মাত্রা।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *গ গ প ল* | | |
| ৮৭. | **জয়মঙ্গাচারঃ** | S S S' I | ৮।৮।১২।৪ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ভ-গণ গ* | | |
| ৮৮. | **জয়শ্রী ঃ** | S I I S | ৮।৪।৪।৮ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *র-গণ ল গ* | | |
| | | S I S I S | ৮।৪।৮।৪।৮ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *য়-গণ দ দ দ ল* | | |
| | | I S S O O O I | ৪।৮।৮।২।২।২।৪ | = ৩০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *জ-গণ* | | |
| ৮৯. | **জয়ানন্দ ঃ** | I S I | ৪।৮।৪ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ ল* | | |
| ৯০. | **জ্যুৎসা ঃ** | S I | ৮।৪ | = ১২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল ল-বি ল ল-বি* | | |
| ৯১. | **ডোম্বুলী (বদ্ধাপন) ঃ** | I I' I I' | ৪।৫।৪।৫ | = ১৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *ল-বি ল-বি* | | |
| | | I' I' | ৫।৫ | = ১০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *র-গণ* | | |
| ৯২. | **ঢোম্বকা (যোজেন) ঃ** | S I S | ৮।৪।৮ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *প ল ল* | | |
| | | S' I I | ১২।৪।৪ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ-বি ল ল* | | |
| ৯৩. | **তার-প্রতিমণ্ঠ ঃ** | O O' I I | ২।৩।৪।৪ | = ১৩ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *প গ দ দ ল প* | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *প প গ প প* | | |
| ৯৫. | **তুঙ্গাঙ্গাক ঃ** | S' S' S S' S' | ১২।১২।৮।১২।১২ | = ৫৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ ল* | | |
| ৯৬. | **তুরঙ্গলীল ঃ** | O O I | ২।২।৪ | = ৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *দ-বি দ-বি দ দ* | | |
| | | O' O' O O | ৩।৩।২।২ | = ১০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ দ-বি* | | |
| ৯৭. | **তৃতীয়-তাল ঃ** | O O O' | ২।২।৩ | = ৭ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *দ-বি দ-বি ল প* | | |
| | | O' O' I S' | ৩।৩।৪।১২ | = ২২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ ল ল* | | |
| ৯৮. | **ত্রিপদী ঃ** | O O I I | ২।২।৪।৪ | = ১২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *স-গণ গ গ* | | |
| ৯৯. | **ত্রিভঙ্গি ঃ** | I I S S | ৪।৪।৮।৮ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *দ দ প ল* | | |
| | | O O S' I | ২।২।১২।৪ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *দ দ প ল* | | |
| | | O O S' I | ২।২।১২।৪ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল গ প* | | |
| ১০০. | **ত্রিভিন্ন ঃ** | I S S' | ৪।৮।১২ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল দ দ স-গণ* | | |
| ১০১. | **ত্র্যস্রবর্ণ ঃ** | I O O I I S | ৪।২।২।৪।৪।৮ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *ল ল দ দ ল ল* | | |
| | | I I O O I I | ৪।৪।২।২।৪।৪ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *গ ল গ* | | |
| ১০২. | দণ্ড-তাল ঃ | S' I S' | ১২ ৷৪ ৷১২ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *স-গণ* | | |
| ১০৩. | দক্ষিণ-তাল ঃ | I I S | ৪ ৷৪ ৷৮ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ গ* | | |
| ১০৪. | দর্পণ ঃ | O O S | ২ ৷২ ৷৮ | = ১২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ভ-গণ গ প* | | |
| ১০৫. | দাহ-তাল ঃ | S I I S S' | ৮ ৷৪ ৷৪ ৷৮ ৷১২ | = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ভ-গণ প ল দ* | | |
| ১০৬. | দাহস্কেয় ঃ | S I I S' I O | ৮ ৷৪ ৷৪ ৷১২ ৷৪ ৷২ | = ৩৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ ল য-গণ* | | |
| ১০৭. | দীপক ঃ | O O I I S S | ২ ৷২ ৷৪ ৷৪ ৷৮ ৷৮ | = ২৮ অক্ষব-মাত্রা। |
| | | *ন-গণ* | | |
| ১০৮. | দ্রাবিণাদি ঃ | I I I | ৪ ৷৪ ৷৪ | = ১২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *স-গণ ত-গণ প* | | |
| ১০৯. | দ্বন্দ্ব-তাল ঃ | I I S S S I S' | ৪ ৷৪ ৷৮ ৷৮ ৷৮ ৷৪ ৷১২ | = ৪৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল ল প গ ল* | | |
| ১১০. | দ্বিগুণ-তাল ঃ | I I S' S I | ৪ ৷৪ ৷১২ ৷৮ ৷৪ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ ন-গণ* | | |
| ১১১. | দ্বিতীয়-তাল ঃ | O O I I I | ২ ৷২ ৷৪ ৷৪ ৷৪ | = ১৬ অক্ষব-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *দ দ ল* | | |
| | | O O I | ২ ৷২ ৷৪ | = ৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *র-গণ* | | |
| ১১২. | দ্বিনেম ঃ | S I S | ৮ ৷৪ ৷৮ | = ৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ ল প* | | |
| ১১৩. | দ্বিপদ ঃ | S I S' | ৮ ৷৪ ৷১২ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *ল ল-বি দ দ* | | |
| ১১৪. | **দ্বিতীয়-মণ্ঠিকা ঃ** | I I' O O | ৪ ।৫ ।২ ।২ | = ১৩ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *গ দ প* | | |
| | | S O S' | ৮ ।২ ।১২ | = ২২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল ল-বি দ দ* | | |
| | | I I' O O | ৪ ।৪ ।২ ।২ | = ১২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল ল প দ দ* | | |
| ১১৫. | **ধবল ঃ** | I I S' O O | ৪ ।৪ ।১২ ।২ ।২ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ভ-গণ প* | | |
| ১১৬. | **ধোল্লরী ঃ** | S I I S' | ৮ ।৪ ।৪ ।১২ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ন-গণ গ প* | | |
| ১১৭. | **ধ্বনিবিলাস ঃ** | I I I S S' | ৪ ।৪ ।৪ ।৮ ।১২ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল ল দ প।* | | |
| ১১৮. | **নন্দন ঃ** | I I O S' | ৪ ।৪ ।২ ।১২ | = ২২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | S O O S | ৮ ।২ ।২ ।৮ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *প ল ল প* | | |
| | | S' I I S' | ১২ ।৪ ।৪ ।১২ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *প ল প* | | |
| | | S' I S' | ১২ ।৪ ।১২ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ভ-গণ দ দ* | | |
| ১১৯. | **নম্র ঃ** | S I I O O | ৮ ।৪ ।৪ ।২ ।২ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *ভ-গণ প গ* | | |
| ১২০. **নাগকদম্ব ঃ** | S I I S' S | ৮ ।৪ ।৪ ।১২ ।৮ | = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | *ল দ দ স-গণ গ* | | |
| ১২১. **নান্দী ঃ** | I O O I I S S | ৪ ।২ ।২ ।৪ ।৪ ।৮ ।৮ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | |
| | *প ল ল প* | | |
| | S' I I S' | ১২ ।৪ ।৪ ।১২ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | *য়-গণ প ম-গণ ল* | | |
| ১২২. **নিঃশঙ্ক ঃ** | I S S S' S S S I | ৪ ।৮ ।৮ ।১২ ।৮ ।৮ ।৮ ।৪ | = ৬০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | *ল ল-বি* | | |
| ১২৩. **নিঃসারু ঃ** | I I' | ৪ ।৫ | = ৯ অক্ষর-মাত্রা। |
| | *প ল গ প* | | |
| ১২৪. **পঞ্চতাল ঃ** | S' I S S | ১২ ।৪ ।৮ ।১২ | = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | *দ দ* | | |
| ১২৫. **পঞ্চম ঃ** | Ò O | ২ ।২ | = ৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | *প ল গ দ দ প ল ল* | | |
| ১২৬. **পত্রতাল ঃ** | S' I S O O S' I I | ১২ ।৪ ।৮ ।২ ।২ ।১২ ।৪ ।৪ | = ৪৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | *ল ল গ প* | | |
| ১২৭. **পদগান ঃ** | I I S S' | ৪ ।৪ ।৮ ।১২ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | *ন-গণ ল প* | | |
| ১২৮. **পদ্মতাল ঃ** | I I I I S' | ৪ ।৪ ।৪ ।৪ ।১২ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | অথবা | |
| | *গ ল প গ* | | |
| | S I S' S | ৮ ।৪ ।১২ ।৮ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | *ম-গণ ল* | | |
| ১২৯. **পরম ঃ** | S S S I | ৮ ।৮ ।৮ ।৪ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |

১৩০. **পরিক্রম ঃ** ['কন্দর্প' দ্রষ্টব্য]

*গ প গ*

১৩১. **পাট-তাল ঃ** S S' S ৮ ।১২ ।৮ = ২৮ অক্ষর-মাত্রা।

*প ল গ প ল*

১৩২. **পাণ্ডুপাত ঃ** S' I S S' I ১২ ।৪ ।৮ ।১২ ।৪ = ৪০ অক্ষর-মাত্রা।

*দ দ ল ল দ দ ত-গণ ন-গণ ভ-গণ*

১৩৩. **পার্বতী ঃ** O O I I O O S S I I I I S I I

২ ।২ ।৪ ।৪ ।২ ।২ ।৮ ।৮ ।৪ ।৪ ।৪ ।৪ ।৮ ।৪ ।৪ = ৬৪ অক্ষর-মাত্রা।

*দ দ ল ল দ দ ত-গণ*

১৩৪. **পার্বতীলোচন ঃ** O O I I O O S S I

২ ।২ ।৪ ।৪ ।২ ।২ ।৮ ।৮ ।৪ = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*গ ল প দ দ*

S I S' O O ৮ ।৪ ।১২ ।২ ।২ = ২৮ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*ভ-গণ গ প প*

S I I S S' S' ৮ ।৪ ।৪ ।৮ ।১২ ।১২ = ৪৮ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*ন-গণ ভ-গণ*

I I I S I I ৪ ।৪ ।৪ ।৮ ।৪ ।৪ = ২৮ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*ম-গণ য়-গণ দ দ*

S S S I S S O O ৮ ।৮ ।৮ ।৪ ।৮ ।৮ ।২ ।২ = ৪৮ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*ম-গণ ল প গ গ দ দ*

S S S I S' S S O O ৮ ।৮ ।৮ ।৪ ।১২ ।৮ ।৮ ।২ ।২

= ৬০ অক্ষর-মাত্রা।

*দ দ দ দ গ ল*

১৩৫. **পূর্ণকঙ্কাল ঃ** O O O O S I ২ ।২ ।২ ।২ ।৮ ।৪ = ২০ অক্ষর-মাত্রা।

১৩৬. **পূর্ণ-তাল ('পূর্ণকঙ্কাল' দ্রষ্টব্য) ঃ**

*দ দ ভ-গণ প ল প*

১৩৭. **প্রতাপমঙ্গল ঃ** O O S I I S' I S' ২ ।২ ।৮ ।৪ ।৪ ।১২ ।৪ ।১২

= ৪৮ অক্ষর-মাত্রা।

*প দ প*

১৩৮. **প্রতাপশেখর ঃ** S' O S' ১২ ।২ ।১২ = ২৬ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*প দ-বি দ-বি*

S' O' O' ১২ ।৩ ।৩ = ১৮ অক্ষর-মাত্রা।

*ল দ দ*

১৩৯. **প্রতিতাল ঃ** I O O ৪ ।২ ।২ = ৮ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*ল ল দ দ*

I I O O ৪ ।৪ ।২ ।২ = ১২ অক্ষর-মাত্রা।

*দ দ দ দ-বি দ দ দ দ-বি, দ দ দ দ-বি, প গ দ দ ত-গণ গ*

১৪০. **প্রতিতূর্য ঃ** O O O O' O O O O' O O O O' S' S O O S S I S

= ৭৯ অক্ষর-মাত্রা।

*দ দ ল গ প*

১৪১. **প্রতিনিঃসান ঃ** O O I S S' ২ ।২ ।৪ ।৮ ।১২ = ২৮ অক্ষর-মাত্রা।

*স-গণ ভ-গণ*

১৪২. **প্রতিমণ্ঠ (কোল্লক) ঃ** I I S S I I ৪ ।৪ ।৮ ।৮ ।৪ ।৪ = ৩২ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*দ দ গ গ দ দ গ গ*

O O S S O O S S ২ ।২ ।৮ ।৮ ।২ ।২ ।৮ ।৮ = ৪০ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*ভ-গণ*

S I I ৮ ।৪ ।৪ = ১৬ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *স-গণ* | | |
| | | IIS | ৪ ।৪ ।৮ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল দ দ* | | |
| ১৪৩. | **প্রতিপূর্ব ঃ** | IOO | ৪ ।২ ।২ | = ৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ম-গণ ল ল* | | |
| ১৪৪. | **প্রত্যঙ্গ ঃ** | SSSII | ৮ ।৮ ।৮ ।৪ ।৪ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *দ দ ল প প* | | |
| | | OOIS' S' | ২ ।২ ।৪ ।১২ ।১২ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *ম-গণ ন-গণ* | | |
| | | SSSIII | ৮ ।৮ ।৮ ।৪ ।৪ ।৪ | = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ গ* | | |
| ১৪৫. | **প্রথমাবর্তী ঃ** | OOS | ২ ।২ ।৮ | = ১২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ গ দ* | | |
| ১৪৬. | **প্রমোদ ঃ** | OOSO | ২ ।২ ।৮ ।২ | = ১৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *ন-গণ গ* | | |
| | | IIIS | ৪ ।৪ ।৪ ।৮ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ব-গণ দ দ* | | |
| ১৪৭. | **প্রিয়তাল ঃ** | SISOO | ৮ ।৪ ।৮ ।২ ।২ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ দ দ ল দ দ গ* | | |
| ১৪৮. | **বনমালী ঃ** | OOOOIOOS | ২ ।২ ।২ ।২ ।৪ ।২ ।২ ।৮ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল-বি ল ল-বি ল ল ল-বি ন-গণ ল ল* | | |
| ১৪৯. | **বর্ণতাল ঃ** | I' I I' I I I' I I I I I | | |
| | | ৫ ।৪ ।৫ ।৪ ।৪ ।৫ ।৪ ।৪ ।৪ ।৪ ।৪ | | = ৪৭ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ ল গ* | | |
| ১৫০. | **বর্ণভিন্ন ঃ** | OOIS | ২ ।২ ।৪ ।৮ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *ল ল দ দ ল দ দ* | | |
| ১৫১. | **বর্ণমণ্ঠিকা ঃ** | I I O O I O O | ৪ ।৪ ।২ ।২ ।৪ ।২ ।২ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল ল প প* | | |
| ১৫২. | **বর্ণযতি ঃ** | I I S' S' | ৪ ।৪ ।১২ ।১২ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *ল ল দ দ* | | |
| | | I I O O | ৪ ।৪ ।২ ।২ | = ১২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ ল প* | | |
| ১৫৩. | **বর্ধন ঃ** | O O I S' | ২ ।২ ।৪ ।১২ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ ল দ দ* | | |
| ১৫৪. | **বর্ধনী ঃ** | S I O O | ৮ ।৪ ।২ ।২ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ ল প গ* | | |
| ১৫৫. | **বর্ধমান ঃ** | S I S' S | ৮ ।৪ ।১২ ।৮ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *র-গণ* | | |
| ১৫৬. | **বল্লভমণ্ঠ ঃ** | S I S | ৮ ।৪ ।৮ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ন-গণ ম-গণ* | | |
| ১৫৭. | **বসন্ত ঃ** | I I I S S S | ৪ ।৪ ।৪ ।৮ ।৮ ।৮ | = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ ল* | | |
| ১৫৮. | **বস্তু ঃ** | S I | ৮ ।৪ | = ১২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *প ল ল* | | |
| ১৫৯. | **বাজ্জুলি ঃ** | S' I I | ১২ ।৪ ।৪ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ন-গণ দ দ* | | |
| ১৬০. | **বাঞ্ছিত-নিঃসারু ঃ** | | | |
| | | I I I O O | ৪ ।৪ ।৪ ।২ ।২ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল ল ল-বি* | | |
| ১৬১. | **বিচার-প্রতিমণ্ঠ ঃ** | I I I' | ৪ ।৪ ।৫ | = ১৩ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *প' গ প ল* | | |
| ১৬২. | **বিজয়-তাল ঃ** | S' S S' I | ১২ ।৮ ।১২ ।৪ | – ৩৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *ল ল প গ* | | |
| | | I IS' S | ৪ ।৪ ।১২ ।৮ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *প গ প* | | |
| | | S' S S' | ১২ ।৮ ।১২ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *স-গণ গ গ* | | |
| ১৬৩. | **বিজয়ানন্দ ঃ** | I I S S S | ৪ ।৪ ।৮ ।৮ ।৮ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ দ দ দ দ গ* | | |
| ১৬৪. | **বিন্দুমালী ঃ** | S O O O O S | ৮ ।২ ।২ ।২ ।২ ।৮ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ দ প* | | |
| ১৬৫. | **বিভ্রম** | S O S' | ৮ ।২ ।১২ | = ২২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল গ দ দ প* | | |
| ১৬৬. | **বিলোকিত ঃ** | I S O O S' | ৪ ।৮ ।২ ।২ ।১২ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *গ দ দ প* | | |
| | | S O O S' | ৮ ।২ ।২ ।১২ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল ল গ প ল* | | |
| | | I I S S' I | ৪ ।৪ ।৮ ।১২ ।৪ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *গ দ প* | | |
| | | S O S' | ৮ ।২ ।১২ | = ২২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *ল দ দ ল* | | |
| ১৬৭. | **বিশাল-নিঃসারু ঃ** | I O O I | ৪ ।২ ।২ ।৪ | = ১২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ দ দ-বি দ দ দ দ-বি* | | |
| ১৬৮. | **বিষম ঃ** | O O O O' O O O O' | | |
| | | | ২ ।২ ।২ ।৩ ।২ ।২ ।২ ।৩ | = ১৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *য়-গণ* | | |
| ১৬৯. | **বিষম-কঙ্কাল ঃ** | I S S | ৪ ।৮ ।৮ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |

I I I S' ৪ |৪ |৪ |১২ = ২৪ অক্ষর-মাত্রা।

ভ-গণ ভ-গণ ভ-গণ

১৭০. **বৈকল্পিক মণ্ঠ ঃ** S I I S I I S I I ৮ |৪ |৪ |৮ |৪ |৪ |৮ |৪ |৪

= ৪৮ অক্ষর-মাত্রা।

ল ল দ দ গ

১৭১. **বীরবিক্রম ঃ** I I O O S ৪ |৪ |২ |২ |৮ = ২০ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

ল দ দ গ

I O O S ৪ |২ |২ |৮ = ১৬ অক্ষর-মাত্রা।

দ দ প

১৭২. **বৃত্ত-তাল ঃ** O O S' ২ |২ |১২ = ১৬ অক্ষর-মাত্রা।

দ দ ল ল

১৭৩. **বৈকুন্দ-নিঃসারু ঃ** O O I I ২ |২ |৪ |৪ = ১২ অক্ষর-মাত্রা।

ভ-গণ ল ল

১৭৪. **ভগণ-মণ্ঠ ঃ** S I I I I ৮ |৪ |৪ |৪ |৪ = ২৪ অক্ষর-মাত্রা।

ল ল গ প প গ ল

১৭৫. **ভঙ্গ-তাল ঃ** I I S S' S' S S' I ৪ |৪ |৮ |১২ |১২ |৮ |১২ |৪

= ৬৪ অক্ষর-মাত্রা।

দ দ দ দ ল ল ল-বি

১৭৬. **ভগ্ন-তাল ঃ** O O O O I I I' ২ |২ |২ |২ |৪ |৪ |৫ = ২১ অক্ষর-মাত্রা।

ল ল দ দ

১৭৭ **ভবন্তি ঃ** I I O O ৪ |৪ |২ |২ = ১২ অক্ষর-মাত্রা।

ভ-গণ ল

১৭৮. **ভূতিলক ঃ** S I I I ৮ |৪ |৪ |৪ = ২০ অক্ষর-মাত্রা।

দ দ ন-গণ গ গ

১৭৯. **মকরন্দ ঃ** O O I I I S S ২ |২ |৪ |৪ |৪ |৮ |৮ = ৩২ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

দ দ ন-গণ

O O I I I ২ |২ |৪ |৪ |৪ = ১৬ অক্ষর-মাত্রা।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *ভ-গণ* | | |
| ১৮০. | **মঙ্গলমণ্ঠ ঃ** | S I I | ৮ ।৪ ।৪ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *স-গণ ন-গণ ল* | | |
| ১৮১. | **মণ্ঠ্য ঃ** | I I S I I I  I | ৪ ।৪ ।৮ ।৪ ।৪ ।৪ ।৪ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *দ দ গ গ গ* | | |
| | | O O S S S | ২ ।২ । ।৮ ।৮ ।৮ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ভ-গণ ন-গণ ল* | | |
| ১৮২. | **মুদ্রিত-মণ্ঠ্য ঃ** | S I I I I I  I | ৮ ।৪ ।৪ ।৪ ।৪ ।৪ ।৪ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ দ দ প* | | |
| ১৮৩. | **মণ্ঠিকা ঃ** | S O O S' | ৮ ।২ ।২ ।১২ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *ল ল দ-বি দ-বি* | | |
| | | I I O' O' | ৪ ।৪ ।৩ ।৩ | = ১৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল গ গ* | | |
| ১৮৪. | **মতঙ্গ ঃ** | I S S | ৪ ।৮ ।৮ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ গ* | | |
| ১৮৫. | **মদন ঃ** | O O S | ২ ।২ ।৮ | = ১২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল গ ল প গ* | | |
| ১৮৬. | **মনোরম ঃ** | I S I S' S | ৪ ।৮ ।৪ ।১২ ।৮ | = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ন -গণ ল দ দ-বি* | | |
| ১৮৭. | **মল্ল-তাল ঃ** | I I I  I  O  O' | ৪ ।৪ ।৪ ।৪ ।২ ।৩ | = ২১ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *ন-গণ ল দ দ দ-বি* | | |
| | | I I I  I  O O O' | ৪ ।৪ ।৪ ।৪ ।২ ।২ ।৩ | = ২৩ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল ল দ দ দ দ* | | |
| ১৮৮. | **মল্লিকামোদ ঃ** | I I O O O O | ৪ ।৪ ।২ ।২ ।২ ।২ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |

*গ দ দ ল*

১৮৯. **মাতৃকা ঃ** S O O I ৮ ।২ ।২ ।৪ = ১৬ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*ল ল ল দ দ দ প প*

I I I O O O S' S' ৪ ।৪ ।৪ ।২ ।২ ।২ ।১২ ।১২

= ৪২ অক্ষর-মাত্রা।

*গ দ দ প ল*

১৯০. **মিশ্রতাল ঃ** S O O S' I ৮ ।২ ।২ ।১২ ।৪ = ২৮ অক্ষর-মাত্রা।

*দ দ দ দ-বি দ দ দ দ-বি দ দ দ দ-বি প গ দ দ ত-গণ গ*

১৯১. **মিশ্রবর্ণ ঃ** O O O O' O O O O' O O O O' S' S O O S S I S

= ৭৯ অক্ষর-মাত্রা।

*গ দ দ স-গণ গ*

১৯২. **মুকুন্দ ঃ** I O O I I S S ৪ ।২ ।২ ।৪ ।৪ ।৮ ।৮ = ৩২ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*গ দ দ দ দ দ দ ন-গণ ল*

I O O O O O O I I I I

৪ ।২ ।২ ।২ ।২ ।২ ।২ ।৪ ।৪ ।৪ ।৪

= ৩২ অক্ষর-মাত্রা।

*দ দ দ দ গ*

১৯৩. **রঙ্গতাল ঃ** O O O O S ২ ।২ ।২ ।২ ।৮ = ১৬ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*প প*

S' S' ১২ ।১২ = ২৪ অক্ষর-মাত্রা।

*ত-গণ গ প*

১৯৪. **রঙ্গপ্রদীপ ঃ** S S I S S' ৮ ।৮ ।৪ ।৮ ।১২ = ৪০ অক্ষর-মাত্রা।

*ত-গণ ল প*

১৯৫. **রঙ্গাভরণ ঃ** S S I I S' ৮ ।৮ ।৪ ।৪ ।১২ = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা।

*প গ গ ল ল*

১৯৬. **রঙ্গোদ্যত ঃ** S' S S I I ১২ ।৮ ।৮ ।৪ ।৪ = ৩৬ অক্ষর-মাত্রা।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *ল ল গ প প* | | |
| ১৯৭. | **রণরঙ্গ ঃ** | I I S S' S' | ৪ ।৪ ।৮ ।১২ ।১২ | = ৪০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল গ* | | |
| ১৯৮. | **রতি-তাল ঃ** | I S | ৪ ।৮ | = ১২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *স-গণ* | | |
| ১৯৯. | **রতিলীল ঃ** | I I S | ৪ ।৪ ।৮ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ* | | |
| ২০০. | **রথ্য-তাল ঃ** | S | ৮ | = ৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ ল প দ দ* | | |
| ২০১. | **রথ্যাপাদ ঃ** | S I S' O O | ৮ ।৪ ।১২ ।২ ।২ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ-বি দ-বি দ গ* | | |
| ২০২. | **রাগবর্ধন ঃ** | O' O' O S' | ৩ ।৩ ।২ ।১২ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ ন-গণ দ দ ল গ* | | |
| ২০৩. | **রাজচূড়ামণি ঃ** | O O I I I O O I S | ২ ।২ ।৪ ।৪ ।৪ ।২ ।২ ।৪ ।৮ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ ল প গ* | | |
| ২০৪. | **রাজঝম্প ঃ** | S I S' S | ৮ ।৪ ।১২ ।৮ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ প দ দ গ ল প* | | |
| ২০৫. | **রাজতাল ঃ** | S S' O O S I S' | ৮ ।১২ ।২ ।২ ।৮ ।৪ ।১২ | = ৪৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ জ-গণ ন* | | |
| ২০৬. | **রাজনারায়ণ ঃ** | O O I S I S | ২ ।২ ।৪ ।৮ ।৪ ।৮ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ ল দ* | | |
| ২০৭. | **রাজমার্তণ্ড ঃ** | S I O | ৮ ।৪ ।২ | = ১৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ দ ল গ* | | |
| ২০৮. | **রাজমৃগাঙ্ক ঃ** | O O I S | ২ ।২ ।৪ ।৮ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল গ দ দ* | | |
| ২০৯. | **রাজবিদ্যাধর ঃ** | I S O O | ৪ ।৮ ।২ ।২ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *ব-গণ দ দ* | | |
| ২১০. | **রায়বঙ্কোল ঃ** | SISOO | ৮ ।৪ ।৮ ।২ ।২ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ গ ল ল* | | |
| ২১১. | **রূপক ঃ** | S S I I | ৮ ।৮ ।৪ ।৪ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ-বি দ-বি ল প* | | |
| ২১২. | **লক্ষ্মীশ ঃ** | O' O' I S' | ৩ ।৩ ।৪ ।১২ | = ২২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল-বি* | | |
| ২১৩. | **লঘুশেখর ঃ** | I' | ৫ | = ৫ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল ল গ* | | |
| ২১৪. | **লম্ব-তাল ঃ** | I I S | ৪ ।৪ ।৮ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ন-গণ* | | |
| ২১৫. | **ললিত ঃ** | I I I | ৪ ।৪ ।৪ | = ১২ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *দ দ ল গ* | | |
| | | OOI S | ২ ।২ ।৪ ।৮ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল ল ব-গণ* | | |
| ২১৬. | **ললিতপ্রিয় ঃ** | I I S I S | ৪ ।৪ ।৮ ।৪ ।৮ | = ২৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *গ ল প প প গ প দ দ দ* | | |
| ২১৭. | **লয়-তাল ঃ** | S I S' S' S' S S' O O O | | |
| | | ৮ ।৪ ।১২ ।১২ ।১২ ।৮ ।১২ ।২ ।২ ।২ | | = ৭৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *দ ল প* | | |
| ২১৮. | **লীলা ঃ** | O I S' | ২ ।৪ ।১২ | = ১৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল দ দ দ দ ল ল* | | |
| ২১৯ | **শরভলীল ঃ** | I O O O O I I | ৪ ।২ ।২ ।২ ।২ ।৪ ।৪ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | | অথবা | |
| | | *ল ল দ দ দ দ ল ল* | | |
| | | I I O O O O I I | ৪ ।৪ ।২ ।২ ।২ ।২ ।৪ ।৪ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *ল ল গ ল ল* | | |
| ২২০. | **শুকসারিকা ঃ** | I I S I I | ৪ ।৪ ।৮ ।৪ ।৪ | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *স-গণ গ* | | |
| ২২১. | **শ্রীকীর্তি ঃ** | I I S S | ৪ ।৪ ।৮ ।৮ । | = ২৪ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *প ম-গণ প* | | |
| ২২২. | **সংপক্কেষ্টাক ঃ** | S' S S S S' | ১২ ।৮ ।৮ ।৮ ।১২ | = ৪৮ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ত-গণ* | | |
| ২২৩. | **সম-কঙ্কাল ঃ** | S S I | ৮ ।৮ ।৪ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ত-গণ* | | |
| ২২৪. | **সমতাল ঃ** | S S I | ৮ ।৮ ।৪ | = ২০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *ল-বি ল-বি* | | |
| ২২৫. | **সমর-নিঃসারু** | I' I' | ৫ ।৫ | = ১০ অক্ষর-মাত্রা। |
| | | *স-গণ* | | |
| ২২৬. | **সুন্দর-মণ্ঠ ঃ** | I I S | ৭ ।৪ ।৮ | = ১৬ অক্ষর-মাত্রা। |

*ত-গণ প ল গ দ দ ত-গণ প ল প গ ন-গণ ন গণ*

২২৭. **সিংহন্দন ঃ** S S I S' I S O O S S I S' I S' S I I I I I I

৮ ।৮ ।৪ ।১২ ।৪ ।৮ ।২ ।২ ।৮ ।৮ ।৪ ।১২ ।৪ ।১২ ।৮ ।৪ ।৪ ।৪ ।৪ ।৪ ।৪

=১২৮ অক্ষর-মাত্রা।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *য়-গণ ল গ* | | |
| ২২৮. | **সিংহনাদ ঃ** | I S S I S | ৪ ।৮ ।৮ ।৪ ।৮ | = ৩২ অক্ষর-মাত্রা। |

*ম-গণ ল প ল গ প*

২২৯. **সিংহবিক্রম ঃ** S S S I S' I S S' ৮ ।৮ ।৮ ।৪ ।১২ ।৪ ।৮ ।১২

= ৬৪ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*ল ল প গ ল গ প ল প*

I I S' S I S S' I S' ৪ ।৪ ।১২ ।৮ ।৪ ।৮ ।১২ ।৪ ।১২

= ৬৮ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*ল প গ গ প প গ ল গ প ল প*

I S' S S' S' S I S S' I S'

৪ ।১২ ।৮ ।১২ ।১২ ।৮ ।৪ ।৮ ।১২ ।৪ ।১২

= ৯৬ অক্ষর-মাত্রা।

*ল দ দ দ ল*

২৩০. **সিংহলীল ঃ** I O O O T ৪ ।২ ।২ ।২ ।৪ = ১৪ অক্ষর-মাত্রা।

অথবা

*দ দ দ ল*

O O O I ২ ।২ ।২ ।৪ = ১০ অক্ষর-মাত্রা।

*দ দ দ দ দ দ*

২৩১. **ষট্‌তাল ঃ** O O O O O O ২ ।২ ।২ ।২ ।২ ।২ = ১২ অক্ষর-মাত্রা।

*প য়-গণ ল প*

২৩২. **ষটপিতাপুত্রক ঃ** S' I S S I S' ১২ ।৪ ।৮ ।৮ ।৪ ।১২ = ৪৮ অক্ষর-মাত্রা।

*ল-বি ল-বি*

২৩৩. **হংসলীল ঃ** I' I' ৫ ।৫ = ১০ অক্ষর-মাত্রা।

*ল প দ দ প*

২৩৪. **হংসনাদ ঃ** I S' O O S' ৪ ।১২ ।২ ।২ ।১২ = ৩২ অক্ষর-মাত্রা।

**২. (ক) মধ্যযুগীয় দেশী-তাল ঃ—**

১. **অঙ্ক তাল ঃ** (৯-মাত্রা)

+ ২ ৩

ধা — । ধি ন ন ক । ধেৎ — তা

২. **অট, বা অঠ তাল ঃ** (১০-মাত্রা)

+ ২ ৩ o

ধা ধেৎ তা । তিট গেন তা । কিট ধিট । কিট কত

৩. **অট, বা আবর্ত তাল ঃ** (১২-মাত্রা) [এই তালের অপর নাম '**চৌতাল**'। চৌতাল দ্রষ্টব্য]

৪. **অট৩ তাল ঃ** (১৪-মাত্রা)

+ ০ ২ ০ ৩ ৪

ধা — দ্ধা । গে তিন্ । তা তিট ধা । দিন্ তা । কিট তক । গদি গিন

৫. **অট৪ তাল ৪** (১৮-মাত্রা)

+ ০ ২ ০ ৩ ৪

ধা ধা তিট ধা । তিট কত ধেৎ । তা কিট তক । গদি গিন তিট তা । গেন তিট । ধিট তা

৬. **অট৫ তাল ঃ** (১২-মাত্রা)

+ ০ ২ ০

ধা ধা গে তিট তা ধা । গে তিট কিট । তক ধিট তিট গেন তিট কিট তক । ধেৎ তা

৩ ৪

। তিট কত । গদি গিন

**অট৬ তাল ঃ** (২৪-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ধা — । কি ড়া । — ধু ম । কি ট । ত ক ধে ৎ । তা — কি ট । তক ক । ধ ধি গি ন

৮. **অণিমা তাল ঃ** (১৩-মাত্রা)

+ ২ ০ ৩ ৪

ধী ত্রিক । ধী না কৎ তা ত্রিক । তা ত্রিক । ধী না । ধী না

৯. **অদ্ধা-চিত্রতাল ঃ** (১৭-মাত্রা)

+ ২ ০ ৩ ৪ ০ ৫ ০

ধা দিন্ । তা ধা । তেট কত । গদি গন । ধা ধে ঘেন । নক ধা । তা ধা । গদি গন

১০. **অন্তরক্রীড়া-তাল ঃ** (৭-মাত্রা)

+ ২ ৩ ০

ধা কিট । ধা । ধেৎ তা । গদি গন

১১. **অভিনন্দন তাল ঃ** (২০-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ধা -- ধি ন । ন ক । ধে — ধি ন । ন ক । ধে — । ধা — ধি ন । ন ক

১২. **অভিরাম তাল ঃ** (২৪-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪

ধা ত্রিক ধিন ধিন ত্রিক ধিন । তির কিট ধিন । তা গে তাগে কেটে । ধা গদি গিন তুন না

৫

। তা তিন ধিন ধিন ত্রিক ধিন

১৩. **অর্য্যুন তাল ঃ** (২৪-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ধিন্ না । ধিন্ ত্রিক ধিন্ না । তী না । তী ত্রিক তী না । তিট কত । গদি গিন । ধা ত্রিক

৮ ৯

। ধিন্ না তিট কত । তুন্ না

১৪. **অর্জুনতাল ঃ** (২০-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ধা - । তেরে কেটে । ধি না । ধা - ধি না । ধাগে ত্রেকে । ধিন - ধা - থু না । তেরে কেটে

১৫. **অর্ধ্য তাল ঃ** (২৭-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫

ধা গে তা ধা । দিন্ — । দিন্ — । তা ধা দিন্ তা তিট । কত গদি গিন ।

৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

। ধা — তা — তা । ধা । দিন্ । তা । ধা । গদি । গিন

১৬. **অবধ-তাল ঃ** (১৯-মাত্রা)

+ ২ ৩ ০ ৪ ৫ ৬

ধা ধা ত্রক ধে ধেৎ । তা । কিট ধা । দি্ন তা । ধে । ধে । ধেন নক

৭ ০

। ধাগে তেটে । কত গদি গন

১৭. **অশ্বিনী-তাল ঃ** (১১-মাত্রা)

+ ২ ০ ৩ ০

ধে । নক ধেন নক । ধা ত্রক ধেন । নক ধা । গদি গন

১৮. **অষ্টপদী-তাল :** (১৪-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ০ ৫ ৬ ০ ৭
ধাদিন্ । তাদিৎ । ধাধা । ধাদিন্ । তাদিৎ । ধাধা কেটে । ধাদিন্ তাদিৎ । ধাধা । কেটে
৮
। গদি গন

১৯. **অষ্টমঙ্গল-তাল :** (১১-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ধাকি টধা । কিড়ধা । কেট ধা । দিন্ । তা তেট । কত । গদি । গন

২০. **অষ্টমঙ্গল তাল :** (২২-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ধা — কি ট । ত ক । ধু ম কি ট । ত ক । ধেৎ — তা -- । ত ক । ধ দি । গি ন

২১. **আড়াপন্ন/আড়াপঞ্চ তাল :** (১৫-মাত্রা)

+ ২ ০ ৩ ০ ৪ ৫
ধা -ন । ধা দিন্ । তা তেট ধা । দিন্ তা । ধে তা । তেট কত । গদি গন

২২. **আর্যা তাল :** (১৬-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫
ধাগে তিট । ধুম কিট তক তক । ধুম কিট তক । ধুম কিট তক । তিট কত গদি গিন

২৩. **ইকতালী :** (১১-মাত্রা)

+ ২ ৩
ধা ধি ট ধি । ট ধা । ধ দি গ ন তা

২৪. **ইন্দিরা-তাল :** (২৫-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধা । ত্রক ধেন নক । ধেঃ । ধেঃ । ধেন । নক ধেঃ । ধেঃ ধেন । নক । ত্রক । ধিকি টধা
১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭
। -ন । ধা । দিন্ । তা কৎ । ধাগে । তেট কত । গদি গন

২৫. **ইন্দ্রতাল :** (১৫-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫
ধিন ধিন ধা ত্রেকে । ধিন ধিন ধা ত্রেকে । ধিন ধা । ত্রেকে তিন । ধিন ধাগে ত্রেকে

২৬. **ইন্দ্রনীল$_{১}$ বা ধ্রুব তাল ঃ** (১১-মাত্রা)

+ ০ ২ ৩ ৪

ধা । দিন্ তা । ধেৎ তা । দিন্ তিট কিট । ধা কৎ ধা

২৭. **ইন্দ্রলীন তাল ঃ** (১৭ মাত্রা)

+ ০ ২ ৩ ০

ধা ধা ধা । কৎ ধা তা তিট । কিট ধা কত কিট তিট । কত দিন্ তা । তিট ধা

২৮. **উক্ষব তাল ঃ** (১০-মাত্রা)

+ ০ ২ ৩ ৪

ধাগে তিট । তাগে তিট । ধা ত্রিক । কৎ তা । গদি গিন

২৯. **উদয় তাল ঃ** (১২-মাত্রা)

+ ২ ৩

ধা কি ট ধী না । ত ক । তা কি ট ধী না

৩০. **উদীর্ণ তাল ঃ** (১৬-মাত্রা)

+ ২ ৩

ধা — কি ট কি ট ধিন্ । তি ট । তা — কি ট ত ক তিন্

৩১. **উষাকিরণ তাল ঃ** (১৬-মাত্রা)

+ ২ ৩ ০

ধা ত্রিক ধীন্ ত্রিক ধীন্ ধীন্ । ধাগে ত্রিক তিন্ তিন্ । ধাগে ত্রিক ধিন ধাগে । নধা ত্রিক

৩২. **একতাল$_{১}$ বা সদানন্দ ঃ** (৩-মাত্রা)

+

ধা দিন্ তা ।

৩৩. **একতাল$_{২}$ ঃ** (৪-মাত্রা)

+

ধা কিট ধা দিন্ ।

৩৪. **একতাল$_{৩}$ ঃ** (৫-মাত্রা)

+ ০

ধা ধেৎ । তা তির কিট

৩৫. **একতাল$_{৪}$ ঃ** (৭-মাত্রা)

\+ o

ধা তিট ধা । দিন্ তা তিট কত

৩৬. **একতাল$_{৫}$ ঃ** (৯-মাত্রা)

\+ o

ধা তিট ধা দিন্ । তা তা গে ধা দিন্

৩৭. **কুন্তল-তাল ঃ** (১০-মাত্রা)

\+ ২ o ৩ o ৪ o ৫

তিটকত । গদিগন । ধাঘেনে । তিটতিট । গদিগন । ঘেনেনাগ্ । কিটতা । ঘেনেনাগ্

o ৬

। দীঘেনে । ঘেনেনাগ্

৩৮. **কন্দর্প তাল ঃ** (২৪-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ o ৫ o

ধা — । ধা — । তি ট ক তা । গি দি ক ত । তা দী থুন্ না । তি ট ক ত । গ দি গ ন

৩৯. **কপালমষ্ঠিকা-তাল ঃ** (১৫-মাত্রা)

\+ o ২ o ৩ o

ধা এক ধে । তা এক । ধেঃ ধেন নক । ধা দিন্ । তা তেটে । কত গদি গন

৪০. **কপালভৃৎ তাল ঃ** (১০-মাত্রা)

\+ o ২ o ৩

ধা । কিট কিটতক । ধা ধা । তিটকত । ধা ধা তিটকত গদিগিন

৪১. **করালমঞ্চ বা করালমষ্ঠ তাল ঃ** (১০-মাত্রা)

\+ ২ ৩ o

ধা তিট । কিট তক দিন্ তা । কিট কত । গদি গিন

৪২. **করালমঞ্চ ঃ** (৫-মাত্রা)

\+ ২ ৩

ধা । ধিন - । ধা ত্রেকে

৪৩. **করুণা-তাল ঃ** (১৮-মাত্রা)

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪ ০ ৫

ধা ধেন। নক ধেঃ । ধেন নক । ধেন নক । ধা ত্রক । ধে তা । ধেন নক । তেটে কত

৬

। গদি গন

৪৪. **কলদি** (২৫-মাত্রা)

\+ ২ ০

ধী ধী নক ধাগে তির কিট ধীনা । ত্রিক ধাগে তিট ধুম কিট ধা । তি না তা তির

৩ ০

। কৎ তা ধিন্ ধিন্ তিট ধা ত্রিক্ । তিট কৎ

৪৫. **কুম্ভ** ঃ (১১-মাত্রা)

\+ ০ ২ ৩ ০ ৪ ০ ৫ ৬ ৭ ০

ধা । ধিন্ । তক । তিট । ধা । ঘিড় । নক । তিট । কত । গদি । গিন

৪৬. **কুসুমাকর তাল ঃ** (২৭-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩

ধিন্ ধিন্ না । ধা ধা ত্রিক ধিন্ তক থুন্ না । তিন্ তি ট । ধিন্ তক ধুম কিট তক ধিন্

৪ ৫

। তক গদি গিন । তুন্ না কত গদি গিন

৪৭. **কৃষ্ণ তাল ঃ** (২০-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

ধা । — । ধা । — । কি ট ত ক । ধু । ম । কি । ট ত কৎ ধে । — । ধ । দি গ ন

৪৮. **কোকিল তাল ঃ** (৭-মাত্রা) অপর নাম **ত্রিপুট-তাল।**

\+ ২ ৩

ধা দিন্ তা । তিট কত । গদি গিন

৪৯. **কোকিলা তাল ঃ** (১৭-মাত্রা)

\+ ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫

ধা ধিনে । নগ ধে । ঘেনে নগ । ঘেনে নগ । তেনে নগ । তিট কিট । তক গদি

০

। গন ধা দিন

৫০. **কৌশিক তাল :** (১৮-মাত্রা)

\+ ২ ৩

ধা — ত ক ধু ম কি ট । ধেৎ — তা — । ধ দি গ ন । ধদি গন

৫১. **খণ্ডপূর্ণ তাল :** (১৬-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪

ধিন তক ধেৎ তা । তা তিট ধিন নক । গদি কত তিট কিট । ধুম কিট তক গদি গিন

৫২. **গজঝম্পা :** (১৪-মাত্রা)

\+ ২ ০

ধা তেরেকেটে ধিন্ না । ত্রেকে ধিন্ ধিন্ না । তিন্ তিনা

৩

তেরেকেটে । ধিধি ন-তেটে ধিধি না-তেটে

৫৩. **গজলীল, তাল :** (১৭-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪

ধা কিট ধেৎ তা । তা তিট ধিন নক । গদি কত তিট কিট । ধুম কিট তক গদি গিন

৫৪. **গজলীল তাল :** (২৮-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪

ধা কিট ধেৎ তা। তা তিট ধিন্ নগ। গিদি কত ঘেঘে তিট । ধুম কিট গদি গিন

৫

। তিট কত

৫৫. **গজলীল-তাল :** (১৫-মাত্রা)

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪ ০

ধা ধেট । ধেট ধা । — ধেট । ধেট ধা । ধেন নক ধাগে । তেট কত । গদি গন

৫৬. **গজরিশ্চ তাল :** (২০-মাত্রা)

\+ ০ ২ ৩

ধা ধা । তা ধেৎ তক । ধা দিন্ তা ধা । ধা দিন্ তা দিন্ দিন্ তা ত্রিক

০

। তিট কত গদি গিন

৫৭. **গরুড়-তাল ঃ** (৬-মাত্রা)

\+ ০ ২ ৩ ৪ ০

ধা । কিট । ধা । — । গদি । গন

৫৮. **গণেশতাল ঃ** (২০-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ধা - কে টে । ধা । ধিন - ধিন ধিন । ধা । ধিন । ধা ত্রেকে

৭ ৮ ৯ ১০

ত্রেকে থু না । ধিন । ধা । কৎ । ধাগে তেরে কেটে থুনা

৫৯. **গণেশ তাল$_২$ ঃ** (১৮-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ ৫

ধা — ধি ট । ধি ট ধা — । ধা — কি ট । ত ক । ধ দি গি ন

৬০. **গণ্ডকী তাল ঃ** (১৭-মাত্রা)।

\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

দেৎদেৎ । থুন্‌থুন্ । ধাকত দিন্‌তা । কিটতক । দেৎদেৎ । থুন্‌থুন্ । ধাকত । দিৎকা

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

। ক্ড়ান্ ধা । তিরকিট । কতা । থুংগা । গদিগিন । নগদেৎ তিটকত।

৬১. **গারুগী-তাল** (৯-মাত্রা) ঃ

\+ ২ ০ ৩ ৪

ধা ধি । কি ট । ধা কৎ । ধা । তেটেকত গদিগন

৬২. **গারুগী-পঞ্চক তাল ঃ** (১৫-মাত্রা)

২ ৩ ৪ ৫

ধী ধী না তুন্ না কৎ তা । ধুম কিট । তিট কত । ধা ত্বক । ধাদি গিন

৬৩. **গৌরী-তাল ঃ** (২০-মাত্রা)

\+ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০ ৫ ০

ধা ধা । কি ট । ধা দিন্ । তা ধে । ন ন । ক ধা । গে তে । ট কত । তেটে কত । গদি গন

৬৪. **গ্রহ তাল$_১$ ঃ** (৯-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪

ধা দিনদিন্ । তা । তিটকত গদিগিন তাকাথুংগা ধা । তিটকত গদিগিন

৬৫. **গ্রহ তাল১ ঃ** (৯-মাত্রা)

\+ ২

ধী -ন । তা গি ন তি ট কি ট

৬৬. **গ্রহাগ্রহ তাল ঃ** (২০-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ০ ৪ ৫

ধা কি । ট ত কা ধা । ধা ধা কি । ট ধা কি । ট ত ক ধা । তিট কত গদি গিন

৬৭. **ঘট তাল ঃ** (৮-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ধা । — । তি ট । ক । ত । ধেৎ তা

৬৮. **চক্র তাল১ ঃ** (৫-মাত্রা)

\+ ২

ধী -ন । ধ কি ট

৬৯. **চক্র তাল২ ঃ** (৩০-মাত্রা)

\+ ২ ৩

ধা — কি ট ত ক ধু ম । কি ট ত ক । ধা গে তে টে ক ত ত ক তা —

৪

ধ ধি গ ন ধি ন ন ক

৭০. **চঙ্গ তাল / খয়াল্ তাল ঃ** (৮-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩

তা ধিন । নগ ধিন । তা তিন । — ধিন্

৭১. **চচ্চৎপুট-তাল ঃ** (৭-মাত্রা)

\+ ২ ৩

ধাধি ধিৎধিৎ ধিন্না । ধাধিৎ ধিন্না ধাধিৎ । ধিন্না

৭২. **চট তাল ঃ** (১২ -মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

ধা । কি । ট ধ । দি । গ । ন তা । ত । ক । ধদি গন

৭৩. **চতুর তাল ঃ** (১৫-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩ ৪ ৫

ধী না । ধী ধী না । তী না । কৎ তা । ধী ধী না । ধী ধী না

৭৪. **চতুর্পুট তাল ঃ** (৯-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪

ধা ধিন্ তিট । তক কৃধা । কিট ধাগে । তিট কিট

৭৫. **চতুস্রব-তাল** (১৪-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩ ৪

ধা ধি কি । ট ধা গে । দিন্ তা ধা । দিন্ তা কত । গদি গন

৭৬. **চতুস্তাল ঃ** (১০-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪

ধা ধি ট ধি । ট গ । দি ন । দি ন

৭৭. **চন্দ্র তাল ঃ** (১৮-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

তা - ধেৎ ধিন্ । ধা - । ধা - । তিট কত । ধেৎ ধিৰ নক ধেৎ । ধা গে তিটকত গদিগন

৭৮. **চন্দ্রকলা তাল ঃ** (১৫-মাত্রা)।

\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ধা দিন্ । তা দেৎ । দেৎ তিট । কতা থুন্ থুন্ । থুন্ ক্রা -ন । তিট গদি গন

৭৯. **চন্দ্রক্রীড়া তাল ঃ** (৯-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩

ধিন্ না । তিট কত । কত তিন্ না । তিট কত

৮০. **চন্দ্রচৌতাল/চন্দ্র-চারতাল ঃ** (১৩-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪

ধা - ধা তিট । কত ধা তিট কত । ধাগে দিন্ তা । গদি গন

৮১. **চন্দ্রমণি তাল ঃ** (১১-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪

ধিন্ না । তিন্ না তিট । ধী ধী তৃক্ তুনা কিটতক । ধা

৮২. **চন্দ্রাবল তাল ঃ** (১৮-মাত্রা)।

\+ ২ ৩

তা দেৎ থুন্ না কত । তুন্ না গদি গিন তুন্ না । ধা গদি গিন তা দিৎ থুন্ না

৮৩. **চপক-তাল ঃ** (৩-মাত্রা)

\+ ০ ২

ধাধিন্ । তাক্ধা । তিন্তাক

৮৪. **চম্পক-তাল ঃ** (১৪-মাত্রা) [আড়া-চৌতাল দ্রষ্টব্য]

\+ ২ ৩ ৪

ধা এক । ধা দিন্ তা ধা । ধেন নক — ধা । তেট কত গদি গন

৮৫. **চাচপুট তাল ঃ** (৪-মাত্রা)

\+ ২ ৩

তাধিৎ । তাধিৎ থুন্না । তাধিৎ

৮৬. **চিত্র-তাল ঃ** (৯-মাত্রা)

\+ ০ ২ ০

ধা ধেঃ ধেন । নক ধা । তা ধা । গদি গন

৮৭. **চিত্রতাল ঃ** (২-মাত্রা)

\+ ০

ধা । তিটকত

৮৮. **চিত্রতাল$_২$ ঃ** (১৫-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩ ০

ধিন্ না । ধিন্ ধিন্ না । তূ না কৎ তা । তৃক্ ধী না ধী । ধী না

৮৯. **চূড়ামণি তাল$_১$ ঃ** (১৭-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ ৫

ধা ক ত । তুন্ না । ধী ধী না তৃক্ । না ধী ধী না । ধী তৃক্ ধী না

৯০. **চূড়ামণি তাল$_২$ ঃ** (৩২-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ধা গে । ধা গে । দিন্ তা । ধা গে ধি ন ন । ক দিন্ - তা - । ধা গে

৭ ৮ ৯

। ধ দি গ ন । ধি ন ন ধি ন । ন ত কা তা -

৯১. **জগঝম্পা ঃ** (১৫-মাত্রা)

\+ ২ ৩
ধা - ধিন না থুন না ক তা । ধিন ধিন । ধা তেরেকেটে ।
৪
ধিন ত্রেকে ধিনা

৯২. **জগদম্বা-তাল ঃ** (১৯-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩
ধিৎ তা তিট তিট কত । কত গদি গন । ন ক । ধিন্ ধিন্ ধাগে তৃক
৪
। ধা ধুম কিট ধুম কিট

৯৩. **জগপাল-তাল ঃ** (১১-মাত্রা)

\+ ০ ২ ৩ ৪
ধা । কত । ধিন্ তা তা । ধা । ধিন্ তা তিট

৯৪. **জয়মঙ্গ-তাল ঃ** (১৬-মাত্রা)

\+ ০ ২ ০ ৩ ০
ধা - । দিন্ তা । কৎ ধা দিন্ তা । কে ট ধা গে । কেট কত । গদি গন

৯৪. **ঝম্পা ঃ** (১৩-মাত্রা)

\+ ২ ৩
ধিন ধিন না । ধিন ধিন না । ধিন ধিন ধাগে ত্রেকে

৯৫. **ঝপ্-তাল ঃ** (১০-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩
ধা দিন্ । তা তেটে দিন্ । তা তেটে কত । গদি গন

৯৬. **ঝোম্বড়া বা ঝুম্‌রা ঃ** (১৪-মাত্রা)

\+ ২ ০
ধিন্ ধা তিরিকিট । ধিন্ ধিন্ ধাগে তিরিকিট । তিন্ তা তিরিকিট
৩
। ধিন্ ধিন্ ধাগে তিরিকিট

৯৭. **টপ্পা-তাল ঃ** (১৬-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩
ধিন্ -ত ধিন্ তা । ধিন্ -ত ধিন্ তা । কৎ -ত কৎ তা । ধিন্ -ত ধিন্ তা

৯৮. **ঠাকুর-তাল ঃ** (২১-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০ ৫

ধা -গ । ধা গে । দিন্ তা । কৎ ধাগে । দিন্ তা । তেটে কত । ধা গে । ধা দিন্ তা

৬ ৭

। কৎ ধাগে । গদি গন

৯৯. **তাম্রকর্ণী-তাল ঃ** (৯-মাত্রা)

\+ ০ ২ ৩ ৪

ধা । কত । ধিন্ তা তা । ধা । ধিন্ তা তিট

১০০. **তিমির-তাল ঃ** (১৪-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩ ৪

ধা ধেৎ । ধা কত থুন্ থুন্ । না না । ধে । ধে তিট তা তিট কত

১০১. **তুরঙ্গলীলা-তাল ঃ** (১০-মাত্রা)

\+ ২ ৩. ৪

ধা দিন্ তা । ধিন্ ধিন্ তা । তিট কত । গদি গন

১০২. **দামোদর-তাল ঃ** (৯-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩

ধিন্ । তির কিট ধিন্‌ধিন্ । ধিন্ তৃক । ধি ধি না

১০৩. **দাক্ষমণ-তাল ঃ** (২১-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ ৫

ধাগ ধাগ দীন্ কত । ধা দি দীন্ তা । ধগ তিট কত ধাগে । ধাগে ধা । ধা দীন্

০

। তা তিট্ কত্ত গদি গন

১০৪. **দেবগান্ধার-তাল ঃ** (২৩-মাত্রা)

\+ ০ ২ ০ ৩

ধা দিন্ তা ধা । দিন্ তা কিট । ধা ধা দিন্ তা ধা । তিট কত ধা । ধা গে দিন্ তা কিট

৪

। ধা দিন্ তা

১০৫. **দেবধ্বনি-তাল ঃ** (১৭-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪

ধিধি তৃক তুনা কিড় নগ ধা । কত গদি গন । তিট গদি গন । ধুম কিট তক গদি গন

১০৬. **দেবগুণা-তাল ঃ** (১২-মাত্রা)

+ ২ ০ ৩ ৪ ৫

ধা ধিন্ নানা । কত । তা কত । তা । ধা তিট । কতা গদি গন

১০৭. **দোবাহার ঃ** (১৩-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ধিন ধা ত্রেকে । ধিন । ধা । ধিন । ধা কৎ । ধিন । ধা

৮ ৯

। ধিন । ধাগে ত্রেকে ।

১০৮. **দর্পণ- তাল** (৬-মাত্রা)

+ ২ ০

ধা দিন্ । ধা ধা । ধেন নক

১০৯. **দশস্পন্দন-তাল** (১০-মাত্রা)

+ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪

ধা । কিট ধা । দিন্ । তা ধা । কৎ ধা । গদি । গন

১১০. **দ্বিতীয়-মণ্ঠকা তাল ঃ** (১৩-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪

ধা কি ট ধা । দিন্ তা ধা গে । তাগে তেট কত । গদি গন

১১১. **ধনঞ্জয়মণ্ঠ-তাল ঃ** (২৩-মাত্রা)

+ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪ ৫

ধা কি ট । ধি কি ট । ধা গে তে । ট ক ত - । ধা দিন্ । তা । ধা ধেন । নক তেট কত

০

। গদি গন

১১২. **ধ্রুব-তাল ঃ** (১৪-মাত্রা)

+ ০ ২ ৩ ০ ৪

ধা তিট । ধা দিন্ । তা ধা । তিট কিট । দিন্ তা । ধেৎ তিট গদি গন

[২১, ২৩, ২৯ মাত্রারও ধ্রুব-তাল আছে।]

১১৩. **নক্ষত্র-তাল ঃ** (২৭-মাত্রা)

+ ২ ৩ ০ ৪ ৫

ধা কিট তক । ধুম কিট তক । ধে তা ধেঃ । ধেন নক ধেঃ । ধেঃ ধেন নক । ধা কিট ধা

৬ ৭ ০

। দিন্ তা ধা । ধে তা তেট । খত গদি গন

১১৪. **নট-তাল ঃ** (৪-মাত্রা)

+ ২ ৩ ০

ধা । তিট । কত । গদিগন

১১৫. **নটবর-তাল ঃ** (২৭-মাত্রা)

+ ২ ০ ৩ ৪ ৫ ৬

ধা দিন্ । তা তেট দিন্ । তা তেট । কৎ ধেন নক । ধা দিন্ তা । এক ধিকি । টধা -ন

৭ ০ ৮ ৯ ০

। ধা - । দিন্ তা । ধা গে । তেট কত । গদি গন

১১৬ **নন্দন-তাল ঃ** (৫-মাত্রা)

+ ২ ০ ৩ ০

ধাদিন্ । কিটতক্ । তিটকত । গদিগন । তিটকিট

১১৭. **নন্দন-তাল ঃ** (১৬-মাত্রা)

+ ০ ২ ৩ ৪ ০

ধা দিন্ । তা ধে । তা ধা । কিট ধা - । -ত গিন ধাগে । তেট কত গদি গন

১১৮. **নন্দী-তাল ঃ** (২৪-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫

ধা - কৎ ত । তে টে । দি গ । গি দি ক ত । ধি ধি না তৃক্ তা - তুন্ না তৃক্ ধি ধি না

১১৯. **নান্দী-তাল ঃ** (৩২-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫

তা ধিন্ নক ধিন্ । নক ধেৎ । ধেৎ ধিন । নক তক ধিগ নগ । কিট তক ধিন নক

৬ ৭

। তক ধেৎ ধাগে ধিন্ নক ধেৎ ধা - । দিন্ - তা - তিট কত গদি গন

১২০. **নাগঝম্পা-চৌতাল ঃ** (২৭-মাত্রা)

\+ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪

ধা ত্রক । ধেন নক । - ধা । দিন্ তা । ধেঃ ধেঃ । ধেন নক । তেট ধা দিন্ তা

৫ ৬ ৭

। ধেঃ ধেন নক তির । কিট তক তা তেট । কত গদি গন

১২১. **নিশোরুক** (৯-মাত্রা)

\+ ২ ৩

ধিন্ না কিট তক । ধুম কিট তকি টত । কা

১২২. **নিসারু-তাল ঃ** (১০-মাত্রা)

\+ ২

ধা ধি ট ধি ট । ধা তি ট তি ট

১২৩. **নিষ্কারক-তাল ঃ** (২-মাত্রা)

\+ ০

ধাঘেনে । তিটতিট

১২৪. **নিঃসারক-তাল ঃ** (৪-মাত্রা)

\+ ০

ধাধেনে কিটতক্ । গদ্দী ঘিড়নাগ্

১২৫. **নীলকুসুম-তাল ঃ** (১৫-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪

দেৎ দেৎ থুন্ । থুন্ তিট কত । ধা দিৎ থুন্ নানা তিট ধাগে । নাধা তিটকত গদিগন

১২৬. **নীলাম্বুজ-তাল ঃ** (১৩-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ০ ৪

ধা তেৎ । ধা তিট । ধা । ধা থুন্ থুন্ তিট তিট । কত গদি গন

১২৭. **পঞ্চম-তাল ঃ** (১৬-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ ৫

ধা - কি ট । ত ক । ধু ম কি ট । ত ক । ধ দি গি ন

১২৮. **পঞ্চশর-তাল ঃ** (২৩-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩

ধা ধিন্ না ত্র ক । ধি না কৎ তা । ত্রিক্ ধিন্ না ধিন্ না । তিন্ না তিরি কিট

৪ ৫

। তক গদি গন । থুন্ না

১২৯. **পটতাল ঃ** (৮-মাত্রা)

\+ ২

ধা ত্রেকে ধিন না । ধা ধিন ধাগে ত্রেকে

১৩০. **পর্ণতাল ঃ** (১২-মাত্রা) [চৌতাল দ্রষ্টব্য]

১৩১. **পঞ্চমুখী-তাল ঃ** (১৬-মাত্রা)

\+ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪ ৫

ধা কিট । ধা দিন্ । তা কিট । ধা - । কিট ধা । দিন্ তা । তেট কত । গদি গন।

১৩২. **পঞ্চতালী-তাল ঃ** (৯-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩ ৪ ৫

ধা । কিট ধা । দিন্ তা । তেট । কত গদি । গন

১৩৩. **পঞ্চতাল ঃ** (১৩-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩ ৪ ৫

ধা তা ধা । দিন্ তা । কিট ধা । ক তা । তেট কত । গদি গন

১৩৪. **প্রতাপশেখর ঃ** (১৭-মাত্রা)

\+ ০ ২ ০ ৩

ধা কি ট ধা । কি ট ধা । গে তি ট - ধে । তা তেট । কত গদি গন

১৩৫ **প্রতিতাল ঃ** (৮-মাত্রা)

\+ ২ ৩

ধা কিট তক ধুম । কিট তক । গদি গিন

১৩৬. **বিজয়ানন্দ-তাল ঃ** (৬-মাত্রা)

\+ ০ ২ ০ ৩ ০

ধাঘেড়ে । লাংধা । ধেড়েলাং । ঘেড়েলাং । গদ্দী । ঘেড়েলাং

১৩৭. **বিশ্বতাল ঃ** (১৩-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

ধা - । ধিন - । ধা । ধা । ধিন - । ধা । ধা । ধিন । ধাগে ত্রেকে

১৩৮. **বিষ্ণুতাল ঃ** (১৭-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ধা - ধিন না । ধা ত্রেকে । ধা ধা ধিন না । ধা ত্রেকে । ধিন - । ধিন ধাগে ত্রেকে

১৩৯. **বীরপঞ্চ ঃ** (১৬-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪

ধা ত্রেকে ধি না । ধিন না । ধা ত্রেকে । ধি -গ -ধি না

৫ ৬

। ধিন ধিন । ধাগে ত্রেকে

১৪০. **ব্রহ্মতাল$_১$ ঃ** (১৩-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ধা - । ধা । ধিন - । ধা । ধা । ধিন - । ধা । ঘেঘে

৯ ১০

। নাগ । থুন্ -

১৪১. **ব্রহ্মতাল$_২$ ঃ** (২৮-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪

ধা গে দিন তা । তেটে ধা । তেটে ধা দিন তা । ধা দেৎ

৫ ৬ ৭ ৮

। ধাগে তেটে । গদি ঘেনে তা দেৎ । ঘেঘে তেটে । গদি ঘেনে

৯ ১০

। তাগে তেটে । গদি ঘেনে তা দেৎ ।

১৪২. **ব্রহ্মযোগ ঃ** (১৫-মাত্রা)

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

ধিন না । ধিন । ধাগে ত্রেকে । ধিন । ধিন । ধাগে ত্রেকে । ধিন । না । ধিন

১০

। ধাগে ত্রেকে থুন

১৪৩. **মহেশতাল ঃ** (৯-মাত্রা)

+ ২ ৩

ধিন ধিন ধা ত্রেকে । ধিন না । ধিন ধাগে ত্রেকে

১৪৪. **মঞ্জু-তাল ঃ** (৬-মাত্রা)

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪

ধাধা । ধিন্‌না । কৎতিক । থুন্‌না । কিটতক্‌ । গদিগন

১৪৫. **রুদ্রতাল ঃ** (১৬-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ধা - । ধিন না । ত্রেকে । ধিন না । কৎ । ধা ধিন না

৭ ০ ৮ ৯ ১০

। ত্রেকে । ধা । ধিন । না । ত্রেকে

১৪৬. **ললিতা ঃ** (৮-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩

ধাঘেনে নাগ্‌ধিনা । ঘেনেনাগ্‌ ঘেনেনাগ্‌ । ঘেনেঘেনে ঘেনেনাগ্‌ । তিটকত গদিগন

১৪৭. **লঘুশেখর ঃ** (৭-মাত্রা)

\+ ২

ধিন ধিন ধা ত্রেকে । ধিন ধিন না

১৪৮. **লক্ষ্মীতাল ঃ** (১৮-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ধিন । ধা । তেরেকেটে তিন । ধিন । তেে ট । ধাধা তিন

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

। ধাধা । তেরেকেটে । ধিন । ধা । ধিন ধাগে । তেরেকেটে

১৪ ১৫

। ধিন । ধাগে তেরেকেটে

১৪৯. **শঙ্খতাল ঃ** (১০-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ ৫

ধিন । ধিন । ধা ত্রেকে থুন না । ধিন । ধাগে ত্রেকে থুনা

১৫০. **শঙ্করতাল ঃ** (১১-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ধা । ধিন - । ধা । ধা । ধিন - ধা । ঘেনে । নাগ । তেটে

১৫১. **শক্তিতাল ঃ** (১০-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ধা - । ধিন । ধা - । ধিন । ধাগে । ত্রেকে । থুন -

১৫২. **শিখরতাল ঃ** (১৭-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪
ধিন ধা ত্রেকে তিন না । ধিন ধিন ধা ত্রেকে তি না । ক তা । ধিন ধিন ধাগে ত্রেকে

১৫৩. **শ্রীশেখর-তাল ঃ** (১১-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০ ৪ ০
ধাধি । থুন্না । কৎতাকে । থুন্না । তিটকত । গদিগন । কতাকতা । গদিগন । তিটকত
৬ ৭
। গদিগন । তিটকত

১৫৪. **সম্পর্ক-তাল ঃ** (৯-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০ ৬
ধাধিন্ । তাধিৎ । ঘেড়েলাং । ঘেড়েলাং । গদ্দী । ঘেড়েলাং । ধুমাতিট । দিৎদিৎ
০
। ঘেড়েলাং

১৫৫. **সাত্তি-তাল ঃ** (১০-মাত্রা)

\+ ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫ ৬ ৭ ০
ধা । তেটে । কেটে । তুন্না । কেটে । তাক্ । তুন্না । কেটে । গদি । ঘেনে

১৫৬. **হপ্তা-তাল ঃ** (১১-মাত্রা)

\+ ২ ০ ৩
ধিন্ না । ধিন্ ধিন্ ধাগে । তিন্ না । ধিন্ ধিন্ ধাগে তিরকিট

১৫৭. **সুদর্শনতাল ঃ** (২০-মাত্রা)

\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ধা - । ধা গে । ধা ত্রেকে । ধিন না । ধা ত্রেকে । ধিন না । ধিন - ধিন - ধিন
ধিন ধা ত্রেকে

৩ (ক) (i) **হিন্দুস্থানী তাল** (প্রচলিত, অল্প-প্রচলিত, অপ্রচলিত) ঃ-

১. **আড়খেম্‌টা ঃ**

\+ ২ ০ ৩
ধা তেরেকেটে ধিন্ । ধা ধা তিন্ । তা তেরেকেটে ধিন্ । ধা ধা ধিন্

**অথবা**

\+ ২ ০ ৩
ধা -ক্রে ধিন্ । ধা ধা তিন্ । তা -ক্রে ধিন্ । ধা ধা ধিন্

২. **আড়াঠেকা** (মধ্য)

\+ ২ ০ ৩
ধা-ক্রে ধিন্ধা । -ধা তিন্ । তা-ক্রে ধিন্ধা । -ধা ধিন্

**অথবা**

\+ ২ ০ ৩
ঘে ধাগে । -গে তা । কৎ-কে তাগে । -ঘে ধা

**অথবা**

\+ ২ ০ ৩
ধিন ধা--গে । ধাধিন্ না-- ক্রে । তিন্ তা--ক্রে । নাধিন্ ধা--ক্রে

৩. **আড়াচৌতাল** (মধ্য) ঃ

\+ ২ ৩
ধা গে । ধা গে দিন্ তা । কৎ তাগে দিন তা
৪
। তেটে কতা গদি ঘেনে

৪. **আড়াচৌতাল** (দ্রুত) ঃ

\+ ২ ৩ ৪
ধা । ধা দিন্তা । কৎতা দিন্তা । তেটেকতা গদিঘেনে

**অথবা**

\+ ২ ০ ৩
ধা গে । ধা গে । দিন্ তা । কৎ তাগে
০ ৪ ০
। দিন্ তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে

৫. **আদ্ধা** ঃ

\+ ২ ০ ৩
ধাধিন্ -ধা । নাধিন্ -ধা । নাতিন্ -তা । নাধিন্ -ধা

৬. **আদ্ধা-কাওয়ালী** ঃ

\+ ২ ০ ৩
ধেন্ধে -ন্তা । তাধে -ন্তা । নাতে -ন্তা । তাধে -ন্তা

৭. **ইক্ওয়াই** ঃ

+ ২ ০ ৩
তা ঘেঘে । তাঘে -ঘে । তা কেকে । তাঘে -ঘে

৯. **একতাল** (দ্রুত) ঃ

+ ২ ০ ৩
ধি না ধা । গে তু না । তে টে ধা । গে তু না

**অথবা**

+ ২ ৩
ধিনি ধাগ্ । তুনা তেটে । ধাগ্ তুনা

**অথবা**

+ ২ ৩
ধিন ধিন্ না না । ধি না তাগি তেরেকেটে । ধাগি তেরেকেটে ধি না

১০. **একতাল** (মধ্য) ঃ

+ ০ ২ ০
ধিন্ ধিন্ ধা । ধাগে তুন্ না । কৎ তে ধাগে । তেরেকেটে ধিন্ না

১১. **একতাল** (বিলম্বিত) ঃ

+ ০
ধিন -ত্রেটে ধিন্ -ত্রেটে । ধা ঘেঘে তেরে কেটে
২ ০
। তিন -কেটে না না-নানা । দেৎ দেৎদেৎ তা -ত্রেটে
৩ ৪
। ধা ঘেঘে তেরে কেটে । ধিন্ -ত্রেটে ধা ধা-ধাধা

১২. **একতাল** (অতি বিলম্বিত) ঃ

+
ধিন্ -ক্রে ধেৎ ধেৎ-তেটে ধিন্ -ক্রে ধেৎ ধেৎ-তেটে
০
। ধা -ত্রেটে ধা-ক্রে ধা-ঘেঘে তে রে কে টে
২
। তিন্-ক্রে তেৎ তেৎ তেৎ-তেটে না -ত্রেটে না না-নানা
০
। দেৎ — দেৎ দেৎদেৎ তা -ক্রে তেৎ তেৎ-তেটে
৩
। ধা -ত্রেটে ধা—ক্রে ধা-ঘেঘে তে রে কে টে
৪
। ধিন্ -ক্রে ধেৎ ধেৎ-তেটে ধা -ত্রেটে ধা ধা-ধাধা

১৩. **কাওয়ালী**

+ ২
ধি ধি ধা তি । তাগ্ ধি তাক্ তাক্

১৪. **কাশ্মীরী খেমটা অথবা ভরতঙ্গা ঃ**

+ ০
ধিগ্ — না । ধা তি না

১৫. **কাহারবা ঃ**

+
ধাগ্ ধাতি নাগ্ ধিন্ ।

১৬. **কৈদ ঃ**

+ ০
ধাগে ধা দিন্ ।তা ধেন নক

১৭. **কৈদ ফরোদস্ত্ ঃ**

+ ০ ২ ৩ ৪
ধিন্ তা কত । তিন্ তা তিরকিট্ । ধিন্ তা । কৎ তা ।তিরকিট্ তুনা
৫ ৬
। ধীধী নগ ধীধী । নগ ধী ধিন্‌তা কত

১৮. **খয়রা ঃ**

+ ২ ০ ৩
ধেনে ধেনে । ধাগে । ধাধ । তেনে তাগে

১৯. **খাম্‌সা ঃ**

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ০
ধাধা ধিন্‌ধা । কৎধাগে । ধিন্‌ধা ।তিরকিট ।তুনা ।কৎধাগে ।নধাগেন

২০. **খেম্‌টা ঃ**

+ ২ ০ ৩
ধা তে টে । না ধি না । তে টে ধি । না ধি না

২১. **গজঝম্পা ঃ**

+ ২ ০ ৩
ধা ত্রক ধেন নক । ধে ধে ধেন নক । ধে ধেন নক তেট । কত গদি গন

২২. **চৌতাল (দ্রুত) ঃ**

+ ০ ২ ০ ৩ ৪
ধা । দিন্‌তা । কৎতা । দিনতা । তেটেকতা । গদিঘেনে

অথবা

+ ২ ৩ ৪
ধা দিন্‌তা । কৎতা দিন্‌তা । তেটেকতা । গদিঘেনে

২৩. **চৌতাল** (মধ্য) ঃ

+ ০ ২ ০
ধা ধা । দিন্ তা । কৎ তাগে । দিন্ তা
৩ ৪
। তেটে কতা । গদি ঘেনে

২৪. **চৌতাল** (বিলম্বিত) ঃ

+ ০ ২
ধা গে ধা গে । দিন তা ক তা । কৎ তে ধা গে
০ ৩ ৪
। দিন্ তা ক তা । তেটে তেটে ধাগে তেটে । তেটে কতা গদি ঘেনে

২৫. **ছেপ্‌কা, ছপ্‌কা ঃ**

+ ০
ধাগ্ তেটে নাগ্ ধিন । তাগ্ তেটে নাগ্ ধিন

**অথবা**

+ ২ ০ ৩
ধিন্ তাধিন্ । -তিন্ নাগ্ । তিন্ তাতিন্ । -তিন্ তাক্

২৬. **ঝুলুম ঃ**

+ ২ ০ ৩
ধাক্রে ধে । ধাগেনা । তাক্রে । তে তাকেনা

২৭. **ঝাঁপতাল** (দ্রুত) ঃ

+ ২ ০ ৩
ধি না । ধি ধি না । তি না । ধি ধি না

২৮. **ঝাঁপতাল** (মধ্য) ঃ

+ ২ ০ ৩
ধা দেৎ । ধা দিন্ তা । কেটে তাগে । ধা দিন্ তা

২৯. **ঝাঁপতাল** (বিলম্বিত) ঃ

+ ২ ০
ধিন্ — নাগে ত্রেটে । ধিন্ -ক্রে ধিন্ — নাগে ত্রেটে । তিন্
৩
— নাগে ত্রেটে । ধিন্ -ক্রে ধিন্ — নাগে ত্রেটে

৩০. **ঠুংরী**

+ ০
ধা ধিন্ নাগে তেটে । ধা থুন নানা তেটে

৩১. **তিনতাল** (বিলম্বিত) ঃ

\+ ২
ধা -ক্রে ধিন্ -ক্রে ধিন্ — ধা গে । ধেৎ — ধা গে

০
তেরে কেটে তিন — । না -ক্রে তিন্ -ক্রে তিন্

৩
— না না । কৎ — ধা গে তেরে কেটে ধিন্ —

**অথবা**

\+ ২
ধা — তেরে কেটে ধিন — ধা তে । ধাগে ত্রেটে ধিন্ -ক্রে ধিন্— ধা তে

০ ৩
। নাগে ত্রেটে তিন্ -ক্রে তিন্ — তা তে । নাগে তেরেকেটে ধিন্ -ক্রে ধিন—
ধা তে

৩২. **ত্রিতাল** (মধ্য) ঃ

\+ ২ ৩
ধা ধিন্-ক্রে ধিন্ ধা । না ধিন্-ক্রে ধিন্ ধা । না তিন্-ত্রে

৩
তিন্ তা । না ধিন্-ক্রে ধিন্ ধা

**অথবা**

\+ ২ ০ ৩
ধা ধিন্ ধিন্ ধা । ধা ধিন্ ধিন্ ধা । ধা তিন্ তিন্ তা । তা ধিন্ ধিন্ ধা

৩৩. **ত্রিতাল** (দ্রুত) ঃ

\+ ২ ০ ৩
ধাধি ধিনা । নাধি ধিনা । নাতি তিনা । নাধি ধিনা

৩৪. **তিলুআড়া** (মধ্য)

\+ ২
ধা তেরেকেটে ধিন্ -ধিন্ধিন্ । ধা ধাগে তিন্ তিন্

০ ৩
। না তেরেকেটে ধিন্ -ধিন্ধিন্ । ধা ধাগে ধিন্ ধিন্

৩৫. **তেওট্ (মধ্য) :**

+ ২ ০

ধিন্ ধা তেরেকেটে। ধিন্‌ধিন্ ধাগে তেরেকেটে । তিন্ তা তেরেকেটে

৩

। ধিন্ ধিন্ ধাগে তেরেকেটে

৩৬. **তেওট (বিলম্বিত) :**

+ ২

ধিন্ -ত্রেটে ধা -ঘে- তেরে কেটে। ধিন্ -ত্রেটে ধিন্ -ত্রেটে

০

ধা ঘেঘে তেরে কেটে। তিন্ -ত্রেটে তা -কে-

৩

তেরে কেটে। ধিন্ -ত্রেটে ধিন্ -ত্রেটে ধা ঘেঘে তেরে কেটে

৩৭. **তেওরা :**

+ ২ ৩

ধা গেনে নাগ্ । গদ্ দি । ঘেনে নাগ্

**অথবা**

+ ২ ৩

ধা দিন্ তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে

**অথবা**

+ ২ ৩

ধি ধি না । ধি না । ধি নানা

৩৮. **দাদ্‌রা :**

+ ০

ধা ধি না । না তি না

৩৯. **দীপচন্দী, দ্বীপচণ্ডী, চাঁচর, অথবা যৎ :**

+ ২ ০ ৩

ধা ধিন্ —। ধা ধা তিন্ — । না তিন্ — । ধা ধা ধিন্ —

৪০. **ধমার :**

+ ০ ২ ০ ৩

ক ধে টে। ধে টে। ধা —। গ দি নে । দি নে তা —

অথবা

\+ ২ ০ ৩

ক ধে টে ধে টে । ধা — । গ দি নে । দি নে তা —

অথবা

\+ ২ ৩

ক ধে টে ধে টে । ধা — গ দি নে । দি নে তা —

৪১. **পাঞ্জাবী ধামার ঃ**

\+ ২

তা ধিন -ক্রে । ধিন ধিন ধাগে তেরেকেটে

০ ৩

। ধিনা -তা -ক । তা তেরেকেটে তা তেরেকটে

৪২. **ধুমালী**

\+ ২ ০ ৩

ধা ধিন্ । ধা তিন্ । তাক্ ধিন্ । ধাগে তেরেকেটে

অথবা

\+ ২ ৩ ৪

ধা । ধি । না তি । ত্রেকে ধিন্ না

৪৩. **পোস্ত ঃ**

\+ ২

তিন্ — তাক্ । ধিন্ — ধা গে

অথবা

\+ ০

তিন্ তাক্ । ধিন্ ধা গে

৪৪. **ফরোদস্ত্** (মধ্য) **ঃ**

\+ ২ ৩ ৪ ৫

ধিন্ ধিন্ ধা ত্রেকে । তু না ক তা। ধাত্রে কেধি । নাক্ ধাত্রে । কেধি নাক্

৪৫. **মধ্যমান ঃ**

\+ ২ ০ ৩

ঘি- -ধা -গি ধা- । ঘি- -ধা -গি ধা- । ঘি- -তা -কি তা- । কি- -ধা -গি ধা

৪৬. **যৎ** (মধ্য)

\+ ২ ০ ৩

ধা ধিন্ । ধাধা তিন্ । না তিন । ধাধা ধিন্

৪৭. **যৎ (বিলম্বিত) ঃ**

\+ ২ ০

ধা -ত্রেটে ধিন্ -ক্রে । ধা ধা-ধাধা তিন্ -ত্রেটে । না -ত্রেটে তিন্ -ক্রে

৩

। ধা ধা-ধাধা ধিন্ তেরেকেটে

৪৮. **রূপক**

০ ২ ৩

তিন্ তিন্ না । ধিন্ ধিন্ । ধাগে তেরেকেটে

**অথবা**

০ ২ ৩

তিন্ তিন্ না । ধিন্‌ধিন্ ধাতেরেকেটে । ধিন্‌ধিন্ ধাতেরেকেটে

৪৯. **লক্ষ্নৌ ঠুংরী ঃ**

\+ ২ ০ ৩

ধিন্‌ধিন্ ধাধা । ধিন্‌ধিন্ ধাধা । দিন্‌দিন্ তাতা । তেনেকেনে নাগ্‌ধিন্

৫০. **অথমঞ্জরী সওয়ারী ঃ**

\+ ২ ০ ৩ ৪

ধা তেরেকেটে । ধিন্ ধা । তা তেরেকেটে । ধিন্ ধা । ধাগে

০ ৫ ০

তেরেকেটে । তিন্ না । ধাগে তেরেকেটে । থুন্ নানা

৫১. **কয়েদ সওয়ারী ঃ**

\+ ০ ২ ৩

ধি না কতা । তি না তিরিকিট । ধিন্‌তিরিকিট ধিনা । ধা ধিন্ ধাগে নাগে

৪ ৫

। তিতিরিকিট তিনা তিনা তিনা । কত্তা ধিধি নাধি ধিনা

৫২. **কাওয়াল সওয়ারী ঃ**

\+ ২ ৩ ৪

ধিন্ ধা তিরিকিট । ধেধে নাগ্ । ধেধে নাগ্ । তাগে নেতা গেনে

৫ ০

। তিন্ তিন্ । তাগে তিরিকিট

৫৩. **কুর্ক সওয়ারী ঃ**

\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

ক ধে । টে । ধা । — । ধে টে ধা । - । তে । টে । ক

১০ ১১ ১২ ০

। তা গে । দি । গে । নে

৫৪. **চতুর্থ সওয়ারী ঃ**

\+ ২ ৩
ধিনতিরিকিট ধিনা । ধা ধিন্ ধাগে নাগে । তিন্তিরিকিট তিনা তিনাতা তিনা
৪
। কৎতা ধিধি নাধি ধিনা

৫৫. **জেনানী সওয়ারী**

\+ ২ ৩ ৪ ৫
ধিন্ ধা । ধিন্ ধিন্ । ধা ধিন্ । ধিন্ ধা । ধিন্ ধিন্ না
৬
। ধাগে তেরেকেটে । থুন্ না

৫৬. **তৃতীয়, তাসেকে সওয়ারী ঃ**

\+ ২ ৩ ০
ধিন্ ধা তিরি কিট । ধিন্ ধা তিরি কিট । ধিন্ ধা । তি না তি না

৫৭. **পঞ্চম সওয়ারী** (বিলম্বিত) ঃ

\+ ০ ২ ০
ধা গে ধা গে । দিন্ তা ক তা । তেটে ধা তেটে ধা । দিন্ তা ক তা
৩ ০ ৪ ০
। ধা দেৎ ধাগে তেটে । গদি ঘেনে তা — । দিন্ তা কে । দিন্ তা কে

৫৮. **পঞ্চম সওয়ারী** (মধ্য) ঃ

\+ ২ ৩
ধি-তেরে কেটেধি- না তিন্ । ধিধি নাধি ধিনা তিন্ । ধিনা ত্রেকেথুনা
৪ ৫
কেড়েনাক্ তেৎতা । ধাধি না । ধি ধিনা

৫৯. **বসারী সওয়ারী বা বস্কে সওয়ারী ঃ**

\+ ০ ২ ০
ধিন্ ধা । ধিন্ ধিন্ । ধা ধিন্ধিন্ । ধাধিন্ ধিনধা
৩ ০ ৪ ০
। তিতেরেকেটে তিনা । তিনা তিনা । কৎতা ধিন্ধিন্ । ধাধিন ধিন্না

৬০. **সুরফাঁক ঃ**

\+ ২ ৩
ধা ঘেনে নাগ্ ধি । ঘেনে নাগ্ । গদ্ দি ঘেনে নাগ্

অথবা

+ ০ ২ ৩ ০

ধা ধা । দিন্ তা । কেটে ধা । তেটে কতা । গদি ঘেনে

৬১. **সুরফাঁক** (মধ্য) ঃ

+ ২ ৩

ধিন্ — নাগে তেটে । ধিন্ না । ধিন্ ধিন্ ধাগে তেরেকেটে

৬২. **সেতারখানি ঃ**

+ ২ ০ ৩

ধা-ধিন্ -ধা- । না-ধিন্ -ধা- । না-তিন্ -তা- । না-ধিন্ -ধা-

৩ (ii) **কীর্তনাঙ্গ-তাল ঃ-** [+ = সম-চিহ্ন। o = কাল-চিহ্ন। O = কোস-চিহ্ন। ১, ২, ৩ ইত্যাদি (কীর্তনাঙ্গ তালের মাত্রা সাধারণত 'মধ্যম' গতি অনুসারে বলা হয়) ঘাত-চিহ্ন.

**বড় দশকোশী** ।। (২৮-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

+ o O o O o O o ২ o O o

ঝাখি তাখি ঝাখি ঝাখি তাখি ঝাখি ঝাখি ঝাখি । ঝাখি তাখি ঝাখি ঝাখি

O o O o ৩ o O o ৪ o O o

তাখি ঝাতা ঝাঝা ঝাঝা । ঝাতা তাতা খিখি গুরুগুরুগুরুগুরু । ঝাখি তা তিন দা

O o O o

তিন দা খিখি তাখি ।

**লঘু-লওয়া**

+ o O o O o O o ২ o O o O o O o

তা — তিন দা তিন দা খিখি তাখি । তা — তিন দা তিন দা খিখি তাখি

৩ o O o ৪ o O o O o O o

। তাতা তাতা খিখি গুরুগুরুগুরুগুরু । তা — তিন দা তিন দা খিখি তাখি

২. **মধ্যম দশকোশী**।। (১৪ মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ৩ ০ ৪ ০ ০ ০

ঝিনা কঝি নাক ঝিনা । ঝা কঝি নাক ঝিনা । ঝা গুরুগুরুগুরুগুরু । জাখি না তেটে তেটে

**লঘু লওয়া**

+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ৩ ০ ৪ ০ ০ ০

তা-উরু তাখি নিতা খেটা । তা-উরু তাখি নিতা খেটা । তা খুরুখুরুখুরুখুরু । তাৎ তা খে টা

: **ছোট দশকোশী** ।। (৭-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

+ ০ ২ ০ ৩ ৪ ০

ঝা- - ঝি নাকঝিনি । ঝা- - ঝি নাকঝিনি । ঝা-গুরুগুরু । জাঘিনাক তেটেতেটে

**লঘু-লওয়া**

+ ০ ২ ০ ৩ ৪ ০

তা - - থি নাকথিনি । তা - - থি নাকথিনি । তা-গুরুগুরু । তাৎতা খিখি

৪ **টানা দশকোশী** ।। (১৪-মাত্রা)

+ ০ ০ ০ ২ ০

তেটেখিটিনাকধা- খিখিতা- তেটেতা- তেটেতা । তেটেখিটিনাকধা- খিখিতা-

০ ০ ৩ ০ ৪ ০ ০ ০

খিউরুঝাঝি -জাঝি- । ঝা-খি খি -গুরুগুরু । জাখি তেটেতা- গেদাগেদা গেদাঘি-

৫. **বড় তেওট** ।। (১৪-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

+ ০ ০ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ৩ ০ ০ ০

ঝা খি ঝা খি — গুরু গুরুগুরুগুরু । ঝা খি ঝিন্ নাক্ । দিগি দাঘি নেতা খেটা

**লঘু-লওয়া**

+ ০ ০ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ৩ ০ ০ ০

তা — তা — — গুরুগুরুগুরু । তাৎ তেটে তেটে খিটি । নাক দাধে ইদা ধেই

৬. **ছোট তেওট** ।। (৭-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

\+ ০ ০ ২ ০ ৩ ০

ঝা ঝা — । দিঘি দাঘি । নেতা খেটা

**লঘু-লওয়া**

\+ ০ ০ ২ ০ ৩ ০

তা তা — । তেটে তাখি । নেদা গেদা

৭. **ডাঁসপাহিড়া বা দাসপ্যারী** ।। (৮-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

\+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

ঝা দাঘি নেদা ঘি-গুরুগুরু । দিগি দাঘি নেতা খেটা

**লঘু-লওয়া**

\+ ০ ০ ০ ২ ০০ ০

তা-গুরুগুরু তাখি তেটে খিটি । তা খি খি গুরুগুরুগুরুগুরু

৮. **ছোট ডাঁসপাহিড়া বা দাসপ্যারী** ।। (৮-মাত্রা)

**লওয়া**

\+ ০ ২ ০

দাঘি নেতা । নাগ দিদ্দা

**এক-আবর্তনে লওয়া** (৮-মাত্রা)

\+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

ঝিনি তা তেটে তা । খি-গুরুগুরু দাঘি নেদা গেদা

৯. **বড় দোঠুকী** ।। (১৪-মাত্রা)

**গুরু লওয়া**

\+ ০ ২ ০ ০ ০ ০ ০

ঝা গে দা । ঝা — ঝা — । ঝা গে দা । ঝা — গুরুগুরু গুরুগুরু

**লঘু লওয়া**

\+ ০ ২ ০ ০ ০ ০ ০

ঝা তে টে । তা — তে টে । তা খি টি । তা — গুরুগুরু গুরুগুরু

১০. **ছোট দোঠুকী** ।। (১৪-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

\+ ২ ০ ০ ০ ০

ধেই — — ।তা — ধেই — ।তা — গ্ ।দি — দ্দা -

**লঘু-লওয়া**

\+ ২ ০ ০ ০ ০

ধেই — — ।তাৎ — তা — ।তা গুরু গুরু ।তাৎ — তা —

**এক-আবর্তনে লওয়া** (১৪-মাত্রা)

\+ ০ ২ ০ ০ ০ ০ ০

ঝা খি তা ।ঝিন — তা — ।তা গুরুগুরু গুরুগুরু ।তাৎ — তা —

১১. **একতালী** ।। (১৪-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

\+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

ঝা — ঝি নি জা ঝি নি ।তা — ঝি নি জা ঝি নি

**লঘু-লওয়া**

\+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

ঝা — তি নি তা খি টি ।তা — খি — খি গুরুগুরু গুরুগুরু

**এক-আবর্তনে লওয়া** (১৪-মাত্রা)

\+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

ধিন — তা — তা খি — ।তা — ধে না দা ধে না

১২. **ছোট লোফা** ।। (৬-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

\+ ০ ০ ০

ঝা গে দা । দা ঘি না

**লঘু-লওয়া**

\+ ০ ০ ০

তা ক তে । তা খি টি

১৩. **বড় লোফা** ।। (১২-মাত্রা)

**এক-আবর্তনে লওয়া**

+ ০ ০ ২ ০ ০ O ০ ০ ৩ ০ ০

দি দ্দা ঝি । নাক তেটে তেটে । খে টা ঝা । তা গুরুগুরু গুরুগুরু

১৪ **চঞ্চুপুট** ।। (৮-মাত্রা)

**লওয়া**

+ O ২ ০

দা ঘি নি তা । — ধি ধা গুরুগুরু

১৫. **বড় আড়তাল** ।। (২০-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

+ ০ O ০ O ০ O ০ ২ ০ O ০ ৩ ০ O ০ O ০ O ০

ঝেন দা ঝা ঝা তা ঝা ঝা ঝা । ধেই আ তা গুরুগুরু । ঝা তা ঝা ঝা তি নি খি টি

**লঘু-লওয়া**

+ ০ O ০ O ০ O ০ ২ ০ O ০ ৩ ০ O ০ O ০ O ০

তা — তি নি তিন দা খি টি । তেই আ তা গুরুগুরু । তা — তি নি তিন দা খি টি

১৬. **ছোট আড়তাল** ।। (১০-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

+ ০ O ০ ২ O ৩ ০ O ০

ঝা -ঝি নাক ঝিনি । ঝা গুরুগুরু । জাঘি নাক কেটে তেটে

**লঘু-লওয়া**

+ ০ O ০ ২ O ৩ ০ O ০

তা -খি নাক থিনি । তা গুরুগুরু । তাৎ তা খি খি

১৭. **বড় রূপক** ।। (১২-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

+ ০ O ০ ২ ০ O ০ O ০ O ০

ঝা গুরুগুরুগুরুগুরু ঝা ঝা । ঝা — তিন দা তিন দা খিখি তাখি

**লঘু-লওয়া**

+ ০ O ০ ২ ০ O ০ O ০ O ০

তা গুরুগুরুগুরুগুরু তা তা । তা — তিন দা তিন দা খিখি তাখি

১৮. **ছোট রূপক** ।। (৬-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

\+ ২ ০
ধো খিটি । নাক ঝিনি ধেই আ

**লঘু-লওয়া**

\+ ২ ০
তিনি খিটি । নাক থিনি থেই আ

১৯. **তেওরা** ।। (৭-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

\+ ২ ৩
ঝা ঝিন্ না । গুরুগুরু ঝিনি । ঝিন্ না

**লগু-লওয়া**

\+ ২ ৩
তা তিন না । তেটে খেটে । খেটা তাক

২০. **ঝাঁপতাল** ।। (১০-মাত্রা)

**লওয়া**

\+ ২ ০ ৩
ঝে নে । ঝা গে না । তে নে । তা খি টি

২১. **ঝাঁতি** ।। (৮-মাত্রা)

**লওয়া**

\+ ০ ২ ০
ধিন -তা — খি । — ধা গে ধা

২২. **ধরা-তাল** ।। (১৬-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

\+ ০ O ০ ২ ০ O ০ ৩ ০ O ০ ৪ ০ O ০
ঝা খি — গুরুগুরু । ঝা — ঝা — । ঝি নি তা খি । তা — খি খি

**লঘু-লওয়া**

\+ ০ O ০ ২ ০ O ০ ৩ ০ O ০ ৪ ০ O ০
ঝা খি — গুরুগুরু । তা — তা — । খি খি তা খি । তা — খি খি

২৩. **কাটাধরা** ।। (১৬-মাত্রা)

**লওয়া**

+ o O o ২ o O o ৩ o O o

ঝেন দাগ গেদা ঝিনি । তা -উরুঝি- নাক ঝিনি । — তেটে তেটে তেটে

৪ O o

। তা খিখি — গুরুগুরুগুরুগুরু

২৪. **শশীশেখর** ।। (৪৪-মাত্রা)

**লওয়া**

+ o O o O o O o ২ o O o O o O o

ঝা তা ঝা ঝা তা ঝা ঝা ঝা । ঝা তা ঝা ঝা তা ঝা ঝা ঝা

৩ o O o ৪ o O o O o O o ৫ o O o

। ধেই আ গুরুগুরু গুরুগুরু । ঝা — তি নি তিন দা খি টি । তা — তি নি

O o O o ৬ o O o O o O o

তিন দা খি টি । তা — তা — তা — খিখি তাখি

২৫. **বীরবিক্রম** ।। (৩৬-মাত্রা)

**লওয়া**

+ o O o O o O o ২ o O o O o O o

ঝা তা ঝা ঝা তা ঝা ঝা ঝা । ঝা তা ঝা ঝা তা ঝা ঝা ঝা

৩ o O o O o O o ৪ o O o ৫ O

। ঝা — ঝা — ঝেন্ দা খি টি । ঝাতা তাতা — গুরুগুরু । ঝাখি তা

O o O o O o

তি নি তেন্ দা খি টি

২৬. **ইন্দ্রভাষ** ।। (২৬-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

+ o O o ২ o O o ৩ o ৪ o O o

ঝেন জাঝে নেজা ঝেনা । ঝা ঝা দিদ্দা ঝেনা । ঝাখি গুরুগুরু । জাখি না দিদ্দা ঝেনা

৫ o ৬ o O o ৭ o ৮ o O o

। ঝাখি গুরুগুরু । জাঝি না দিদ্দা ঝেনা । ঝাখি গুরুগুরু । জাঘি না তেটে খিটি

লঘু-লওয়া

+ ০ O ০ ২ ০ O ০ ৩ ০

তা-গুরুগুরু তাখি নেতা খিটি । তা-গুরুগুরু তাখি নেতা খিটি । তাখি গুরুগুরু

৪ ০ O ০ ৫ ০ ৬ ০ O ০ ৭ ০

। তাৎ তা তেটে তেটে । তাখি গুরুগুরু । তাৎ তা তেটে তেটে । তাখি গুরুগুরু

৮ ০ O ০

। তাৎ তা খিখি তাখি

২৭. **বিষম-পঞ্চম** ।। (৩২-মাত্রা)

গুরু-লওয়া

+ ০ O ০ ২ ০ O ০ O ০ O ০ ৩ ০ O ০ O ০ O ০

তা তা গুরুগুরু ঝিনি । ঝা তা ঝা ঝা তা ঝা ঝা ঝা । ঝেন্ দা ঝা ঝা তা ঝা ঝা ঝা

৪ ০ O ০ ৫ ০ O ০ O ০ O ০

। ধেই আ গুরুগুরু ঝিনি । ঝা — তি নি তেন্ দা খি টি

লঘু-লওয়া

+ ০ O ০ ২ ০ O ০ O ০ O ০ ৩ ০ O ০ O ০

তাতা তাতা খিখি গুরুগুরু । তা — তি নি তেন্ দা খিখি তাখি । তা — তি নি তেন্ দা

O ০ ৪ ০ O ০ ৫ ০ O ০ O ০ O ০

খিখি তাখি । তাতা তাতা — গুরুগুরু । তা — তি নি তেন্ দা খিখি তাখি

২৮. **গঞ্জন** ।। (৩২-মাত্রা)

গুরু-লওয়া

+ ০ O ০ O ০ O ০ ২ ০ O ০ O ০ O ০

ঘে না গে ঘে না গে ঘে না । ঘে না গে ঘে না গে ঘে না

৩ ০ O ০ O ০ O ০ ৪ ০ O ০ O ০ O ০

। ঝা — ঝা — তি নি তা খি । তা — তি নি তেন্ দা খি টি

লঘু-লওয়া

+ ০ O ০ O ০ O ০ ২ ০ O ০ O ০ O ০

তা — তি নি তেন্ দা খি টি । তা — তি নি তেন্ দা খি টি

৩ ০ O ০ O ০ O ০ ৪ ০ O ০ O ০ O ০

। তা — তা -গুরুগুরু তি নি খি টি । তা — তা — খি খি গুরুগুরু গুরুগুরু

২৯. **দোজ** ।। (১২-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

+ ০ O ০ ২ ০ O ০ ৩ ০ O ০

ঝা ঝিনি ঝা ঝা । ঝা — খিটি তাখি । তা — — গুরুগুরু

**লঘু-লওয়া**

+ ০ O ০ ২ ০ O ০ ৩ ০ O ০

তা তিনি তা তা । — — খিটি তাখি । তা — — গুরুগুরু

৩০. **নন্দন** ।। (৮-মাত্রা)

**লওয়া**

+ O ২ O

গেদ্দা -ঘি নেদা ঘি । গেদ্দা -গি নেতা খি

৩১. **ঝুঝ্ঝুটি বা ঝুর্ঝটি** ।। (৬-মাত্রা)

**লওয়া**

+ O

। — — ঝি না গুরু গুরু ।

৩২. **মদন-দোলা** ।। (২২-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

+ O ২ O O O ৩ O O O ৪ O

ঝাখি গুরুগুরুগুরুগুরু । জাঘি না দিদ্দা ঝেনা । ঝাঁ ঝা দিদ্দা দিদ্দা । ঝা গুরুগুরুগুরুগুরু

৫ O O O ৬ O ৭ O O O

জাঘি না দিদ্দা ঝেনা । ঝা গুরুগুরুগুরুগুরু । জাঘি না তেটে খিটি

**লঘু-লওয়া**

+ O ২ O O O ৩ O O O

তাখি গুরুগুরুগুরুগুরু । তাৎ তা তেটে তেটে । তা-গুরুগুরু তাখি তেটে খিটি

৪ O ৫ O O O ৬ O ৭ O O O

তা গুরুগুরুগুরুগুরু । তাৎ তা তেটে খিটি । তা গুরুগুরুগুরুগুরু । তাৎ তা খি খি

৩৩. **ছুটা** ।। (৮-মাত্রা)

**লওয়া**

+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

ধেইআ -ধেই -ধেই তেটেতেটে । তা তেটো- খি-গুরুগুরু দিৎদিৎ

৩৪. **বদসী অষ্টতাল** ।। (৫৮-মাত্রা এবং ৮টি তালের সমাহার)

**লওয়া**

+ ০ ২ ৩ ০

(আড়) ঃ ধো দিত্তা । ধোগা । তি — [৫-মাত্রা]

+ ০ ২ ০ ৩ ০

(দোজ) ঃ ধো-গুরুগুরু ধোগা । তিৎ-ঝা তিনিনাও । তিনিনাও — [৬-মাত্রা]

+ ২ ০ ৩ ০

(যতি) ঃ ধোধো । তাধো দেতাখেটা । গুরুগুরুধোগা তিনিনাও [৫-মাত্রা]

+ ০ ২ ০ ৩ ৪ ০ ৫

(শশীশেখর) ঃ ধো দিত্তা । গুরুগুরুধো- দিত্তা । ধোধো । তাধো দেতাখেটা । গুরুগুরুধোগা

০ ৬ ০

তিনিনাও । তিনিনাও — [১১-মাত্রা]

+ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০

(গঞ্জন) ঃ ধো-গুরুগুরু ধোগা । তিৎঝা নাওগুরুগুরু । তিৎঝা তাতাতিনি । তা — [৮-মাত্রা]

+ ২ ০ ৩ ০ ৪ ৫ ০

(বিষম-পঞ্চম) ঃ ধোধো । তাধো দেতাখেটা । ধো দিত্তা । ধোগা । তি — [৮-মাত্রা]

+ ২ ০ + ২ ০

(রূপক) ঃ তেতাখেটা । ঘেনানাও নাওনাও । তেতাখেটা । ধেনেনাও নাওনাও [৬-মাত্রা]

+ ০ ২ ০ ৩

(সোমতাল) ঃ ধো-খেটা তাধো । দেতাখেটা ঘেনাতিনি । তাখিনেতা

৪ ০

। ঘেনাওগুরুগুরু তেনাৎতি [৭-মাত্রা]

**পঞ্চ-তাল** ।। (৬-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

+ ০

। ঝা খেটা ধেই আ তা তা

**লঘু-লওয়া**

\+ ০

। তা খেটা ধেই আ গুরুগুরু গুরুগুরু

**বড়-ধামালি** ।। (১৬-মাত্রা)

**এক-আবর্তনে-লওয়া**

'+ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ধে না ক ধে না — খুরুখুরু খুরুখুরু । তে না তা তি না — খি গুরুগুরু

**ত্রমধ্যম-ধামালি** ।। (৮-মাত্রা)

**এক-আবর্তনে লওয়া**

\+ ০ ০ ২ ০ ০

খিখি গুরুগুরুগুরুগুরু ধিন্ ধিন্ । ধিনা দাঘি না তেই

**ছোট-ধামালি** ।। (৪-মাত্রা)

**এক-আবর্তনে লওয়া**

\+ ০ ২ ০

খি-গুরুগুরু ধিধিন্ । ধিন্ধি নাতিন্

**আড়া-ধামালি** ।। (৮-মাত্রা)

**গুরু-লওয়া**

\+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

জাজা জাঝি নিঝা ঝিনি । ঝা ঝা তাতা খেটা

**লঘু-লওয়া**

\+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

তা তাউর্র্ তাতা খেটা । তা তা খি গুরুগুরুগুরুগুরু

**আড়া-ছুটা** ।। (১৬-মাত্রা)

**এক-আবর্তনে লওয়া**

\+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ৩ ০ ০ ০ ৪ ০ ০ ০

ধেই আ তা ধেই । আ খুরুখুরু ত্তি ত্তি । তেই আ তেটে তা । খি গুরুগুরু দিদ্ দিদ্

**লোফা-ডাঁসপাহিড়া/লোফা-দাসপ্যারী** ।। (১৬-মাত্রা)

**এক-আবর্তনে লওয়া**

\+ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ধিন্ তা আক্ তা ধি ইন্ তা — । তিন্ তা আক্ তা তি ইন্ তা —

**মধ্যম-ডাঁসপাহিড়া/মধ্যম-দাসপ্যারী ।। (১৬-মাত্রা)**

**গুরু-লওয়া**

+ o O o O o O o ২ o O o O o O o

থেই উরুউরু তা ধিন্ নাক ধিন্ ধা ধিন্ । ধি ইন্ তা — তে টে তা —

**লঘু-লওয়া**

+ O O o O o O o ২ o O o O o O o

থেই -খি নাক ধিন্ নাক ধিন্ ধা ধিন্ । ধি ইন্ তা — তে টে তা —

**বড় ডাঁসপাহিড়া/বড় দাসপ্যারী ।। (১৬-মাত্রা)**

**গুরু--লওয়া**

+ o O o O o O o ২ o O o O o O o

ধে না তা ধে নে তা ধেই গুরুগুরু । দা দা দা ধি নি তা খে টা

**লঘু-লওয়া**

+ o O o O o O o ২ o O o O o O o

তা — আ উরুউরু তা তা খে টা । তা — খি — খি খি গুরুগুরু গুরুগুরু

**আড়া ডাঁসপাহিড়া/আড়া দাসপ্যারী ।। (১২-মাত্রা)**

**গুরু-লওয়া**

+ O O O ২ O O O ৩ O O O

তাউরুউরু দাঘি নিতা ঘেনা । তাউরুউরু দাঘি নিতা ঘেনা । ঝা ঝা তেটে তেটে

**লঘু-লওয়া**

+ O O O ২ O O O ৩ O O O

তাউরুউরু তাখি নিতা খেটা । তাউরুউরু তাখি নিতা খেটা । তা তা খি উরুউরু

**বড় পোট-তাল ।। (১৬-মাত্রা)**

**এক-আবর্তনে লয়**

+ o O o O o O o ২ o O o O o O o

তা — ধি গুরুগুরু ধি — ধি তা । ধি — ধি গুরুগুরু তা — খে টা

**ছোট পোট-তাল ।। (৮-মাত্রা)**

**গুরু-লওয়া**

+ o O o ২ o O o

আ খেনা তাথে না । আ খেনা তাথে না

**লঘু-লওয়া**

+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

দাদা ঘেনা দাদা ঘেনা । দাদা ঘেনা দাঘে নাঙ

৩ ক (iii). **মণিপুরী-তাল** ঃ

+ +

**১.তান্চপ** (৪-মাত্রা)— ধিন — খর খর । তা ঘিন ঘিন তা
(চতস্র-জাতি)

+ ২ + ২

**২.মেন্কুপ** (৬ -মাত্রা)—ধিন্ — তেন । তা ঘিন্ খেই । তা খিতা থেন । তা থেন তা
( তিস্র-জাতি)

+ ২ ০ ৩ ০

**৩.রূপক কাঁটা** (১০-মাত্রা)— ধিন্ ঘিন্নঘ্র । ধি্ন তেন্তা তেন্তা তেন্তা । থেন — — ঘ্রঘ্র
(কলিঙ্গ-মণ্ঠ) (মিশ্র-জাতি)

+ ২

**৪.রূপক** (৬-মাত্রা)— ধিন্ ঘিন্নঘ্র । ধিন্ তেন্তা থেন তাংঘিন
(চতস্র-জাতি)

+ ২ ৩

৫.**ত্রিপুট$_১$** (৮-মাত্রা)— ধিন্ তেন — তা । থিৎ তা । ধেন তা
(চতস্র-জাতি)

+ ২ ৩

**ত্রিপুট$_২$** (৭-মাত্রা)— ধিন্ তেন তা । থিৎ তা । ধেন তা

+ ২ ০ ৩ ০

৬. **তাঞ্জাউ** (১৪-মাত্রা)— ধিন্ ঘ্রঘ্র । ধিন — থেন তা । তা থেন — থেন
(বর্নযতি/সঞ্চয়-তাল) ৪ ০
(চতস্র-জাতি) । তা — — ঘ্র ঘ্র

**অথবা**

+ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০

তা — । তা — থেন তা । তা থেন — থেন । তা — — ঘ্রঘ্র

৭. **রাজমেল অথবা ভুষনা** ( ৭ - মাত্রা) —
(রখ্যা । লোফা - তাল )
( মিশ্র - জাতি)  +  ২  +
ধিন্ — থেন — । ধিন্ থেন — । ধিন্ — থেন —
২  +  ২
ধিন্ ধিন্ — । তেন — তা — । খিৎ ঘিন্ন ঘর

**৩ ক (iv) রবীন্দ্রিক ঠেকা**

**পঞ্চতাল** (পাখোয়াজ) ঃ

+  ২  ৩
ধা গে । ধা গে দিন্ তা । কৎ তাগে দিন্ তা
৪
। তেটে ধা দিন্ তা । তেটে কতা গদি ঘেনে

**একাদশী** (পাখোয়াজ) ঃ

+  ২  ৩  ৪
ধা দিন তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে । ধাগে তেটে তাগে তেটে

**অথবা**

+  ২  ৩  ৪
ধা দিন্ তা । কৎ তাগে । দিন্ তা । তেটে কতা গদি ঘেনে

**একাদশী** (তব্লা) ঃ

+  ২  ৩  ৪
ধি ধি না । ধি না । ধি না । ধি ধি নাগে তেটে

**অর্দ্ধঝাঁপ** (তব্লা)

+  ২
ধি না । ধি ধি না

**নবতাল** (পাখোয়াজ) ঃ

+  ২  ৩  ৪
ধা দিন্ তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে । ধাগে তেটে

**অথবা**

+  ২  ৩  ৪
ধা দিন্ তা । কৎ তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে

**নবতাল** (তব্‌লা) ঃ

+ ২ ৩ ৪
ধি ধি না । ধি না । ধি ধি । নাগে তেটে

**রূপক্‌ড়া** (পাখোয়াজ) ঃ

+ ২ ৩
ধা দিন্‌ তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে নাগ্‌

**রূপক্‌ড়া** (তব্‌লা) ঃ

+ ২ ৩
ধি ধি না । ধি না । ধি ধি না

**ষষ্ঠীতাল** ঃ

+ ২
ধি না । ধি ধি নাগে তেটে

**ষষ্ঠীতাল** (দ্রুত) ঃ

+ ২
ধিনা । ধিধি নাতি

**ঝম্পকতাল** ঃ

+ ২
ধি ধি না । ধি নানা

**৩খ. কর্ণাটকী-তাল** ঃ

( ' = ঘাত; ক = কনিষ্ঠা; অ = অনামিকা; ম = মধ্যমা; ত = তর্জনী; ০ = বিসর্জিতম্‌; অং = অঙ্গুষ্ঠ)

১. **ধ্রুব-তালম্‌**; চতস্র-জাতি ।। ' ক অ ম ' ০ ' ক অ ম ' ক অ ম
(শ্রীকর/বটি-তাল) তা কা দি মি । তা কা । তা কা দি মি । তা কা দি মি

I O I I

" ; তিস্র-জাতি ।। ' ক অ ' ০ ' ক অ ' ক অ
(মণি/পিক-তাল) তা কি টা । তা কা । তা কি টা । তা কি টা

" ; মিশ্র-জাতি ।। ' ক অ ম ত অং ক ' ০ ' ক অ ম ত অং ক
(পূর্ণ/লর-তাল) তা কা দি মি তা কি টা । তা কা । তা কা দি মি তা কি টা
' ক অ ম ত অং ক
। তা কা দি মি তা কি টা

; খণ্ড-জাতি ।। ' ক অ ম ত ' ০ ' ক অ ম ত ' ক অ ম ত

(প্রমাণ/সক-তাল) তা কা তা কি টা । তা কা । তা কা তা কি টা । তা কা তা কি টা

" ; সংকীর্ণ-জাতি ।। ' ক অ ম ত অং ক অ ম ' ০

(ভুবন/ধার-তাল) তা কা দি মি তা কা তা কি টা । তা কা

' ক অ ম অ অং ক অ ম ' ক অ ম ত অং ক অ ম

। তা কা দি মি তা কা তা কি টা । তা কা দি মি তা কা তা কি টা

২. **মট্য-তালম্**; চতস্র-জাতি ।। ' ক অ ম ' ০ ' ক অ ম

(সম/নট-তাল) তা কা দি মি । তা কা । তা কা দি মি

IO I

" ; তিস্র-জাতি ।। ' ক অ ' ০ ' ক অ

(সার/হীন-তাল) তা কি টা । তা কা । তা কি টা

" ; মিশ্র-জাতি ।। ' ক অ ম ত অং ক ' ০

(উদীর্ণ/তপ-তাল) তা কা দি মি তা কি টা । তা কা

' ক অ ম ত অং ক

। তা কা দি মি তা কি টা

" ; খণ্ড-জাতি ।। ' ক অ ম ত ' ০ ' ক অ ম ত

(উদয়/রিপু-তাল) তা কা তা কি টা । তা কা । তা কা তা কি টা

" ; সংকীর্ণ-জাতি ।। ' ক অ ম ত অং ক অ ম ' ০

(রাও/নর-তাল) তা কা দি মি তা কা তা কি টা । তা কা

' ক অ ম ত অং ক অ ম

। তা কা দি মি তা কা তা কি টা

৩. **রূপক-তালম্**; চতস্র-জাতি ।। ' ০ ' ক অ ম

O I (পত্তি/ঋতু-তাল) তা কা । তা কা দি মি

" ; তিস্র-জাতি ।। ' ০ ' ক অ

(চক্র/বাণ-তাল) তা কা । তা কি টা

| | |
|---|---|
| ” মিশ্র-জাতি ।। | ’ ০ ’ ক অ ম ত অং ক |
| (কুল/নিধি-তাল) | তা কা । তা কা দি মি তা কি টা |
| ” , খণ্ড-জাতি ।। | ’ ০ ’ ক অ ম ত |
| (বাজ/তুরঙ্গ-তাল) | তা কা । তা কা তা কি টা |
| ” ; সংকীর্ণ-জাতি ।। | ’ ০ ’ ক অ ম ত অং ক অ ম |
| (বিন্দু/হর-তাল) | তা কা । তা কা দি মি তা কা তা কি টা |

| | |
|---|---|
| ৪. **ঝম্পা-তালম;** চতস্র-জাতি ।। | ’ ক অ ম ’ ’ ০ |
| (মধুর/হয়-তাল) | তা কা দি মি । তা । কি টা |
| I◡ 0 | |
| ” ; তিস্র-জাতি ।। | ’ ক অ ’ ’ ০ |
| (কদম্ব/ঋতু-তাল) | তা কি টা । তা । কি টা |
| ” ; মিশ্র-জাতি ।। | ’ ক অ ম ত অং ক ’ ’ ০ |
| (সুর/দিক-তাল) | তা কা দি মি তা কি টা । তা । কি টা |
| ” ; খণ্ড-জাতি ।। | ’ ক অ ম ত ’ ’ ০ |
| (চণ্/বসু-তাল) | তা কা তা কি টা । তা । কি টা |
| ” , সংকীর্ণ-জাতি ।। | ’ ক অ ম ত অং ক অ ম ’ ’ ০ |
| (কর/রবি-তাল) | তা কা দি মি তা কা তা কি টা । তা । কি টা |

| | |
|---|---|
| ৫. **ত্রিপুট-তালম্:** চতস্র-জাতি ।। | ’ ক অ ম ’ ০ ’ ০ |
| (আদি/মাতঙ্গ-তাল) | তা কা দি মি ।তা কা ।দি মি |
| I O O | |
| ” ; তিস্র-জাতি ।। | ’ ক অ ’ ০ ’ ০ |
| (শঙ্খ/তুরঙ্গ-তাল) | তা কি টা । তা কা । দি মি |
| ” ; মিশ্র-জাতি ।। | ’ ক অ ম ত অং ক ’ ০ ’ ০ |
| (লীল/ঈশ তাল) | তা কা দি মি তা কি টি । তা কা ।দি মি |
| ” ; খন্ড-জাতি ।। | ’ ক অ ম ত ’ ০ ’ ০ |
| (দুষ্কর/নিধি-তাল) | তা কা তা কি টা । তা কা । দি মি |

" ; সংকীর্ণ-জাতি।। ' ক অ ম ত অং ক অ ম ' ০ ' ০
(ভোগ/বিশ্ব-তাল) তা কা দি মি তা কা তা কি টা । তা কা । দি মি

৬. **অট্য-তালম্**; চতস্র-জাতি।। ' ক অ ম ' ক অ ম ' ০ ' ০
(লেখ/রটি-তাল) তা কা দি মি । তা কা দি মি । তা কা । দি মি

I I O O

" ; তিস্র-জাতি।। ' ক অ ' ক অ ' ০ ' ০
(গুপ্ত/নট-তাল) তা কি টা । তা কি টা । তা কা । দি মি

" ; মিশ্র-জাতি।। ' ক অ ম ত অং ক ' ক অ ম ত অং ক ' ০ ' ০
(লোয়/জটি-তাল) তা কা দি মি তা কি টা। তা কা দি মি তা কি টা । তা কা । দি মি

" ; খণ্ড-জাতি।। ' ক অ ম ত ' ক অ ম ত ' ০ ' ০
(বিদল/বটি-তাল) তা কা তা কি টা । তা কা তা কি ট । তা কা । তি মি

" : সংকীর্ণ-জাতি।। ' ক অ ম ত অং ক অ ম ' ক অ ম ত অং ক অ ম
(ধীর/লয়-তাল) তা কা দি মি তা কা তা কি টা । তা কা দি মি তা কা তা কি টা ।

' ০ ' ০
। তা কা । দি মি

৭. **এক-তালম্**। চতস্র-জাতি।। ' ক অ ম
(মান/অব্‌জি-তাল) তা কা দি মি

I

" ; তিস্র-জাতি।। ' ক অ
(সূত/অনল-তাল) তা কি টা

" ; মিশ্র-জাতি।। ' ক অ ম ত অং ক
(রাগ/অশ্ব-তাল) তা কা দি মি তা কি টা

" ; খণ্ড-জাতি।। ' ক অ ম ত
(রথ/শর-তাল) তা কা তা কি টা

" : সংকীর্ণ।।' ক অ ম ত অং ক অ ম
(বসু/নিধি-তাল) তা কা দি মি তা কা তা কি টা

**তাল-অলংকারণ**—কোনো তালকে একক বা সহযোগী বাদনে বোলবাণী ও ছন্দবৈচিত্র্য সহযোগে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য বিচিত্র বাদন-কর্ম, যেমন— খুলী, মুদী, পেশ্‌কার, কায়দা, গৎ, টুক্‌ড়া, রেলা, পরণ, চক্রদার, তিহাই...... প্রভৃতি।

**তাল-কাটা**—তালের সম্‌ ও গতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়া।

**তাল-কানা**—বেতালা।

**তাল-প্রকৃতি**—তালের ঘাত বা জরব্‌ সংখ্যা অনুসারে তালসমূহের শ্রেণীকরণ। যেমন, — একটি ঘাত-সমন্বিত তাল 'একতালা', দুটি ঘাত-সমন্বিত তাল 'দোতালা'; তিনটি ঘাত-সমন্বিত তাল 'তিতালা'; চারটি ঘাত-সমন্বিত তাল 'চৌতালা'... ইত্যাদি ইত্যাদি।

**তাল-প্রবন্ধ**—প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাস্ত্রীয় একক-তালবাদনকে 'তাল-প্রবন্ধ' বলা হতো। **'সংগীত-রত্নাকর'** গ্রন্থের বাদ্যাধ্যায়ে আলোচ্য 'বাদ্য-প্রবন্ধ' -ই তাল-প্রবন্ধ। কোনো একটি তালের সামগ্রিক শাস্ত্রীয় রূপ-প্রদর্শনের জন্য কতকগুলি 'বাদন-স্তব, অনুসরণ করা হতো। সেই বাদন-স্তরের প্রকার-ভেদ ঘটিয়ে নানা-প্রকার 'তাল-প্রবন্ধ' সৃষ্টি করা হয়েছিল। সংগীত-রত্নাকরে এইরূপ ৪৩-প্রকার 'বাদ্য-প্রবন্ধ' অর্থাৎ তাল-প্রবন্ধের আলোচনা আছে আধুনিককালে 'তাল-প্রবন্ধ' বলতে **'লহরা'**-বাদনকেই বোঝায়। **[লহরা দ্রষ্টব্য]**

**তাল-প্রাণ**- তালের ১০টি প্রাণ, যথা - কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি, প্রস্তার। [এই পরিভাষাগুলি দ্রষ্টব্য]

**তালফের/তালফেরতা**—উস্তাদী পরিভাষায় 'তাল-ফিরৎ অর্থাৎ একটি তালকে অবলম্বন করে গীত বা বাদ্য শুরু করে অন্য তালে চলে গিয়ে পুনরায় মূল বা প্রথম তালটিতে ফিরে আসা।

**তাল-বৈশিষ্ট্য**—১. সরল অথবা জটিল বোল্‌বাণীর দ্বারা তালের মাত্রা ও গতিকে প্রকাশ করা হয়; ২. বোল-বাণীর বিচিত্র প্রয়োগে সর্বদাই তালের ছন্দ প্রকটিত হবে; ৩. একাধিক সম বা অসম বা মিশ্র তাল-বিভাগের প্রথম মাত্রাগুলিতে প্রবল বা মধ্যম বা দুর্বল ঘাত-পাত প্রদর্শিত হবে; ৫. প্রতিটি তালের নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা থাকবে।

**তাল-লক্ষণ**— **[তাল-প্রাণ,তাল-বৈশিষ্ট্য দ্রষ্টব্য]**

**তাল-মালা**—নির্দিষ্ট লয়ে একাধিক তাল বাজিয়ে পুনরায় মূল-তালে ফিরে আসা। বাদকের ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন তালগুলিতে 'তাল-অলঙ্করণ' প্রয়োগ করা হয়।

**তালাঙ্গ**— **[অঙ্গ, দ্রষ্টব্য]**

**তালিম**—শিক্ষা। সংগীতের ক্রিয়াত্মক ও ঔপপত্তিক জ্ঞান গুরু কিংবা আচার্যের কাছ থেকে পদ্ধতিগতভাবে লাভ করা।

**তালি**—তালের আঘাত বা ঘাত বা জরব্‌।

**তিনগুণ/ত্রিগুণ**—তে-দুন বা তিনগুণ-দ্রুত গতি-সম্পন্ন।

**তিন-তাল/ত্রিতাল**—১৬-মাত্রার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**তিলওয়াড়া/তিলুআড়া-তাল**—১৬-মাত্রার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**তিস্র/ত্র্যস্র**—৩-মাত্রাব গুণিতক হিন্দুস্থানী তাল। কর্ণাটকী পদ্ধতিতে লঘু (I) তালাঙ্গের মান ৩-অক্ষরমাত্রা বিশিষ্ট।

**তিহাই/তেহাই**—বিশেষ বোলবাণীর সমন্বয়ে গঠিত তিনবার আবর্তনযোগ্য বাদনক্রিয়া যার পরিসমাপ্তি ঘটে তালের 'সম্'-এ এসে। 'তিহাই' বিরাম-সমন্বিত বা 'দম্‌দার' কিংবা বিরামহীন বা 'বেদম্' হতে পারে। যেমন—

১. দম্‌দার তিহাই ঃ

+ ২ ০ ৩ +

ধাধা তিট ধাধা তুনা । ধা — ধাধা তিট । ধাধা তুনা ধা — । ধাধা তিট ধাধা তুনা । ধা

২ বেদম্ তিহাই ঃ

+ ২ ০ ৩ +

ধাতি টধা তিট ধাধা । তিট ধাধা তিট ধাতি। টধা ধাতি টধা ধাতি। টধা তিট ধাধা তিট । ধা

**তীব্রা/তেওড়া-তাল**—গীতাঙ্গী-তাল। ৭-মাত্রার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**তুম্বকী**—ঢক্কা বা ঢাক সদৃশ আনদ্ধবাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**তূর্য**—শিঙা-বাদ্য। ৪-সংখ্যা বিশিষ্ট।

**তৃতীয়-কাল**—কর্ণাটকী তাল-পদ্ধতির চৌগুণ দ্রুত-লয়।

**তৃতীয়-তাল**—৭ বা ৮-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**তেওট/তিওট**—১৪-মাত্রার কীর্তনাঙ্গ তাল। অল্প-প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**তেপল্লী/ ত্রিপল্লী**—আনদ্ধবাদ্যের 'লহরা' বাদনের একপ্রকার 'গৎ' বিশেষ যাতে তালের এক-আবর্তনে একই বোল্-সমষ্টির তিনপ্রকার লয় বা গতি দেখানো হয়। [গৎ দ্রষ্টব্য]

**তোড়্**—মোহড়া। [মোহড়া দ্রষ্টব্য]

**তোড়া**—তব্‌লার 'লহরা' বাদনে দ্রুতগতির বোল্-সমন্বিত 'রেলা' বাদনের প্রকার।
[লহরা, রেলা দ্রষ্টব্য]

**তৌর্য**—প্রাচীন মৃদঙ্গশ্রেণীর আনদ্ধবাদ্যাদির নাদ।

**ত্রিক**—'প্লুত' (ऽ') তালাঙ্গ বা মাত্রা-কাল। [অঙ্গ, মাত্রা দ্রষ্টব্য]

**ত্রিগত**—প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ-সংগীত পদ্ধতিতে গীতের অনুসরণযোগ্য আনদ্ধবাদনের তিনপ্রকার রীতি, যথা—তত্ত্ব, অনুগত এবং ওঘ।

(i) **তত্ত্ব**—আনদ্ধবাদ্যাদি দ্বারা প্রকাশযোগ্য গানের তাল, লয়, বর্ণ, যতি, জাতি।

(ii) **অনুগত**—গীতের বিলম্বিত লয়কে বাদন-কৌশল দ্বারা আনদ্ধবাদ্যদিতে মধ্য ও দ্রুতলয়ের বোল্‌বাণী দ্বারা শোভিত করা।

(iii) **ওঘ**—গীতের শেষ পর্যায়ে অনুসরণকারী আনদ্ধবাদ্য গানের ছন্দ ও গতিঅনুসারে দ্রুত বোল্‌বাণীর বাদন দ্বারা শোভিত করা।

**ত্রিপুট-তাল**—কর্ণাটকী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ত্রিপুষ্কর**—প্রাচীন গান্ধর্ব-সংগীত যুগে ব্যবহার্য মৃদঙ্গ, পণব ও দর্দূর বাদ্যত্রয়। পুনরায় ব্যবহার অনুসারে আনদ্ধবাদ্যাদিকে তিনপ্রকার ভেদ করা হয়েছিল, যথা— **উর্ধ্বক**, আলিঙ্গ্য এবং আঙ্কিক। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**ত্রিভঙ্গি-তাল**—২৪-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী'-তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ত্রি-মাত্রিক**—তিন মাত্রার বিভাগ বা ছন্দ সমন্বিত।

**ত্রুটি**— [কাল১ দ্রষ্টব্য]

# দ

**দক্ষিণ-মার্গ**—প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ-সংগীতে প্রযোজ্য তাল-মাত্রার মূল্যমানের হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত তালের পরিবর্তিত অবস্থা বিশেষ। [মার্গ, তাল দ্রষ্টব্য]

**দক্ষিণী-তাল**—কর্ণাটকী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দগড়**—একপ্রকার গ্রাম্য আনদ্ধ-বাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**দ-গণ**— [গণ দ্রষ্টব্য]

**দণ্ড১**—আনদ্ধবাদ্য বাদনের জন্য বিশেষ লাঠি বা 'কোণ'। [কোণ দ্রষ্টব্য]

**দণ্ড২-তাল**—২৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দণ্ড-ঢক্কা**—'দামামা' বাদ্যের অপর নাম। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**দত্তা**—প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রাদি বর্ণিত ত্রয়োদশ প্রকার হুড়ুক্কা-বাদ্যের অন্যতম। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**দন্দ-তাল**— [দ্বন্দ-তাল দ্রষ্টব্য]

**দম্**—বিরাম বা স্থায়ীত্ব সমন্বিত।

**দম্‌দার**—বিরাম-যুক্ত। তালের 'তিহাই' বাদনে বিশেষ বিশেষ মাত্রায় বিরাম বা বিশ্রান্তি প্রয়োগ।

**দম্‌দার-তিহাই**—বিরাম বা বিশ্রান্তি-যুক্ত 'তিহাই'। যেমন—

+ ২ ০

তিটকত গদিগিন ধাতী ধাতী । ধা — তিটকত গদিগিন । ধাতী ধাতী ধা —

৩ +

। তিটকত গতিগিন ধাতী ধাতী । ধা

**দম্‌সাঁস**—তাল-মাত্রার দীর্ঘ-স্থায়িত্ব।

**দমারম্**—কর্ণাটকী আনদ্ধবাদ্যের এক প্রকার-বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**দর্দরী**—একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধ-বাদ্য। দর্দুর-বাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**দর্পণ-তাল**—১২-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দশকোশী/দশকুসী**—কীর্তনাঙ্গ তাল বিশেষ। এই তালের নানা প্রকার-ভেদ আছে, যথা—বড় দশকোশী, মধ্য দশকোশী, ছোট দশকোশী, টানা দশকোশী প্রভৃতি। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দশ-প্রাণ**—দশ-লক্ষণ। [প্রাণ, তাল-প্রাণ দ্রষ্টব্য]

**দশ-লক্ষণ**— [দশ-প্রাণ দ্রষ্টব্য]

**দশ-স্পন্দন তাল**—১০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দাক্ষামণ**—১০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দাদ্‌রা-তাল**—৬-মাত্রার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দামামা**—উপজাতীদের মধ্যে প্রচলিত 'ঢোল' জাতীয় আনদ্ধ-বাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**দামোদর-তাল**—৯-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দারুজ**—'মর্দল' বা 'মাদল' নামক আনদ্ধবাদ্যের অপর নাম। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**দাসপাহিরা/দাসপ্যারী-তাল**—কীর্তনাঙ্গের প্রচলিত তাল। এই তালের নানা প্রকার-ভেদ দেখা যায়, যথা—বড় দাসপাহিরা, মধ্যম দাসপাহিরা, ছোট দাসপাহিরা, আড়া দাসপাহিরা, লোফা দাসপাহিরা প্রভৃতি। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দাহ্‌-তাল**—৩৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দাহদ্ধেয়-তাল**—৩২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দিক-তাল**—কর্ণাটকী ১০-মাত্রা সমন্বিত মিশ্র-জাতির 'ঝম্প' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দীপক-তাল**—২৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দীপচন্দী-তাল**—প্রচলিত হিন্দুস্থানী চাঁচর-তালের অপর নাম। ১৪-মাত্রার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দীপ্ত**—'প্লুত' তালাঙ্গ (S')। [তালাঙ্গ দ্রষ্টব্য]

**দুক্কড়**—পাঞ্জাব প্রদেশে প্রচলিত 'ধামা' নামক আনদ্ধবাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**দুক্কড়-বাজ**—'দুক্কড়' বা 'ধামা' নামক আনদ্ধবাদ্যের কিছু বিশিষ্ট বোল্ সমন্বিত তব্‌লায় বাদিতব্য পাঞ্জাবী বাদন-শৈলী।

**দুগুণা**—দ্বিগুণ গতি-সম্পন্ন।

**দুন**—দ্রুত। মধ্যলয়ের দ্বিগুণ গতি-সম্পন্ন। জলদ্।

**দুনী**—দ্রুত বা দ্বিগুণ লয় সমন্বিত।

**দুন্দম্**—বৈদিক আনদ্ধবাদ্য 'দুন্দুভী'-র অন্য নাম। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**দুন্দুভী**—এক-মুখ সমন্বিত বৈদিক-যুগীয় আনদ্ধবাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**দুষ্কর-তাল**—কর্ণাটকী খণ্ড-জাতির 'ত্রিপুট' -তাল (৯-মাত্রা)। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দুহ্‌রা**—দোহরা। তব্‌লায় 'লহ্‌রা' বাদনকালে 'কায়দা'-কে দ্বিগুণ গতি-যুক্ত করা।

[কায়দা, লহ্‌রা দ্রষ্টব্য]

**দেওড়া-তাল**—৭-মাত্রা বিশিষ্ট প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল '**তীব্রা**'-র উচ্চারণ বিকৃতি।

[তাল দ্রষ্টব্য]

**দেবগান্ধার-তাল**—২৩-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দেবগুণা-তাল**—১২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দেব-দুন্দুভী**—বৈদিকযুগীয় আনদ্ধবাদ্য 'দুন্দুভী'-র প্রকার-ভেদ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**দেবধ্বনি-তাল**—১৭-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দেবী-তাল**—২৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দেশী-তাল**—আঞ্চলিক অভিজাত বা ক্ল্যাসিকাল তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দোজ-তাল**—১২-মাত্রার কীর্তনাঙ্গ তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দোঠুকী-তাল**—১৪-মাত্রার কীর্তনাঙ্গ তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দোতালা**—তিনটি 'ঘাত' বা 'জরব্' সমন্বিত তালসমূহ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দোবাহার-তাল**—১৩-মাত্রা বিশিষ্ট অল্প-প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দোমোড়া**—দোমোরা বা দু-ভাগ। দু'প্রকার লয়ের সমন্বয়।

**দোয়ালি**—আনদ্ধবাদ্যাদির 'ছোট্' বা 'তস্‌মা' বা 'দোরক' বা 'বদ্ধি' অর্থাৎ বাদ্যের চর্মনির্মিত ছাঁউনির টান রাখবার জন্য চামড়ার ফিতে বা দড়ি। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**দোরক**— [দোয়ালি দ্রষ্টব্য]

**দোহরা**— [দুহ্‌রা দ্রষ্টব্য]

**দ্বন্দ্ব-তাল**—৪৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দ্বয়ানুগ**—গীত ও নৃত্ত অনুসরণকারী আনদ্ধবাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**দ্বিকল**—প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ-তালে প্রযোজ্য প্রতিটি তাল-বিভাগে দুটি করে কলার (SS) সমাবেশ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দ্বিগুণ**— [দুগুণা, দুন, দুনী দ্রষ্টব্য]

**দ্বিগুণ-তাল**—৩২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দ্বিনেম-তাল**—২০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দ্বিতীয়-কাল**—কর্ণাটকী তাল-পদ্ধতিতে দ্বিগুণ গতির লয়।

**দ্বিতীয়-তাল**—৮ বা ১৬-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দ্বিতীয়-মণ্ঠ তাল**—৪৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দ্বিতীয়-মণ্ঠিকা তাল**—১৩ বা ২২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দ্বিপদ-তাল**—২৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দ্বিমুখ-বাদ্য**—দুই-মুখ সমন্বিত আনদ্ধবাদ্য [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**দ্রগড়**— [দগড় দ্রষ্টব্য]

**দ্রাবিণাদি-তাল**—১২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দ্রুত**—জলদ্। তালের মধ্যলয়ের দ্বিগুণ গতি-সম্পন্ন। একপ্রকার তালাঙ্গ (O)।
[লয়, তালাঙ্গ দ্রষ্টব্য]

**দ্রুত-বিরাম**—একপ্রকার 'দেশী' তালাঙ্গ যার সময়কাল তিন-অক্ষরকালের উচ্চারণের সমান।
[তালাঙ্গ দ্রষ্টব্য]

**দ্রুততালি-তাল**—১২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**দ্রোন্দ্-তাল**—১১-মাত্রার অল্প-প্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

## ধ

**ধক্কর**—বাঁয়া-তব্‌লা। বাঁ-হাতে বাদিতব্য যে-কোনো আনদ্ধবাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**ধত্তা-তাল**—[ঘত্তা, তাল দ্রষ্টব্য]

**ধনঞ্জয়মণ্ঠ-তাল**—অপ্রচলিত ২৩-মাত্রার তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ধমার/ধামার-তাল**—১৪-মাত্রার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ধবল-তাল**—২৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ধরা-তাল**—১৬-মাত্রার কীর্তনাঙ্গ তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ধাড়ী**—'ঢাড়ী' শব্দের অপভ্রংশ। [ঢাড়ী দ্রষ্টব্য]

**ধামালী-তাল**—৮-মাত্রার কীর্তনাঙ্গ তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ধার-তাল**—কর্ণাটকী সংকীর্ণ-জাতির 'ধ্রব'-তালের (২৯-মাত্রা) অপর নাম। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ধীর-তাল**—কর্ণাটকী সংকীর্ণ-জাতির 'অট্ট'-তালের (২২-মাত্রা) অপর নাম। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ধুমালী-তাল**—৭ বা ৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ধুমুল-বাদ্য**—কীর্তন এবং কয়েকটি লোকগীতের প্রারম্ভে শ্রীখোল, ঢাক প্রভৃতির বাদন।

**ধোল্লরী-তাল**—২৮-মাত্রার প্রাচীন অপ্রচলিত 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ধ্রুব**—প্রাচীন গান্ধর্ব ও দেশী তালের একপ্রকার হস্ত-ক্রিয়া। [ক্রিয়া দ্রষ্টব্য]

**ধ্রুব-তাল**—১৪, ২১, ২৩ বা ২৯-মাত্রার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ধ্বনিবিলাস-তাল**—৩২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

## ন

**নওয়া**—অভিজাত আরবীয় সংগীত।

**নক্ষত্র-তাল**—২৭-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নগ্‌মা**—পারসিক গীত। ভাষা-বিহীন গানের সুর, যার প্রথম অংশ বা স্থায়ী-অংশ তব্‌লার 'লহরা' বাদনে সারঙ্গী, এস্‌রাজ, হারমোনিয়াম প্রভৃতি সহযোগী বাদ্য দ্বারা পুনরাবৃত্ত হয়।

**ন-গণ**— [গণ দ্রষ্টব্য]

**নট-তাল**—৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নট-তাল**, —কর্ণাটকী ত্র্যস্র-জাতির **অট**-তাল (১০-মাত্রা) এবং চতস্র-জাতির **মঠ**-তাল (১০-মাত্রা)। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নটবর-তাল**—২৭-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নন্দন-তাল**—৫ বা ১৬ বা ২৪ বা ৩২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নন্দী-তাল**—২৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নব-ঝম্প-তাল**—৯-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নব-তাল**—রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট ৯-মাত্রার তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নম্র-তাল**—২০-মাত্রার অপ্রচলিত 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নষ্ট**—'প্রস্তার' ক্রিয়ার দ্বারা কোনো তালের 'নির্দিষ্ট সংখ্যা' থেকে তালের স্বরূপ নির্ণয় করা।

**নাকাড়া**—'ঢোল' জাতীয় পারসিক আনদ্ধবাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**নাকার্‌চি**—'নাকাড়া' বাদক। [নাকাড়া দ্রষ্টব্য]

**নাগ্‌ড়া**—মাটি বা কাঠ দ্বারা নির্মিত 'নাকারা'-বাদ্য। [নাকাড়া দ্রষ্টব্য]

**নাগকদম্ব-তাল**—৩৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নাগঝম্পা-তাল**—২৭-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নান্দী-তাল**—২০ বা ৩২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নামাক্ষর**—তালের নাম (গান্ধর্ব বা মার্গ)-অক্ষর থেকে তালের লঘু-গুরু-প্লুত প্রভৃতি মাত্রা। এককল। যথাক্ষর। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নামা-মালা**—শ্রীচৈতন্যের প্রশস্তিসূচক কবিতার ছন্দ-অনুসারে শ্রীখোল-বাদ্যের একপ্রকার বাদন-ক্রিয়া।

**নায়ক**— [সংগীত-নায়ক দ্রষ্টব্য]

**নারায়ণ-তাল**—একপ্রকার অপ্রচলিত তাল।

**নারায়ণী-তাল**—৯-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নিকাস্‌**—ছন্দের অনুকূলে আনদ্ধবাদ্যের বোল্‌গুলির স্পষ্ট বাদন।

**নিগ্রহ**—আনদ্ধবাদ্যের বাদনকালে চর্মাচ্ছাদনের ওপর হাত বা আঙ্গুলের পেষণ।

**নিধি-তাল**—কর্ণাটকী ৯-মাত্রার খণ্ড-জাতির **ত্রিপুট**-তাল, সংকীর্ণ-জাতির **এক**-তাল এবং মিশ্র-জাতির **রূপক**-তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নিমেষ**— [কাল দ্রষ্টব্য]

**নির্দোষ-তাল**—৫-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নিশোরুক-তাল**—৯-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নিষ্কারক-তাল**—২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নিঃশব্দ-ক্রিয়া**— [ক্রিয়া দ্রষ্টব্য]

**নিঃশঙ্ক-তাল**—৬০-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নিঃশঙ্কলীল-তাল**—৪৮-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নিঃসারু-তাল**—১০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নিঃসারুক-তাল**—৯ বা ৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নীলকুসুম-তাল**—১৫-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**নীলাম্বুজ-তাল**—১৩-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

# প

**পখাওয়াজ**—পাখোয়াজ। প্রাচীন মৃদঙ্গ জাতীয় কাষ্ঠনির্মিত পুষ্কর-বাদ্যের প্রকার বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**প-গণ**—৫-মাত্রা বিশিষ্ট মাত্রাগণ। [গণ দ্রষ্টব্য]

**পঞ্চক**—তালের ৫-মাত্রার পরিমাণ সময়-কাল। এই মাত্রা দ্রুত, মধ্য কিংবা বিলম্বিত হতে পারে।

**পঞ্চ-তাল**—৬-মাত্রার কীর্তনাঙ্গ তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**পঞ্চ-তালী**—৯-মাত্রার অপ্রচলিত তাল [তাল দ্রষ্টব্য]

**পঞ্চম-তাল**—১৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**পঞ্চমুখী-তাল**—১৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**পঞ্চম-সোয়ারী**—৮ বা ১৫ বা ১৬-মাত্রার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**পঞ্চশর-তাল**—২৩-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**পঞ্জাবী-তাল**—১৬-মাত্রার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**পট-তাল**—৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**পটহ**—প্রাচীন গান্ধর্ব-সংগীতে প্রযোজ্য এক প্রকাব আনদ্ধ বাদ্য। পটহের দু'প্রকার ভেদ ছিল, যথা—'মার্গ-পটহ' এবং 'দেশী পটহ'। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**পড়াল, পড়ার**—পাখোয়াজ বা পখাওয়াজে লহরা বাদনের প্রকার বিশেষ, যা তব্‌লায় লহরা-বাদনে '**রেলা**'-র অনুরূপ দ্রুত বাদনযোগ্য। বৈশিষ্ট্যানুসারে পড়াল-জাতি দু'প্রকার — **মাদ্ধাতি ও শুদ্ধ-পাঠানি**। [রেলা দ্রষ্টব্য]

**পণব**—প্রাচীন গান্ধর্ব-সংগীতে প্রযোজ্য এক প্রকার আনদ্ধবাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টবা]

**পণ্ডিত**—সংগীতশাস্ত্রে জ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞানী, কিন্তু ক্রিয়াত্মক সংগীতে দক্ষতা কম। আধুনিকযুগে অজ্ঞাত কারণে খ্যাতনামা ক্রিয়াত্মক সংগীতে গুণী কিংবা ব্যবসায়িক সংগীতশিল্পীগণ নিজেদের 'পণ্ডিত' রূপে আখ্যায়িত করেন। 'পণ্ডিত' শব্দটি 'শাস্ত্র-জ্ঞান অর্থে 'পণ্ডা' শব্দ থেকে উৎপন্ন। সুতবাং, 'পণ্ডিত' শব্দেব সঙ্গে পড়াশুনার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

**পতাকা**—দেশী-তালেব হস্তক্রিয়া বিশেষ। [ক্রিয়া, তাল-ক্রিয়া দ্রষ্টব্য]

**পতিতা**—দেশীতালের হস্তক্রিয়া বিশেষ। [**ক্রিয়া, তাল-ক্রিয়া দ্রষ্টব্য**]

**পত্তন**—মৃদঙ্গাদি বাদ্য।

**পত্তি-তাল**—কর্ণাটকী পদ্ধতির চতস্র-জাতিব 'রূপক' তালের (৬-মাত্রার) নাম।[**তাল দ্রষ্টব্য**]

**পদ**—তালের বিভাগ যা মাত্রার সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। [**ছন্দ দ্রষ্টব্য**]

**পদ্ম-তাল**—২৫-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [**তাল দ্রষ্টব্য**]

**পদ্মিনী**—দেশী-তালের নিঃশব্দ হস্তক্রিয়া বিশেষ, যাতে তালের কোনো একটি বিশেষ বিভাগকে বোঝানোর জন্য ডানহাতটিকে নিচের দিকে নামিয়ে আনা। [**ক্রিয়া দ্রষ্টব্য**]

**পরত-তাল**— [**প্রতি-তাল দ্রষ্টব্য**]

**পরম-তাল**—২৮-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [**তাল দ্রষ্টব্য**]

**পরমানন্দ-তাল**—১৯-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [**তাল দ্রষ্টব্য**]

**পরাড়ী, পড়াড়ী, পেরাড়ী**—পৌণে তিন-গুণ বা ৪-মাত্রায় ১১-মাত্রার গতি প্রকাশ।

**পুবাদ্রুত**—অনুদ্রুত ( ‿ ) মাত্রার অর্ধ পরিমাণ বা $\frac{১}{২}$ মাত্রা। 'ত্রুটি' বা চতুর্ভাগ। [**কাল দ্রষ্টব্য**]

**পরিক্রম-তাল**—২০ বা ২৪-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [**তাল দ্রষ্টব্য**]

**পর্ণ-তাল**—২২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [**তাল দ্রষ্টব্য**]

**পলট**$_১$**, পালট**$_১$—তাব্‌লার 'লহরা' বাদনে 'কায়দা'-র বোল্‌গুলির 'উলট্‌-পালট'করে বাজানো বিস্তার। [**লহরা, কায়দা দ্রষ্টব্য**]

**পল্‌টা**$_২$**, পাল্‌টা**$_২$—আনদ্ধাদি বাদ্য-বাদনে 'বাঁট'-এর বৈচিত্র্য প্রদর্শন। [**বাঁট দ্রষ্টব্য**]

**পল্লী**—তব্‌লায় লহর-বাদনে 'গৎ'-এর প্রকার-ভেদ। পাল্লাদার গৎ। 'পল্লী' বা 'পাল্লাদার' গতেরও নানা ভেদ রয়েছে, যেমন—দ্বি-পল্লী, ত্রিপল্লী, চৌপল্লী ইত্যাদি। উদাহরণ—

(i) **দ্বিপল্লী গৎ :** (ত্রিতাল)

\+ ২ ০

ধগ তিট কত ধাগে । নাধা তিরকিট ধাতির ঘিড়নগ । দীংনগ ধিটধিট ঘিড়নগ দীংনগ।

৩ + ২ ০

তকে টধা তিরকিট ধিট । ঘিড় নগ ধিট ধিট । ঘিড় নগ তিট কত । ধাতির কিটধা

৩ +

ঘিড়নগ দীংনগ । ধিটধিট ঘিড়নগ দীংনগ তিটকত । ধা

(ii) **ত্রিপল্লী গৎ ঃ** (ত্রিতাল)

\+ ২. ০

দীংগ দীংগ তকিট তকিট । ধাত্রক ধিকিট কতগ দগিন । ধাত্রকধি কিটকত গদ্দী

৩ +

কত । দীংগদীংগ তকিট তকিট ধাত্রক ধিকিট কতগদিগিন । ধা

(iii) **চৌপল্লী গৎ ঃ** (ত্রিতাল)

\+ ২ ০

দীংগ দীংগ তকিট তকিট । ধাত্রক ধিকিট কতগ দিগন । দীংদী ংতকি টতকিট

৩ + ২

ধাত্রকধি । কিটতক কিটতক দীংদী ংতকি । টতকিট ধাত্রকাধি কিটতক গদী । কত দীং

০

দীং তকিট তকিট ধাত্রকধিকিট । কতগদিগিন ধা দীং দীং তকিট তকিট ধাত্রকধিকিট

৩

কতগদিগন । দীং দীং তকিট তকিট ধাত্রকধিকিট কতগদিগিন দীং দীং তকিট তকিট

\+

ধাত্রকধিকিটকতগদিগিন । ধা

**পশ্‌তো-তাল**—মাত্রা বিশিষট লঘুসংগীতে ব্যবহার্য হিন্দুস্থানী তাল। [**তাল দ্রষ্টব্য**]

**পশুপতি-তাল**—২৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [**তাল দ্রষ্টব্য**]

**পাগ্‌ড়ী**—আনদ্ধবাদ্যাদির চর্মাচ্ছাদনের বা ছাঁউনির প্রান্তদেশে গোলাকার চর্মনির্মিত থিঁড়ে বা বিনুনী। গজ্‌রা [**বাদ্য দ্রষ্টব্য**]

**পাট**—আনদ্ধবাদ্যাদির বোল্ যা হাতের চেটো, আঙ্গুল এবং কোণ্ বা দণ্ড দ্বারা বাজানো হয়। এই 'পা' এইকারণে দু'প্রকার হয়ে থাকে, যথা—**হস্তপাট** এবং **দণ্ড-পাট**।

**পাটক**—আনদ্ধবাদ্যাদির বাদক।

**পাটাক্ষর**—আনদ্ধবাদ্যাদির বোলগুলির 'ক'-আদি বর্ণ বা অক্ষরসমূহ যা বাদ্যযন্ত্র-ভেদে পৃথক হয়।

[**বোল্ দ্রষ্টব্য**]

**পাণি**—তালের হস্তক্রিয়া। তাল।

**পাণি-ভেদ**—প্রাচিন সংগীতশাস্ত্রাদির গ্রন্থে মার্গ বা গান্ধর্বতালের পাণির ভেদ দেখা যায়, যথা—

**পাণিঘ**—মৃদঙ্গ-বাদক। পাণিবাদক। [ **পাণিবাদক** দ্রষ্টব্য]

**পাণিবাদক**—যিনি আনদ্ধাদি বাদ্যের বোলের অনুকরণে হস্তে আঘাত দবারা তাল বাজান।

**পাত**—প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ-তালের 'সশব্দ' হস্তক্রিয়া বিশেষ। [ **ক্রিয়া** দ্রষ্টব্য]

**পাত-কলা**—তালের 'সশব্দ' ও 'নিঃশব্দ' হস্তক্রিয়া। হিন্দুস্থানী তাল-পদ্ধতিতে 'সম্‌' (তালের প্রথম মাত্রা) ব্যতিত অন্যান্য 'ঘাত' বা 'ভরি' বা 'জরব্‌'।

**পাদ**—তালের প্রতিটি বিভাগ বা খণ্ড।

**পাদ-ভাগ**—তালের অবয়ব বা বিভাগ বা পাদ-সমূহ।

**পার্বতীলোচন-তাল**—৬০-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [ **তাল** দ্রষ্টব্য]

**পিঁড়াবন্দী বা পিঁড়েবন্দী**—সংস্কৃত 'পিণ্ড-বন্ধন' শব্দের অপভ্রংশ। তালের স্থায়ী বা মোহরা বা মুখড়া।

**পিক-তাল**—১১-মাত্রা বিশিষ্ট কর্ণাটকী ত্র্যস্র-জাতির 'ধ্রুব'-তালের অপর নাম।

[ **তাল** দ্রষ্টব্য]

**পুরাণ-তাল**—১৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [ **তাল** দ্রষ্টব্য]

**পুষ্কর**—অতি প্রাচীনকালে গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীতের যুগে যাবতীয় আনদ্ধবাদ্যাদিকে 'পুষ্কর-বাদ্য' বলা হতো। বাদ্যযন্ত্রের আকৃতি অনুসারে তাদের তিন শ্রেণীতে বা '**ত্রিপুষ্কর**' রূপে বিভক্ত হয়েছিল, যথা—(i) মৃদঙ্গ, (ii) পণব, (iii) দর্দর। [ **বাদ্য** দ্রষ্টব্য]

**পূর**—আনদ্ধাদি বাদ্যের গাবের বা আটার প্রলেপ। [ **বাদ্য** দ্রষ্টব্য]

**পূর্ণ-তাল**—২৩-মাত্রা বিশিষ্ট কর্ণাটকী মিশ্র-জাতির 'ধ্রুব'-তালের অপর-নাম।[ **তাল** দ্রষ্টব্য]

**পূর্ণ-কঙ্কাল**—২০-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' এবং অপ্রচলিত তাল। [ **তাল** দ্রষ্টব্য]

**পেশ্‌কার**—তবায় 'লহরা' বাদনকালে 'প্রথম উপস্থাপন' হিসাবে ছন্দমাধুর্যপূর্ণ বোল্‌সমূহের, মধ্যলয়ে দ্বিগুণ গতিতে এবং বিলম্বিত লয়ের চতুর্গুণ গতিতে, পাল্টা বা বিস্তার। 'পেশ্‌কার'-এ ধিক্রে, ধিন্‌ধা, তিক্রে, তিন্‌তা প্রভৃতি বোলের প্রাধান্য থাকে। অতি দ্রুত গতিতে পেশ্‌কার বাজানো হয় না, কারণ তাতে ছন্দের মাধুর্য ও বৈচিত্র্য রচনায় হানি ঘটে। দিল্লী ও অজরাড়া বাজের ক্ষেত্রের 'পেশকার' দ্বারা তব্‌লায় লহরা-বাদন শুরু হয়।

উদাহরণ ঃ—[ ত্রিতাল]

\+ ২ ০

ধিক্রে ধিন্‌ধা -ধা ধিন্‌ধা । ধাতি ধাতি ধাধা ধিন্‌ধা । তিক্রে তিন্‌তা -তা তিন্‌তা।

৩ +

ধাতি ধাতি ধাধা ধিন্‌ধা । ধা

**পোট-তাল**—৬ অথবা ১৬-মাত্রার কীর্তনাঙ্গ তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**পৌন**—চার-ভাগের তিন-ভাগ ($\frac{৩}{৪}$) অংশ।

**পৌনে-গুণ**—$\frac{৩}{৪}$ গুণ গতি-বিশিষ্ট। চার মাত্রায় তিনটি বোলের বিন্যাস। [**লয়ক্রিয়া দ্রষ্টব্য**]

**প্যাঁচ**—লপ্‌টান। কীর্তন গানে সঙ্গতকালে 'আখর' ও 'কাটান'-এর সঙ্গে প্রণালীবদ্ধভাবে নানা ছন্দবৈচিত্র্য সহ শ্রীখোলবাদ্যর বাদন।

**প্রতাপ- শিখর তাল**—১৭-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**প্রতিমণ্ঠ-তাল**—৪ বা ৩২-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**প্রত্যঙ্গ-তাল**—৩২-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**প্রথম-কাল**—কর্ণাটকী তাল-পদ্ধতিতে 'ঠায়' বা বরাবর লয়। [ঠায়, লয় দ্রষ্টব্য]

**প্রথম-তাল**$_১$—৪-মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন আদি-তাল বা রাস-তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**প্রথম-তাল**$_২$—তালের প্রথম-মাত্রা বা 'সম্'। [সম্ দ্রষ্টব্য]

**প্রথমাবতি-তাল**—১২-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**প্রভাকর-তাল**—৩৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**প্রভাতকিরণ-তাল**—১১-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**প্রমাণ-তাল**—কর্ণাটকী খণ্ড-জাতির ধ্রুব-তালের (১৭-মাত্রা) অপর নাম। [তাল দ্রষ্টব্য]

**প্রমোদ-তাল**—২০-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**প্রতি-তাল**—১০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**প্রতিনিঃসাল-তাল**—৩৬-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল।।

**প্রস্তার**—'দেশী' তালের দশ-প্রাণ বা দশ-লক্ষণের অন্যতম 'প্রাণ' বা লক্ষণ। তালাঙ্গগুলিকে বিভিন্ন বিন্যাসে সাজানো। যেমন—

১টি দ্রুত = ০ = ২ অক্ষর-মাত্রা = ২টি অনুদ্রুত ‿ ‿ = ১ + ১ = ২ অক্ষর-মাত্রা।

১টি লঘু = I = ৪ অক্ষর-মাত্রা = ২টি দ্রুত ০০ = + ২ = ৪ অক্ষর মাত্রা।

= ১টি দ্রুত + ২টি অনুদ্রুত = ২ +১ +১ = ৪ অক্ষর-মাত্রা।

= ২টি অনুদ্রুত + ১টি দ্রুত = ১ +১+২ = ৪ অক্ষর-মাত্রা।

= ৪টি অনুদ্রুত = ৪ অক্ষর-মাত্রা।

এইভাবে 'তালাঙ্গ' বা তাল-অবয়বকে অর্থাৎ দ্রুত-বিরাম (0'), লঘু-বিরাম (I'), গুরু (S') এবং প্লুত (S')-কোননাভাবে ভেঙ্গে বিন্যস্ত করাই হলো তাল-প্রস্তার।

**প্রহার**—আনদ্ধবাদ্যাদিতে বাদন-কালে হাতের চেটো, আঙ্গুল, কোণ. বা দণ্ড দ্বারা আঘাত।

**প্রাঙ্গ**—প্রাচীন পণব-বাদ্যের অন্য নাম। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**প্রিয়-তাল**—২৪-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**প্লুত**—একপ্রকার 'তালাঙ্গ' যা তিনটি লঘু- মাত্রার সমান (গান্ধর্ব মতে ১৫-মাত্রা এবং 'দেশী' মতে ১২-অক্ষর-মাত্রার সমান)।

## ফ

**ফরদ্**—আনদ্ধবাদ্যে এমন কতগুলি বোলের সমন্বয় যার বিকল্প নেই। [একড় দ্রষ্টব্য]

**ফরণ-জাতি**—কর্ণাটকী আনদ্ধ-বাদন পদ্ধতিতে 'পরণ'-এর অনুরূপ দ্রুত বাদন।

[পরণ দ্রষ্টব্য]

**ফরোদস্ত্-তাল**—('ফরোদস্ত্' শব্দটি পারসিক 'ফির্দৌস' শব্দের বিকৃত উচ্চারণ)। ১৪-মাত্রার অল্প-প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল।

**ফর্মায়েশী**—(পারসিক 'ফর্মাঈশ্' শব্দের অর্থ আদেশ)। শ্রোতা কর্তৃক আদেশ বা অনুরোধ। তব্লা বা পখাওয়াজ বাদনের ক্ষেত্রে 'পরণ', 'চক্রদার' ইত্যাদিতে সাধারণত 'ফরমায়েশী' প্রয়োগ হয়ে থাকে। গাণিতিক সূক্ষ্ম হিসাবে ফরমায়েশী বোল্গুলি সুসংবদ্ধ করা হয়।

## ব

**বাদ্য$_১$**—বাদ্যযন্ত্রে যা বাজানোর উপযোগী।

**বাদ্য$_২$**—বাদ্যযন্ত্র। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রানুসারে বাদ্য চার প্রকার, যথা—তত (তন্ত্রী-বাদ্য), আনদ্ধ বা অবনদ্ধ, ঘন এবং সুষির। এদের মধ্যে তালের সঙ্গে সম্পর্কিত বাদ্য প্রধানতঃ দু'প্রকার (i) **আনদ্ধ বা অবনদ্ধ** এবং (ii) **ঘন**। আনদ্ধাদি বাদ্যসমূহে তাল এবং তালের নানাবিধ অলঙ্করণ বাজানো হয়ে থাকে। অপরপক্ষে ঘনবাদ্যে কেবল তালের ঘাত বা ছন্দ বাজানো হয়। নিম্নে নানা প্রকার আনদ্ধ ও ঘন-বাদ্যের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে—

(i) **আনদ্ধ বা অবনদ্ধ বাদ্য ঃ**

১. **অঙ্ক্য/আঙ্কিক**—বৈদিকোত্তর গান্ধর্বযুগীয় মৃদঙ্গ শ্রেণীর বাদ্য।

২. **আঘাট বা আঘাটী**—বৈদিকযুগীয় একপ্রকার চর্মাচ্ছাদিত তাল-যন্ত্র যার দ্বারা ছন্দ—রক্ষা করা হতো।

৩. **আড়ম্বর**—বৈদিকযুগীয় একপ্রকার আনদ্ধবাদ্য।

৪. **আনক**—'দুন্দুভী' গোত্রের আনদ্ধবাদ্য।

৫. **আলিঙ্গ্য**—যব-আকৃতির গান্ধর্বযুগীয় মৃদঙ্গ শ্রেণীর বাদ্য।

৬. **ইডাক্কা**—ডমরু-আকৃতির গ্রাম্য আনদ্ধ-বাদ্য যার মধ্যভাগের শীর্ণ অংশ বাঁ-হাতে ধরে ডান-হাত বা লাঠি দ্বারা বাজানো হয়।

৭. **উড়ুক্কু**—একপ্রকার ডমরু-জাতীয় বাদ্য।

৮. **উড়ুপে**—ঢোলক-জাতীয় দক্ষিণী বাদ্য।

৯. **উর্ধ্বক**—গান্ধর্বযুগীয় একশ্রেণীর মৃদঙ্গ-বাদ্য যার মুখ তব্‌লার মতন উর্দ্ধমুখী।

১০. **উরুমি**—বৃহদাকার ডমরু-বাদ্য সদৃশ দক্ষিণ-ভারতীয় আনদ্ধবাদ্য।

১১. **এডক**—ঢোল-জাতীয় দক্ষিণী বাদ্য।

১২. **করটা**—গান্ধর্বযুগীয় দুন্দুভী-বাদ্যের প্রকার-ভেদ।

১৩. কাড়া/কয়ড়া—যুদ্ধ ও পূজাপার্বণে, শোভাযাত্রায় একদা ব্যবহার্য ছোট ঢাক সদৃশ আনদ্ধবাদ্য। দড়ি দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে তাসার মতন কাঠি দিয়ে বাজানো হয়। দুটি মুখের মধ্যে একটি মুখ বেশি চওড়া এবং চর্মাচ্ছাদিত।

১৪. **কাঞ্জিরা**—গোলাকার কাঠের ফ্রেমের একপাশে চর্মাচ্ছাদন থাকে। উঁচু পাড়-যুক্ত থালার মতন যন্ত্রটিকে দেখতে লাগে। কাঠের ফ্রেমের গায়ে কিছুটা তফাতে অনেকগুলি ধাতব চাক্‌তি থাকে, যার ফলে বাঁ-হাতে ধরে ডান-হাতের আঙ্গুল ও চেটে দিয়ে যন্ত্রটি বাজাবার সময় চাক্‌তিগুলি থেকে ঝিন্ ঝিন্ শব্দ হয়।

১৫. **কিরিকিট্টি**—দক্ষিণ-ভারতে বড় শানাই-এর আকৃতি বিশিষ্ট 'নাগেশ্বরম্' বাদ্যের সঙ্গে তাল-রক্ষার জন্য এই জোড়া-আনদ্ধবাদ্যটি [উত্তর-ভারতে শানাই-এর সঙ্গে তাল রক্ষাকারী আনদ্ধবাদ্য 'টিকারা' সদৃশ] ব্যবহৃত হয়। বাঁয়া-তব্‌লার মতন কিরিকিট্টির দুটি অংশ থাকে। চামড়ার ফিতে পাকিয়ে তৈরি ছোট ছোট দুটি লাঠি দিয়ে দু'হাতে বাজানো হয়। যন্ত্রটির দুটি অংশই কাঁঠাল-কাঠের তৈরী।

১৬. **কুড়ুক্কা/কুড়ুবা**—গান্ধর্বযুগীয় হুড়ুক্কা-জাতীয় কাঠের তৈরী বাদ্য। বাদ্যটির বাঁ-মুখ কাঠি দ্বারা এবং ডান-মুখ হাত দ্বারা বাজানো হয়।

১৭. **কুদামুঝা**—কলস-আকৃতির আনদ্ধবাদ্য যার একটি মাত্র মুখ চর্মাচ্ছাদিত থাকে। এটি দক্ষিণী বাদ্য।

১৮. **খঞ্জনী**—[(ii) **ঘন-বাদ্য** দ্রষ্টব্য] কোন কোনো মতে, 'খঞ্জরী'-বাদ্যের উচ্চারণ-ভেদ।

১৯. **খঞ্জরী**—বাটির আকৃতি সম্পন্ন কাষ্ঠ-নির্মিত এক-মুখ বিশিষ্ট গ্রাম্য-বাদ্য যা বাঁ-হাতে ধরে ডান হাত দিয়ে বাজানো হয়।

২০ **খোর্‌দক**—তব্‌লা-বাঁয়ার মতনই গ্রাম্য যুগল-বাদ্য, যা আগে রোশন-চৌকির (শানাই-এর) সঙ্গে তাল-রক্ষাব জন্য ব্যবহৃত হতো। নাকারা-বাদ্যের ভেদ।

২১. **খোল/শ্রীখোল**—পোড়া-মাটির তৈরী মৃদঙ্গ-জাতীয় বাদ্য। পূর্ব-ভারতে কীর্তনাঙ্গ এবং অন্যান্য আঞ্চলিক লোকপ্রিয় গানের সঙ্গে বানানো হয়। মণিপুরের খোলের আকৃতি পটলের মতন হয় এবং তার নাম 'পুং'.। প্রচলিত খোলের বাম-মুখ ডানমুখের তুলনায় অনেক বড় হয় এবং দু'মুখেই পুরু করে গাব লাগানো হয় এবং মৃদঙ্গের মতন দুটি হাত দ্বারা বাজানো হয়।

২২. **গর্গর**—বৈদিকযুগীয় আনদ্ধ-বাদ্য যাতে গম্ভীর ধ্বনি উৎপাদন হতো।

২৩. **গুরু-মর্দল**—ডিণ্ডিম-বাদ্যের অপর নাম। [ডিণ্ডিম দ্রষ্টব্য]

২৪. **গোপুচ্ছা**—গরুর পুচ্ছ সদৃশ গান্ধর্বযুগীয় আনদ্ধবাদ্য, যার আকৃতি হুঁকোর কলকের মতন নিম্নপ্রান্ত সরু যেমন, প্রাচীন 'পণব' বাদ্য। হাত অথবা কাঠির সাহায্যে বাজানো হতো।

২৫. **ঘট-বাদ্য**—পোড়ামাটির তৈরী ঘট-আকৃতির একমুখ-যুক্ত গ্রাম্য আনদ্ধ-বাদ্য।

২৬. **ঘটম্**—কর্ণাটকী 'ঘট-বাদ্য'। [ঘট-বাদ্য দ্রষ্টব্য]

২৭. **ঘড়স**—গান্ধর্বযুগীয় 'হুডুক্কা' বাদ্যের প্রকার-ভেদ। [হুডুক্কা দ্রষ্টব্য]

২৮. **চন্দ্রমণ্ডলম্**—কর্ণাটকী 'টিকারা' শ্রেণীর বাদ্য। [টিকারা দ্রষ্টব্য]

২৯. **চর্চরী**—ছোট নাকারা সদৃশ আনদ্ধবাদ্য। [নাকারা দ্রষ্টব্য]

৩০. **ছেন্দা**—দক্ষিণ-ভারতীয় 'ঢোল'-জাতীয় বাদ্য, যা কাঁধে ঝুলিয়ে এক-মুখে দুটি কাঠির দ্বারা বাজানো হয়। কেরালার 'কথাকলি' নৃত্যের সঙ্গে এই বাদ্যের ব্যবহার হয়।

৩১. **জগঝম্প**—প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় যুদ্ধে ব্যবহার্য এক-মুখ বিশিষ্ট বাদ্য, যার নিম্নপ্রান্ত অনাচ্ছাদিত এবং বাদ্যটি কাঁধে ঝুলিয়ে পেটের সামনে রেখে ছোট লাঠি-জোড়া দিয়ে বাজানো হতো। যন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে বড় মাপের 'তাসা' বাদ্য। [তাসা দ্রষ্টব্য]

৩২. **জয়ঢাক**—ছোট আকৃতি ঢাক। অন্য মতে, বৃহদাকার ঢাক।

৩৩. **জোড়-ঘাই**—একটি বড় ও ছোট ঢোলের সমন্বয়।

৩৪. **ঝল্লরী**—প্রাচীন ঝর্ঝর-বাদ্য। কাড়া-বাদ্য। [কাড়া দ্রষ্টব্য]

৩৫. **টট্টরী**—একপ্রকার প্রাচীন 'পটহ' শ্রেণীর বাদ্য। [পটহ দ্রষ্টব্য]

৩৬. **টমতী**—ছোট দামামা বা তুম্বকী। [দামামা দ্রষ্টব্য]

৩৭. **টিকারা**—নাগারা সদৃশ বাদ্য। এর ছোট ও বড় দু'রকম আকৃতি থাকে। দু'হাতে দুটি কাঠি দিয়ে বাজানো হয়। [নাগারা দ্রষ্টব্য]

৩৮. **ডক্কা/ডঙ্কা**—একপ্রকার ধাতু-নির্মিত 'ঢাক'। [ঢাক দ্রষ্টব্য]

৩৯. **ডগ্গা**—মাটি-নির্মিত ডুগী বা বাঁয়া, যা তব্‌লার সঙ্গে থাকে।

৪০. **ডফ/ডম্ফ/দফ্**—'খঞ্জরী' বাদ্যের ভিন্ন রূপ। [**খঞ্জরী** দ্রষ্টব্য]

৪১. **ডমরু**—ইংরেজী ''X'' আকৃতির আনদ্ধবাদ্য, দু প্রান্তে চর্মাচ্ছাদন থাকে এবং পেটের কাছে হাত দিয়ে ধরে নাড়ালে দু'পাশে গাঁট-যুক্ত মোটা সূতোর ফিতে দ্বারা আপনি বাজতে থাকে। ডমরু আকারে ছোট হয়।

৪২. **ডমারম**—'কিরিকিট্টি' বাদ্যের অনুরূপ যুগল-বাদ্য; তবে আকারে কিছুটা বড় এবং কাঠের তৈরী এবং কিছুটা বাঁয়া-তব্‌লার সদৃশ। [**কিরিকিট্টি** দ্রষ্টব্য]

৪৩. **ডিণ্ডিম**—ছোট আকারে ঢোল, দুটি মুখ-যুক্ত। বাঁ-হাতে লাঠির সাহায্যে বাম-মুখে এবং ডান-হাত দিয়ে ডান-মুখে মন্দিরের উৎসবাদিতে এবং শোভাযাত্রায় বাজানো হয়। [**ঢোল** দ্রষ্টব্য]

৪৪. **ডুগ্‌ডুগী**—'ডমরু' বাদ্যের অপর নাম। [**ডমরু** দ্রষ্টব্য]

৪৫. **ডুগী**—তব্‌লা-জোড়ার বাঁয়া। ডগ্গা। [**ডগ্গা** দ্রষ্টব্য]

৪৬. **ডোল্‌কি**—দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত মৃদঙ্গ সদৃশ বাদ্য।

৪৭. **ঢক্কা**—ঢাক। এটি প্রকৃতপক্ষে গ্রাম্যবাদ্য। ঢাক গলায় ঝুলিয়ে দু'হাতে কাঠি দ্বারা বাজানো যায় কিংবা মাটিতে দাঁড় করিয়ে এক-মুখে দুটি কাঠি দ্বারা বাজানো যায়।

৪৮. **ঢবস্**—ঢাউস্। প্রাচীন ঢাক-জাতীয় বাদ্য।

৪৯. **ঢাউস**— [**ঢবস্** দ্রষ্টব্য]

৫০. **ঢাক**— [**ঢক্কা** দ্রষ্টব্য]

৫১. **ঢেঁট্‌রা**—ঢেঁরা বা ঢেঁড়া। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ঘোষণা-কার্যের জন্য 'ঢোল' জাতীয় বাদ্য। [**ঢোল** দ্রষ্টব্য]

৫২. **ঢোল**—কাষ্ঠ-নির্মিত দু'মুখ-যুক্ত গ্রাম্য আনদ্ধবাদ্য ডানহাতে মোটা-কাঠি এবং বাঁ-হাতের চেটো ও আঙ্গুল দ্বারা বাজানো হয়। বাদ্যটি মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ স্ফীত।

৫৩. **ঢোলক**—ঢোলের সদৃশ বাদ্য কিন্তু কিছুটা লম্বাটে এবং চর্মাচ্ছাদনে টান রাখার জন্য দাড়ির 'ছোট্', এবং ডান-মুখের কাছে অনেকগুলি ধাতব আংটা থাকে। দুমুখের খালি হাত দিয়ে বাজানো হয়।

৫৪. **ঢোলকি**—দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত ছোট আকারের 'ঢোল'। ['**ঢোল**' দ্রষ্টব্য]

৫৫. **তপট্টাই**—দক্ষিণ-ভারতীয় 'খঞ্জরী'-বাদ্য। [**খঞ্জরী** দ্রষ্টব্য]

৫৬. **তব্‌লা**—উর্ধ্বমুখী চর্মাচ্ছাদন-যুক্ত যুগল আনদ্ধবাদ্য। 'বাঁয়া' বা বাম-হাতে বাদিতব্য

যন্ত্রটির চর্মাচ্ছাদনে একটি পুরু-গাবের প্রলেপ থাকে এবং যন্ত্রটি পোড়ামাটির (আধুনিককালে তামা অথবা নিকেলের) নির্মিত হয়। 'ডাঁয়া' বা ডানহাতে বাদিতব্য যন্ত্রটি কাঠের তৈরী হয় এবং এর চর্মাচ্ছনের মধ্যস্থলে পুরু-গাবের প্রলেপ দেওয়া থাকে। চর্মাচ্ছাদনের দড়ি বা ছোটের টান রাখার জন্য কতগুলি কাঠের গুলি লাগানো থাকে। তব্‌লা শুধু শাস্ত্রীয়বাদ্যই নয়, উপশাস্ত্রীয় ও লঘু-সংগীতের সঙ্গেও এই বাদ্যযন্ত্রটি সংগত করা হয়।

৫৭. **তাভিল**—ঢোল সদৃশ দক্ষিণী কাষ্ঠনির্মিত বাদ্য; বাম-মুখে মোটা শক্ত কাঠি এবং ডান-মুখ হাতের চেটো ও আঙ্গুল দিয়ে বাজানো হয়।

৫৮. তাসা— 'কাড়া' সদৃশ ছোট এক-মুখ বাদ্য গলায় ঝুলিয়ে দুটি কাঠির সাহায্যে বাজানো হয়। এটি যুদ্ধকালীন বাদ্য।

৫৯. **তিমিলা**—'ডমরু' আকৃতির দক্ষিণ-ভারতীয় আনদ্ধবাদ্য, যা গলায় ঝুলিয়ে কিংবা পেটের সামনে বেঁধে যন্ত্রটির চর্মাচ্ছাদিত বাম ও ডান-মুখ যথাক্রমে বামও ডান হাত দিয়ে বাজানো হয়। এটি কাষ্ঠ্যনির্মিত আনদ্ধবাদ্য। [**ডমরু** দ্রষ্টব্য]

৬০. **তুম্বকনারি**—'ঘট' আকৃতির এক-মুখ বিশিষ্ট আনদ্ধ-বাদ্য, যা কোলে রেখে অথবা বগলে চেপে বাজানো হয়।

৬১ **তুম্বকী**—ছোট 'দামামা'। [**দামামা** দ্রষ্টব্য]

৬২. **তুর্য**— [**তুরী** দ্রষ্টব্য]

৬৩. **তুরী**—'ভেরী' জাতীয় বাদ্য। তুর্য। [**ভেরী** দ্রষ্টব্য]

৬৪. **ত্রিবলী**—'নাকারা' জাতীয় বাদ্য। [**নাকারা** দ্রষ্টব্য]

৬৫. **দগর**—দামামা। দণ্ডঢক্কা। দ্রগড়। দড়মসা। দ্রকট। দগ্‌ড়া। অর্ধ নারকেল খোলার মত আকৃতিযুক্ত বাদ্য, যা দুটি লাঠির সাহায্যে বাজানো হয়। [**দামামা** দ্রষ্টব্য]

৬৬. **দণ্ডঢক্কা**— [**দগর** দ্রষ্টব্য]

৬৭ **দমারম্**—একপ্রকার দক্ষিণী 'নাকারা'। 'টিকারা' জাতীয় বাদ্য। [**নাকারা, টিকারা** দ্রষ্টব্য]

৬৮. **দর্দর/দর্দুর**—গান্ধর্বযুগীয় কলস আকৃতির এক-মুখ বিশিষ্ট বাদ্য।

৬৯. **দামামা**— [**দগর** দ্রষ্টব্য]

৬৯. **দুন্দুভি**—'দগর' আকৃতির কাষ্ঠনির্মিত এবং ফাঁপা অংশের ভিতরে কাঁসার পাত বসানো বৈদিকযুগীয় আনদ্ধবাদ্য, যা দুটি বেত-নির্মিত কাঠি বা লাঠির সাহায্যে বাজানো হতো। [**দগব** দ্রষ্টব্য]

৭০. **দেব-দুন্দুভি**—দুন্দুভির প্রকার-ভেদ। [**দুন্দুভি** দ্রষ্টব্য]

৭১. **নাকাড়া**—শাহ্‌নাই-এর সঙ্গে সহযোগী আনদ্ধ-বাদ্য 'কাড়া-নাকারা'-র বাম-হাতে বাদিতব্য আনদ্ধযন্ত্র। [**কাড়া** দ্রষ্টব্য]

৭২. **নিঃসাণ**—চামড়ার ফিতে দিয়ে তৈরী লাঠির সাহায্যে বাদিতব্য 'দামামা' জাতীয় বাদ্য। **[দামামা দ্রষ্টব্য]**

৭৩. **পখাওয়াজ**—কাষ্ঠনির্মিত মৃদঙ্গ-জাতীয় বাদ্য, যার ডানমুখে গাব এবং বামমুখে আটার প্রলেপ দেওয়া হয়। এটি প্রাচীন 'পটহ' বা মুসলিম সংগীতগুণীদের মতে 'আওয়াজ'-এর নবীন সংস্করণ। মধ্যযুগীয় অভিজাত সংগীত-সমাজে অন্যতম প্রধান আনদ্ধবাদ্য। বাদ্যটিকে প্রাচীনকালে (যখন নাম ছিল 'পটহ') কাঁধে ঝুলিয়ে এবং পরে কোলে বসিয়ে দুটি হাত দিয়ে বাজানো হতো।

৭৪. **পঞ্চমুখ-বাদ্যম্**—বড় কলস-আকৃতির পাঁচটি চর্মাচ্ছাদিত মুখ-যুক্ত আনদ্ধবাদ্য, যা হাত দ্বারা বাদিতব্য।

৭৫. **পটহ**—গান্ধর্বযুগীয় একপ্রকার 'মৃদঙ্গ' জাতীয় বাদ্য। পটহের দুটি প্রকার-ভেদ ছিল, যথা—(১) **মার্গ-পটহ** এবং (২) **দেশী-পটহ**। মার্গ-পটহ ছিল আকারে বড় এবং হাত ও কাঠিদ্বারা বাদিতব্য। অন্যদিকে দেশী-পটহ ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট এবং তা দু'হাত দ্বারা বাদিতব্য। অনেকে মনে করেন, দেশী-পটহ বিবর্তিত হয়ে মধ্যযুগীয় 'পখাওয়াজ' বাদ্যে রূপান্তরিত হয়। মধ্যযুগে একে '**অড্ডাবজ**' বলা হতো।

**[মৃদঙ্গ, পখাওয়াজ দ্রষ্টব্য]**

৭৬. **পণব**—গান্ধর্বযুগীয় আনদ্ধবাদ্য, যার মধ্যস্থল কৃশ (ডমরু-আকৃতির) এবং দুটি মুখের মধ্যে বড় মুখটি চর্মাচ্ছাদিত ও শীর্ণকায় অপর-মুখটি খোলা থাকতো। বড় মুখাটিতে দুহাত দ্বারা বাজানো হতো।

৭৭. **পম্বাই**—জোড়ঘাই। **[জোড়ঘাই দ্রষ্টব্য]**

৭৮. **পুষ্কর-বাদ্য**—গান্ধর্ব-সংগীতের যুগে যাবতীয় চর্মাচ্ছাদিত আনদ্ধবাদ্যকে বলা হতো পুষ্কর-বাদ্য। পরবর্তীকালে দু-মুখ বিশিষ্ট 'পটহ' শ্রেণীর বাদ্যকে ওই নামে অভিহিত করা হতো। **[পটহ দ্রষ্টব্য]**

৭৯. **ভেরী**—গান্ধর্বযুগীয় আনদ্ধবাদ্য। এর আকৃতি বড় 'ঢোল' সদৃশ। বাম-মুখ হাত দিয়ে এবং ডান-মুখ ছোট লাঠি দিয়ে বাজানো হয়। **[ঢোল দ্রষ্টব্য]**

৮০. **মণ্ডিডক্কা**—প্রাচীন একপ্রকার ঢাক।

৮১. **মর্দল**—গান্ধর্বযুগের একপ্রকার মৃদঙ্গ। উপজাতিদের গীতে কিংবা নৃত্তে ব্যবহার্য একপ্রকার ঢোলক-জাতীয় বাদ্য, যার বাম ও ডান-মুখ হাত দিয়ে বাজানো হয়।

৮২. **মহানাগড়া**—বৃহৎ আকারের 'নাগাড়া'। **[নাগাড়া দ্রষ্টব্য]**

৮৩. **মহামৃদঙ্গ**—বৃহৎ আকারের 'পখাওয়াজ' বা 'মৃদঙ্গ'। **[পখাওয়াজ, মৃদঙ্গ দ্রষ্টব্য]**

৮৪. **মুরজ**—গান্ধর্বযুগীয় 'উর্ধ্বক' শ্রেণীর একপ্রকার 'মৃদঙ্গ'। **[উর্ধ্বক ও মৃদঙ্গ দ্রষ্টব্য]**

৮৫. **মৃদঙ্গ**—অতি প্রাচীনকালে পোড়ামাটির তৈরী যে-কোনো আনদ্ধবাদ্যকেই 'মৃদঙ্গ' বলা হতো। পরে হাত ও আঙ্গুলি দ্বারা বাদিতব্য দু'মুখ-যুক্ত এবং পোড়ামাটি ও কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত শাস্ত্রীয় আনদ্ধবাদ্যগুলিকে 'মৃদঙ্গ' গোষ্ঠির আনদ্ধবাদ্য রূপে চিহ্নিত করা

হয়। ফলে, দেশী পটহ, পখাওয়াজ, দক্ষিণী মৃদঙ্গ, শ্রীখোল প্রভৃতি সকল আনদ্ধবাদ্যকেই চলিত কথায় 'মৃদঙ্গ' বলার রীতি দেখা যায়।

৮৬. **মোড়া**—মণ্ডিডক্কা। মড্ডক। [**মণ্ডিডক্কা** দ্রষ্টব্য]

৮৭. **রুঞ্জা**—গান্ধর্বযুগীয় বৃহদাকার 'ডমরু' জাতীয় বাদ্য। [ডমরু দ্রষ্টব্য]

৮৮. **হুডুক্কা**—গান্ধর্বযুগীয় বৃহদাকার 'ডমরু' জাতীয় বাদ্য। [ডমরু দ্রষ্টব্য]

(ii) **ঘন-বাদ্য ঃ**

১. **কম্রা**—১$^{১}/_{২}$ ইঞ্চি চওড়া ও ৯ ইঞ্চি লম্বা মাপের দু'জোড়া বাঁশের টুকরো নির্মিত বাদ্য, যা প্রত্যেক হাতে দুটি করে স্থাপন করে 'খত্তাল'-এর মতন বাজানো হতো। [মন্দিরা দ্রষ্টব্য]

২. **করতাল**—খঞ্জনী। কাঁসা বা পিতল দিয়ে তৈরী দুটি ছোট ছোট গোলাকার কিনার বিহীন থালা সদৃশ বাদ্য। মধ্যাংশে নিচু এবং একটি করে ফুটো থাকে যার মধ্য একটি দড়ির সাহায্যে বাদ্য দুটিকে একত্রে আটকানো থাকে।এক অনেকে 'খত্তাল' বা 'খর্তাল'-ও বলেন।

৩. **কাংস্য-তাল**—কাঁসা দ্বারা নির্মিত পদ্মপাতা সদৃশ একজোড়া তাল-বাদ্য। এক এক হাতে একটি করে বাদ্য ধরে 'মন্দিরা'-র মতন বাজানো হয়। [মন্দিরা দ্রষ্টব্য]

৪. **কাষ্ঠ-তরঙ্গ**—কাঠ-তরঙ্গ্। ২২ অথবা ২৪টি কাঠের টুকরো (সুরেলা ধ্বনি উৎপাদক) একটি বড় কাঠের ফ্রেমে বসানো থাকে। দুটি মাঝারি আকারের কাঠি দিয়ে বাজানো হয়। এটি কিন্তু তাল বা ছন্দ-রক্ষাকারী বাদ্য নয়। এতে গানের সুর বাজে।

৫. **কাঁসর**—বৃহদাকার 'কাঁসি' যা একটি ছোট লাঠির সাহায্যে বাজানো হয়।

৬. **কাঁসি**—কাঁসার তৈরী ও কিনারা-যুক্ত ছোট থালার আকৃতি বিশিষ্ট বাদ্য, যা ঢোল বা ঢাকের সহযোগী তাল-রক্ষাকারী বাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৭. **কিঙ্কিনী**—ঘুঙুর।

৮. **ক্ষুদ্র-ঘন্টিকা**—ছোট আকৃতির ঘন্টা। [ঘন্টা দ্রষ্টব্য]

৯. **খঞ্জনী**—'মন্দিরা'-র প্রকার-ভেদ। [মন্দিরা দ্রষ্টব্য]

১০. **খট্তাল**—করতাল। চিন্তলা। [করতাল দ্রষ্টব্য]

১১. **খমক্**—গোপীযন্ত্র। সাধারণত বাউল-গায়কগণ এটি ব্যবহার করে থাকেন।

১২. **খর্তাল/খত্তাল/খর্তাল/খট্তাল**— [করতাল দ্রষ্টব্য]

১৩. **ঘড়ি**—কাঁসার মোটা পাত দ্বারা তৈরী কিনারা-বিহীন বড় ঘন্টা যা কাঠের হাতুড়ী দিয়ে মন্দিরের পার্বণ উপলক্ষে বাজানো হয়। [ঘন্টা দ্রষ্টব্য]

১৪. **ঘন্টা**—উঁচু পাড়-যুক্ত কাঁসার তৈরী থালা সদৃশ বাদ্য, যা বাঁ-হাতে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে ডান হাতে লাঠি বা কাঠের দণ্ড দ্বারা বাজানো হয়। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত 'ঘন্টা'-র নানা প্রকার-ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

যেমন—**ঝুলানো ঘন্টা, হাত-ঘন্টা, গঙ্, ঝাঁঝর, টম্‌টম্, সেমু** প্রভৃতি। ঝুলানো ঘন্টা ব্যতিত সকলের মধ্যে একটা আকৃতিগত সাম্য রয়েছে। কেবল ঝুলানো ঘন্টার আকৃতি বিরাট কল্কে-ফুলের মতন হয়, ভেতরেএকটি সীসের পিণ্ড ঝোলানো থাকে, যা বাদক নিচে থেকে পিণ্ডের সঙ্গে আটকানো দড়িকে এপাশ-ওপাশ নাড়িয়ে বাজায়।

১৫. **ঘুঙুর**—আঙ্গুর-ফল সদৃশ কাঁসা বা পিতল নির্মিত ছোট ছোট ঘন্টা, যা নর্তক-নর্তকীরা পায়ে বেঁধে নাচের তাল বা ছন্দরক্ষা করেন।

১৬. **চিন্তলা**—লৌহ নির্মিত বড় আকারের 'করতাল', যা দক্ষিণ-ভারতে দেখা যায়। [**করতাল** দ্রষ্টব্য]

১৭. **চিপ্‌লা**—দুটি কাষ্ঠখণ্ডে নূপুর লাগানো দক্ষিণী 'কম্রা' জাতীয় বাদ্য। [**কম্রা** দ্রষ্টব্য]

১৮. **চেন্নল**—দক্ষিণ-ভারতের কাঁসর-বাদ্যের একটি প্রকার। [**কাঁসর** দ্রষ্টব্য]

১৯. **জয়ঘন্টা**—একপ্রকার 'ঘন্টা' যা পুরু কাঁসর তৈরী এবং যার প্রান্তদেশে কিনার নেই। [**ঘন্টা** দ্রষ্টব্য]

২০. **জলতরঙ্গ**—চিনেমাটির তৈরী কতগুলি কাপ যাতে সুরেলা স্বর উৎপাদনের জন্য কম-বেশী জল ভরা থাকে এবং যা দুটি কাঠির সাহায্যে বাজানো হয়।

২১. **ঝাঁঝর/ঝঞ্ঝা**—কাঁসার তৈরী গোলাকার চওড়া কিনার-যুক্ত বড় থালা সদৃশ বাদ্য, যার মধ্যস্থল কিঞ্চিৎ উঁচু এবং যা কাঠের ছোট মুগুর দিয়ে বাজানো হয়।

২২. **তাল**—খুব ছোট আকারের 'করতাল' জাতীয় বাদ্য। [**করতাল** দ্রষ্টব্য]

২৩. **নূপুর**—কাঁসা অথবা রুপোর তৈরী ছোট ছোট মটর দানার মতন ঘুঙুর সদৃশ, যা স্ত্রী লোকেরা এবং নর্তকীরা পায়ের গোছে পরেন। নূপুরের ভেতরে ছোট লোহার বল থাকে।

২৪. **ব্রহ্মতালম্**—দক্ষিণ-ভারতের বৃহদাকার 'তাল' বাদ্য। [**তাল** দ্রষ্টব্য]

২৫. **মন্দিরা**—পুরু কাঁসার তৈরী ছোট ছোট দুটি বাটি যা করতালের মতন বাজানো হয় নৃত্য অথবা গীতের সঙ্গে।

২৬ **শিঞ্জিনী**—নূপুর।

২৭. **শুক্তি-বাদ্য**—সর্প কিংবা হরিণের সিং সদৃশ কাঁসা অথবা লোহার তৈরী ঘর্ষণ-বাদ্য। সরল অথবা তির্যক্ দাগ-কাটা লোহার দণ্ড দিয়ে ঘর্ষণ করে বাজানো হতো। প্রাচীনকালে সাধারণ লোক একে 'কিরিকট্ট' বলতো।

২৮. **সেমক্কলম্**—দক্ষিণ-ভারতের 'ঘড়ি' বাদ্য। [**ঘড়ি** দ্রষ্টব্য]

# ম

**মকরন্দ-তাল**—১৬-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মকরন্দকীর্তি-তাল**—১৭-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মুকুন্দ-তাল**—২০-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মগধ/মাগধ তাল**—২৩-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ম-গণ**— [গণ দ্রষ্টব্য]

**মঙ্গল-তাল**—

**মঞ্চ-তাল**—প্রাচীন মইতালের উচ্চারণ বিকৃতি। [মঠ্যতাল, তাল দ্রষ্টব্য]

**মট্ট-তালম্**—মঠ্য-তাল বা মঠ্যতালের কর্ণাটকী উচ্চারণ। ১টি লঘু, ১টি দ্রুত ও ১টি লঘু তালাঙ্গ-যুক্ত [IOI] কর্ণাটকী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মড্‌ডু/মড্‌ডুক**—বড় আকৃতির 'ডমরু' বাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**মণ্ঠক-তাল**—প্রাচীন প্রবন্ধ-সংগীতে ব্যবহার্য ৩২-মাত্রা-যুক্ত মণ্ঠ-তাল। মণ্ঠক বা মণ্ঠ-তালের ১০-প্রকার ভেদ ছিল, যথা—**মণ্ঠ** (৩২ মাত্রা), **বৈকল্পিক মণ্ঠ** (১৮-মাত্রা), **মুদ্রিত-মণ্ঠ** (৩২ মাত্রা), **অন্য-মণ্ঠ** (৩২-মাত্রা) **জয়প্রিয়-মণ্ঠ** (১৬ মাত্রা), **মঙ্গল-মণ্ঠ** (১৬ মাত্রা), **সুন্দর-মণ্ঠ** (১৬ মাত্রা), **কলাপ-মণ্ঠ** (১৩ মাত্রা), **কমল-মণ্ঠ** (৯ মাত্রা), **বল্লভ-মণ্ঠ** (২০ মাত্রা)। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মণ্ঠিকা-তাল**—১৩, ১৪ বা ২২-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মণ্ডরী-তাল**— অপ্রচলিত তাল বিশেষ।

**মণ্ডক-তাল**—৬-মাত্রার কীর্তনাঙ্গ অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মতঙ্গ-তাল**—২০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মতঙ্গক্রীড়া-তাল**—২৫-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মত্ত-তাল**—৯ বা ১৮ মাত্রার অল্প প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মত্তযন্মুখ-তাল**—৯-মাত্রার অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মত্তকেশরী-তাল**—১৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মত্তবিজয়-তাল**—১৩-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মত্তাপণ-তাল**—৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মদন-তাল**—৬ বা ১২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মদনদোলা-তাল**—২২-মাত্রার অল্পপ্রচলিত কীর্তনাঙ্গের তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মদনমোহন-তাল**—২৯-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মধুমতী**—একপ্রকার 'গতিছন্দ' বিশেষ। [গতিছন্দ দ্রষ্টব্য]

**মধুর-তাল**—৭-মাত্রার কর্ণাটকী তাল। এই তালের অপর নাম **'হয়-তাল'** এবং চতস্র জাতির **'ঝম্প-তাল'** (I O)। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মধুমালতী-তাল**—১৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মধ্য-তাল**—৮, ১০ বা ১৫-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। ৮-মাত্রার মধ্য-তালের অপর নাম **'মহাবজ্র-তাল'**। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মধ্যমান-তাল**—১৬-মাত্রার অল্প-প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মধ্যলয়**—তালের স্বাভাবিক লয় বা 'ঠা' লয়। [লয় দ্রষ্টব্য]

**মধ্যম বাদক**—উত্তম-বাদকের কয়েকটি কম গুণ-সম্পন্ন। [উত্তম-বাদক, বাদক দ্রষ্টব্য]

**মনসি-তাল**—২১-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মণি-তাল**—১১-মাত্রার কর্ণাটকী তাল। এ্যস্র-জাতির **'ধ্রুব-তাল'**। এর অপর নাম **'পিক-তাল'**। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মনোজ-তাল**—৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মনোজ্ঞবনমালিক**—২৪-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মনোরম-তাল**—৩৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মন্মথ-তাল**—২০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মন্দিরা**—এক প্রকার তাল বাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**মনুদার**—চার প্রকার লরি-জাতির অন্যতম। [লরি-জাতি, জাতিদ্রষ্টব্য]

**মন্দ্র**—মৃদঙ্গ বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**মন্দ**—ছয়প্রকার ঠেকা-জাতির অন্যতম। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মন্দ্রধ্বনি**—মৃদঙ্গের নাদ।

**মন্টক-তাল**—৪৮-মাত্রার কীর্তনাঙ্গে অল্পপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ময়দান/মৈদান**—বাঁয়া-তব্‌লার 'কিনার' ও 'স্যাহী'-র (কালো রঙের গাব) মধ্যবর্তি সাদা রঙের চর্মাচ্ছাদন। লব। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**ময়ূর-তাল**—১০, ১৭, বা ২০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মর্দল**—মৃদঙ্গ। শ্রীখোল। মাদল। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**মরীচী-তাল**—২৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মল্ল-তাল**—২১-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মল্ল-তূর্য**—প্রাচীনকালের যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার্য একপ্রকার রণবাদ্য। প্রবল এবং গম্ভীর ধ্বনি। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**মল্লিকা-তাল**—একপ্রকার অপ্রচলিত তাল।

**মল্লিকামোদ-তাল**—১৬-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মহড়া**—আনদ্ধবাদ্যাদির প্রাবন্তিক বাদন। মুখড়া। মহলা।

**মহা-কুআড়ী**—আনদ্ধবাদ্যাদি বাদনকালে চারমাত্রাকে সাত মাত্রায় প্রকাশ করা। (এ ব্যাপারে মতভেদ আছে।) [লয় দ্রষ্টব্য]

**মহাভম্ভ**—রণবাদ্য বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**মহানট-তাল**—১৪ বা ১৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মহানাগরা**—বৃহদাকার দুন্দুভী জাতীয় আনদ্ধ বাদ্য, যা বেত্রদণ্ড বা চর্মদণ্ড দ্বারা বাজানো হয় এবং মন্দিরাদিতে ব্যবহার হয়। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**মহামন্টক-তাল**—৯৬-মাত্রার অপ্রচলিত কীর্তনাঙ্গ তালা। [তাল দ্রঃ]

**মহা-বিআড়ী/মহা-বিড়াড়ী**—আনদ্ধবাদ্যাদি বাদনকালে চার-মাত্রাকে নয়-মাত্রায় প্রকাশ করা। (এ বিষয়ে মতভেদ আছে) অলপৎ। [লয় দ্রষ্টব্য]

**মহাব্রজ-তাল**— ১২ বা ২০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। ৮-মাত্রার তালের কর্ণাটকী নাম '**মঠ্য**'। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মহেশ-তাল**—৯-মাত্রা বিশিষ্ট অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মহাসেন-তাল**—২০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মাইফিল্**—পারসিক 'মেহ্‌ফিল্' শব্দের অপভ্রংশ, যার অর্থ সংগীত-সভা, সংগীতাসর, সংগীত-উৎসব, জল্‌সা প্রভৃতি।

**মাঁঝ**—মধ্যস্থান। মঞ্জী। তাল-আবর্তনের মধ্যবর্তি স্থান।

**মাঁড়িয়া**—মাটির 'বাঁয়া' তব্‌লা। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**মান্‌ঝাদার**—মঞ্জীদার তাল-আবর্তনের মধ্যবর্তি স্থানের বৈশিষ্ট্য। তিনবার আবৃত্ত কোনো বোলের মধ্যবর্তি অংশ, যেখানে পৃথক ছন্দ প্রদর্শিত হয়।

**মাঠ-লয়**—কীর্তন গানের বিলম্বিত লয় বিশেষ।

**মাতঙ্গ-তাল**—কর্ণাটকী ৮-মাত্রার তাল। চতস্র জাতির **ত্রিপুট** তাল। এর অপর নাম '**আদি-তাল**'। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মাতন/মাতান**—কীর্তন গানের 'আখর'-এর সঙ্গে শ্রীখোল-বাদ্য সংগতকালে নৃত্যের ভাব-প্রকাশ নানাপ্রকার বোল্‌ছন্দ বা দ্রুত পরণ। ভাঙ্গ্‌তি।

**মাতৃকা-তাল**—৪২-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মাত্রা**—তালের সময়-পরিমাপক একক বিশেষ। অতি প্রাচীনকালে গান্ধর্ব বা মার্গ তালের সবচেয়ে ছোট্ একক ছিল লঘু (I), যা 'ক-চ-ট-ত-প' এই পাঁচটি বর্ণ বা অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণ কালের সমান। পরবর্তীকালে 'দেশী' তালের যুগে লঘিষ্ঠ একক ছিল দ্রুত-মাত্রা (O), যা, দু'টি বর্ণ বা অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণের সময়-কাল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে হিন্দুস্থানী সংগীতের যুগে মাত্রার তিন প্রকার রূপ প্রচারিত হয়, যথা—বিলম্বিত-মাত্রা, মধ্যলয়ের মাত্রা এবং দ্রুতলয়ের মাত্রা। ফলে, যে-কোনো তাল মধ্যলয়ে যত মাত্রার হয়, বিলম্বিত ও দ্রুতলয়েও একই সংখ্যক মাত্রা থাকে। [দশ-প্রাণ দ্রষ্টব্য]

**মাত্রা-কলা**—প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ এবং দেশী তালপদ্ধতিতে তালগুলি 'তালাঙ্গ' দ্বারা বোঝানো হতো। সেই তালাঙ্গের (যেমন, দ্রুত, দ্রুত-বিরাম, লঘু-বিরাম, গুরু, প্লুত প্রভৃতি) মাত্রা-সংখ্যা 'মার্গ' অনুসারে নির্দিষ্ট হতো, যাকে প্রাচীন পরিভাষায় 'মাত্রা-কলা' বলা হতো। [দশ-প্রাণ দ্রষ্টব্য]

**মাত্রা-গণ**— [গণ দ্রষ্টব্য]

**মাত্রা-বিভাগ**—তালের বিভিন্ন প্রকার মাত্রার স্থায়ীত্ব। যেমন— লঘু-মাত্রাকে (I) একক ধরলে; লঘু=১ মাত্রা, গুরু=২ মাত্রা, প্লুত = ৩ মাত্রা, কাকপদ=৪ মাত্রা, হংসপদ=৮ মাত্রা, মহা-হংসপদ=১৬ মাত্রা, দ্রুত = $\frac{১}{২}$ মাত্রা, অনুদ্রুত = $\frac{১}{৪}$ মাত্রা, ত্রুটি = $\frac{১}{৮}$ মাত্র, কলা= $\frac{১}{১৬}$ মাত্রা ... ইত্যাদি। [লঘু দ্রষ্টব্য]

**মাথট**—কীর্তন গানে 'মাতন' বা 'মাতান' বাজানোর পর 'তিহাই' বা 'তিহাই' বাজিয়ে 'সম্' প্রদর্শনের পর পুনরায় বিলম্বিত লয়ে প্রবেশ কবা। এর অপর নাম 'কাটাসোম'। [মাতন, **তিহাই**, সম্ দ্রষ্টব্য]

**মাদল**—সংস্কৃত 'মর্দল' শব্দের বিকৃত রূপ। ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসীদের আনদ্ধবাদ্য বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**মাদ্দাতি**—দু'প্রকার পড়াল-জাতির অন্যতম। [পড়াল-জাতি, জাতি দ্রষ্টব্য]

**মাদী**—'ডাঁয়া' তব্‌লা। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**মান$_১$**—পরিমাণ। কীর্তনের 'মূর্ছন' বাদ্য। কীর্তনের 'মাতন' বাজানোর পর 'সম'-এ এসে পড়ার আগে নানা ছন্দ-সৃষ্টি। তালের বিভাগ বোঝানোর জন্য হস্তক্রিয়া বিশেষ। তালের দুটি ক্রিয়ার মধ্যবর্তিকালিন বিরাম বিশেষ। তালের বিশ্রাম কালে সশব্দ ও নিঃশব্দ হস্তক্রিয়ার সাহায্যে তালের বিভাগ প্রদর্শন।

**মান$_২$-তাল**—৮-মাত্রার কর্ণাটকী তাল। কর্ণাটকী চতস্র জাতির **এক-তাল**। এর অপর নাম **'অজ্ঞি-তাল'**। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মায়ুরী**—ভরতমুনি লিখিত 'নাট্যশাস্ত্র' (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দ) গ্রন্থে বর্ণিত 'মার্জনা' বা আনদ্ধবাদ্যাদির সুর মেলানোর অর্থাৎ ছড় বা ছোট্-এর টান কমানো-বাড়ানোর একটি প্রকার বিশেষ। [মার্জনা দ্রষ্টব্য]

**মার্গ$_১$**—গান্ধর্ব সংগীত, যাতে কোনো একটি তালের অবয়বকে নির্দিষ্ট নিয়মে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানো হতো। গান্ধর্ব ও দেশী সংগীতের যুগে মার্গ নানা প্রকার হতো। যেমন— নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত সুপ্রাচীন গান্ধর্ব-সংগীতে 'মার্গ' ছিল ৩-প্রকার, যথা—

(ক) **চিত্রমার্গ** যেখানে তাল-বিভাগের একটি 'কলা' অর্থাৎ গুরু-মাত্রার (S) মান ২টি লঘু-মাত্রার বা ১০টি অক্ষর বা বর্ণের দ্রুত উচ্চারণ-কাল ধরা হতো।

(খ) **বার্তিক-মার্গ** বা **বৃত্তি-মার্গ**, যেখানে একটি 'কলা'-র মান ৪টি লঘু-মাত্রার বা ২০টি অক্ষর বা বর্ণের দ্রুত উচ্চারণ-কাল বোঝাতো।

(গ) **দক্ষিণ-মার্গ**, যেখানে একটি 'কলা'-র মান ৮টি লঘু-মাত্রার বা ৪০টি অক্ষর বা বর্ণের দ্রুত উচ্চারণ-কালের সমান হতো।

পববর্তিকালে 'সংগীত-রত্নাকর' গ্রন্থের লেখক শার্ঙ্গদেব **'ধ্রুব-মার্গ'** নামক আরেকটি মার্গের কথা উল্লেখ করেছেন, যার একটি 'কলা' ১-লঘুব সমান হতো, অর্থাৎ চিত্রমার্গের দ্বিগুণ দ্রুতগতি বিশিষ্ট হতো।

অনেক পরে **চিত্রতর, চিত্রতম, অতি-চিত্রতম** ইত্যাদি কিছু অবচীন মার্গ 'দেশী' তালের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয় যাদের মাত্রা-কাল নিয়ে অনেক মত লক্ষ্য করা যায়। তথাপি, প্রাচীন ধ্রুবমার্গ এবং চিত্রতর মার্গ প্রায় একই ব্যাপার বলা যায়. অর্থাৎ ধ্রুবমার্গকে যদি আধুনিক হিন্দুস্থানী তালের মধ্যলয় বিশিষ্ট মাত্রা-মান ধরা যায়, তাহলে চিত্রতর-মার্গও তাই বোঝায়। এই অনুসারে, চিত্রতম-মার্গ হবে দ্রুতলয়ের মাত্রা এবং অতি-চিত্রতম মার্গ হবে অতি দ্রুতলয়ের মাত্রা। [**দশপ্রাণ** দ্রষ্টব্য]

**মার্গ২**—আনদ্ধবাদ্যাদি বাদনের জন্য নানাপ্রকার আঘাত, যার দ্বারা নানাপ্রকার হস্তপাট বা বোল্ সৃষ্টি হয়। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে চার-প্রকার এই শ্রেণীর মার্গের কথা বলা হয়েছে, যেমন— ১. অড্ডিত মার্গ, ২. আলিপ্ত মার্গ, ৩. বিতস্ত মার্গ, এবং ৪. গোমুখ মার্গ।

**মার্গ-তাল**—সুপ্রাচীন গান্ধর্ব-তাল, যাতে প্রাচীন চিত্রমার্গ, বার্তিক-মার্গ, দক্ষিণ-মার্গ প্রভৃতির সাহায্যে তালের অবয়ব হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানো হতো এবং এই তালগুলি প্রাচীন গান্ধর্ব গীত-বাদ্য-নৃত্যে প্রযুক্ত হতো। মার্গ-তাল তালের ১০টি লক্ষণ বা 'দশ-প্রাণ' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। প্রাচীন মার্গ-তালের পাঁচটি নাম ছিল, যথা—১. চচ্চৎপুটঃ, ২. চাচপুটঃ, ৩. ষট্পিতাপুত্রকঃ বা পঞ্চপাণি, ৪. সংপক্বেষ্টাকঃ, ৫. উদ্ঘট্ট।

মার্গ-তালের আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যথা—

(ক) এই শ্রেণীর তালের কোনো নির্দ্দিষ্ট ঠেকা ছিল না, (খ) গায়ক মার্গতালাশ্রিত গীত পরিবেশন কালে সশব্দ ও নিঃশব্দ হস্তক্রিয়া করতো; (গ) আনদ্ধবাদ্যাদিতে মার্গতাল বাদনের সময় একজন কাংস্য-তালবাদক (কীর্তনে যেমন খঞ্জনী বাদক থাকে) তালের কলা বা বিভাগ প্রদর্শন করতো; (ঘ) 'দেশী' তালের মতন গতিছন্দের প্রাধান্য ছিল না, ছিল মাত্রার আধিপত্য। [তাল **দশপ্রাণ** দ্রষ্টব্য]

**মার্জনা১**—প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ-সংগীতের যুগে নাট্যসংগীতে প্রযোজ্য আনদ্ধবাদ্যাদির 'ছোট'-এর টান হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে সুরে মেলানো। 'মার্জনা' চার প্রকার হতো, যথা—

১. **মায়ূরী** : মৃদঙ্গের ডানমুখকে 'সা' স্বরে, বামমুখকে 'গা' স্বরে এবং '**উর্ধ্বক**' জাতীয় [আধুনিকালের কঙ্গো, বঙ্গো, তব্‌লার মতন চর্মাচ্ছাদন যাদের **উর্ধ্বমুখী**] আনদ্ধ বাদ্যাদিকে 'মা' স্বরে বাঁধা।

২. **অর্ধমায়ূরী** : মৃদঙ্গের ডানমুখকে 'রি' স্বরে, বামমুখকে 'সা' স্বরে এবং '**উর্ধ্বক**' শ্রেণীর আনদ্ধবাদ্যাগুলিকে 'ধা' স্বরে বাঁধা।

৩. **কর্মারবী** : মৃদঙ্গের ডানমুখকে 'সা' স্বরে, বামমুখকে 'রি' স্বরে এবং উর্ধ্বক শ্রেণীর আনদ্ধবাদ্যগুলিকে 'পা' স্বরে বাঁধা।

৪. **আলিঙ্গ্য** : আলিঙ্গ্য শ্রেণীর আনদ্ধবাদ্যাদিকে [অর্থাৎ যেসব বাদ্য গলায় ঝুলিয়ে বাজানো হয়] 'নি' স্বরে বাঁধা।

**মার্জনা২**—মৃদঙ্গাদি আনদ্ধবাদ্যের চর্মাচ্ছাদনে মৃত্তিকা লেপন অর্থাৎ 'গাব' বা 'খিরণ' লেপন।

**মিতি**—মাপ। মান। সাযুজ্য। পরিমাণ।

**মিথিলেশ-তাল**—২০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মিরাসী/মীরাসী**—বংশগত সংগীত-ব্যবসায়ী এবং যাঁরা অনুকরণের মাধ্যমে অপ্রথাগতভাবে সংগীত শিক্ষা করেন (মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে)। অবশ্য এই সম্প্রদায়ের কোনো কোনো ব্যক্তি নিজ প্রচেষ্টায় সংগীত সম্পর্কে প্রভূত কোন অর্জন করেছেন। হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শ্রেণীর সংগীতশিল্পীদের 'ঢাঁড়ী' বলা হতো। [ঢাঁড়ী দ্রষ্টব্য]

**মির্‌তাই**—প্রস্বন। তালের যে-স্থানে ঝোঁক সবচেয়ে বেশি থাকে, অর্থাৎ 'সম্'।

**মিশ্র**—চার প্রকার সাথ-জাতির অন্যতম। [সাহ-জাতি জাতি দ্রষ্টব্য]

**মিশ্র জাতি**—তালের জাতি বিশেষ। হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে তাল-বিভাগের মাত্রা-সংখ্যা বিষম প্রকৃতির হলে মিশ্রজাতির তাল বলা হয়। যেমন, ধমার-তাল (৫।২।৩।৪)। কিন্তু কর্ণাটকী পদ্ধতিতে তালের লঘু-অঙ্গের (I) মান ৭-অক্ষরকাল বা মাত্রা হলে মিশ্র-জাতির তাল রূপে স্বীকৃত হয়। সংগীত-রত্নাকর গ্রন্থের 'তালাধ্যায়' থেকে প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ তালের মিশ্র-জাতির সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা না গেলেও বোঝা যায় যে, ৭-মাত্রা দ্বারা বিভাজ্য তালগুলিই মিশ্র-জাতির অন্তর্ভূক্ত ছিল। [তাল-জাতি, দশপ্রাণ দ্রষ্টব্য]

**মিশ্র-তাল**—২৮-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মিশ্রবর্ণ-তাল**—৭১-মাত্রার প্রাচীন এবং অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মুক্তধ্বনি**— [খুলি দ্রষ্টব্য]

**মুখ১**—ধর্‌তাই। 'লহরা' বাদনে কোনো তালের এক আবর্তনে সহায়ক বাদ্যযন্ত্রের (হারমোনিয়াম বা সারঙ্গী) সুর বা 'নগ্‌মা'। [লহরা, নগ্‌মা দ্রষ্টব্য]

**মুখ২**—আনদ্ধবাদ্যাদির চর্মাচ্ছাদনের অংশ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**মুখ৩**—পাঁচ প্রকার কায়দা-জাতির অন্যতম। [কায়দা-জাতি, জাতি দ্রষ্টব্য]

**মুখড়া**—তালের প্রারম্ভিক অংশ। তালের ঠেকা বাজাবার আগে ফাঁক্ থেকে সম্ কিংবা সম্ থেকে সম্ পর্যন্ত বোলবিন্যাস বাজানো হয়। 'তিহাই' বা তেহাই-যুক্ত বা তেহাই-বিহীন 'মোহরা'। [লহরা, মোহরা দ্রষ্টব্য]

**মুচকুন্দ-তাল**—৩৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মুদি**—'মুদ্রিত' শব্দের অপভ্রংশ। হাতের চেটো এবং আঙ্গুল দ্বারা আনদ্ধবাদ্যাদিতে অল্প আঘাত করার পর, হাত বাদ্যযন্ত্র থেকে না সরিয়ে, যে ধ্বনি উৎপাদন করা হয়। একে 'চাপা'-ও বলে।

**মুবন-তাল**—২৯-মাত্রার কর্ণাটকী তাল। সংকীর্ণ জাতির 'ধ্রুব'-তাল। অপর নাম 'ধার-তাল'। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মুরজ**—গান্ধর্ব-সংগীতের যুগে প্রাচীন মৃদঙ্গ বিশেষ। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**মুশ্‌কিলাৎ**—[পারসিক শব্দ 'মুশ্‌কিল' থেকে উৎপন্ন] কঠিন। অত্যন্ত অনুশীলন সাপেক্ষ। জটিল।

**মূর্চ্ছন/মূর্চ্ছনা**—কীর্তন গানে শ্রীখোল-বাদ্য সংগত করার সময়ে 'মাতন' বাদনের অন্তিম অবস্থা। [মাতন দ্রষ্টব্য]

**মৃগী**—একপ্রকার 'গতিছন্দ' বিশেষ। [গতিছন্দ দ্রষ্টব্য]

**মৃজ**— [মুরজ দ্রষ্টব্য]

**মৃদঙ্গ**—প্রাচীনকালে 'মৃৎ' বা পোড়ামাটি নির্মিত সকল আনদ্ধবাদ্যকেই মৃদঙ্গ-বাদ্য রূপে অভিহিত করা হতো। পরবর্তীকালে অভিজাত সংগীতের সঙ্গে তাল-রক্ষা ও তাল-সংগত করার জন্য মৃত্তিকা অথবা কাষ্ঠনির্মিত দু'মুখ-যুক্ত প্রধান আনদ্ধবাদ্যাদিকে 'মৃদঙ্গ' বলা হতো। পুষ্কর-বাদ্য, পটহ পখাওয়াজ, শ্রীখোল, দুহুল বা ঢোল প্রভৃতিকেও 'মৃদঙ্গ' শ্রেণীর বাদ্য বলা হয়। কর্ণাটকে ঢোলক-জাতীয় যাবতীয় বাদ্যকে 'মৃদঙ্গম্' বলে। যদিও 'মৃদঙ্গম' রূপে পৃথকভাবে শাস্ত্রীয় পখাওয়াজ শ্রেণীর আনদ্ধবাদ্যকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**মৃদঙ্গী**—মৃদঙ্গ-বাদক।

**মেট্রোনোম্**—তালের মাত্রার সময়কাল প্রদর্শনের পাশ্চাত্য নির্মিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বিশেষ।

**মেরু-প্রস্তার**— [তাল-প্রস্তার দ্রষ্টব্য]

**মোড়া/মোরা**—আনদ্ধ-বাদ্যাদিতে বোল্ দ্বারা 'পেঁচ' তৈরী করা। [পেঁচ দ্রষ্টব্য]

**মোড়েদার/মোরেদার**—তব্‌লায় গৎ-বাদনে 'পেঁচ'-যুক্ত বোল্। [পেঁচ, গৎ দ্রষ্টব্য]

**মোহরা**— [মুখড়া দ্রষ্টব্য]

**মৌরজিক**—মুরজ-বাদক বা মৃদঙ্গ-বাদক। মৃদঙ্গী।

**মোহন-তাল**—১২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**মোহিনী-তাল**—৩, ৬, বা ২৩-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

## য

**য-গণ**— [গণ দ্রষ্টব্য]

**যৎ-তাল**—৮ বা ১৬-মাত্রার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**যতি**—বিরাম। তাল-বিভাগ। তালের লয়কে স্থির রেখে সময়ের গতি-বৈচিত্র্য। প্রাচীন 'দেশী' তালে তিন-রকম যতি ছিল যথা—(১) সমা; (২) স্রোতোগতা (স্রোতোবহা); (৩) গোপুচ্ছা। পরবর্তিকালে আরো দুটি ভেদ যুক্ত হয়, যথা—(৪) মৃদঙ্গা; (৫) পিপীলিকা। আদি মধ্য ও অন্ত্যে সমলয় থাকলে 'সমা' যতি; আদিতে বিলম্বিত, মধ্যে মধ্য-লয় এবং অন্ত্যে দ্রুত-লয় থাকলে 'স্রোতগতা' বা 'স্রোতবহা'; আদিতে দ্রুত, মধ্যে মধ্যলয় এবং অন্ত্যে বিলম্বিত-লয় থাকলে 'গোপুচ্ছা'; আদি ও অন্ত্যে দ্রুত-লয় এবং মধ্যে বিলম্বিত লয় থাকলে 'মৃদঙ্গা' এবং আদি ও অন্ত্যে বিলম্বিত এবং মধ্যে দ্রুত-লয় থাকলে হয় 'পিপীলিকা' যতি।

**যতি-লগ্ন তাল**—৬-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**যতিশেখর-তাল**—১৫-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**যতিসোম-তাল**—৫৬-মাত্রার কীর্তনাঙ্গ তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**যন্ত্র১**—বাদ্যযন্ত্র। তত (তন্ত্রী), অবনদ্ধ (আনদ্ধ), সুষির ও ঘন বাদ্যযন্ত্র।

**যন্ত্র২**—তালবাদনের ক্ষেত্রে নানা গাণিতিক ছক।

**যন্ত্রী**—বাদ্যযন্ত্রের বাদক।

**যব**—প্রাচীন পরিমাপক একক।

**যুগলবন্ধ**—জুগল-বন্দী। দুটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির আনদ্ধবাদ্য একই সময়ে একত্রে তাল বাজালে 'যুগলবন্ধ' বাদন হয়। বাদনকালে প্রত্যেকে নিজ নিজ বাদ্যের বাদন-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন।

**যোগ-তাল**—অপ্রচলিত তাল বিশেষ।

## র

**র-গণ**— [গণ দ্রষ্টব্য]

**রঙ্গ-তাল**—১৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রঙ্গপ্রদীপক-তাল**—৪০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রঙ্গাভরণ-তাল**—৩৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রঙ্গোদ্যত-তাল**—৪০-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রটি-তাল**—১২-মাত্রা বিশিষ্ট কর্ণাটকী চতস্র-জাতির 'অট'-তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রণ-তুর্য**—একপ্রকার আনদ্ধবাদ্য যা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**রণ-বাদ্য**—যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার্য যে-কোনো আনদ্ধবাদ্য।

**রতি-তাল**—১২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রতিলীল-তাল**—২৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রথ-তাল**—৫-মাত্রার কর্ণাটকী খণ্ড-জাতির 'এক-তাল'। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রবি-তাল**—১২-মাত্রা বিশিষ্ট কর্ণাটকী সংকীর্ণ-জাতির 'ঝম্প'-তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রবি-নন্দনী তাল**—১৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রবিমণ্ঠ-তাল**—৪৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাও-তাল**—২০-মাত্রার কর্ণাটকী সংকীর্ণ-জাতির 'মণ্ঠ'-তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাগবর্ধন-তাল**—১৯-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাগ-তাল**—৭-মাত্রার কর্ণাটকী মিশ্র-জাতির 'এক-তাল'। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাজ-তাল১**—৪৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাজ-তাল২**—৭-মাত্রার কর্ণাটকী খণ্ড-জাতিব 'রূপক' -তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাজচূড়ামণি-তাল**—৩২-মাত্রার অপ্রচলিত 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাজনারায়ণ-তাল**—২৮-মাত্রার অপ্রচলিত 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাজবক্ষ-তাল**—২৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাজবিদ্যাধর- তাল**—১৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাজমণ্ডিত-তাল**—১৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাজমার্তণ্ড-তাল**—১৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাজমৃগাঙ্ক-তাল**—১৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাজসিংহ-তাল**—৪০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাজারাম-তাল**—২৪-মাত্রাব অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাবীন্দ্রিক-তাল**—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৃষ্ট অথবা প্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাম-তাল**—অপ্রচলিত তাল।

**রায়বঙ্কোল-তাল**—২৪- মাত্রার অপ্রচলিত 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রাসক-তাল**— [রাস-তাল দ্রষ্টব্য]

**রাস-তাল**—১২-মাত্রার কর্ণাটকী খণ্ড-জাতির 'মঠ্য' বা 'মট্ট'-তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রিওয়াজ/রেওয়াজ**—অনুশীলন। অভ্যাস। রীতি।

**রুচিরমষ্ঠ-তাল**—৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রুদ্র-তাল**—১১ বা ১৫ বা ১৬ বা ১৭-মাত্রার অল্প-প্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রূপক-তাল**—৫-মাত্রা [**নির্দোষ-তাল**] বা ৬ বা ৭ বা ৯ বা ১১-মাত্রার অপ্রচলিত এবং অল্প-প্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রেখা-তাল**—অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**রেলা**—'কাযদা'- বাদনে ব্যবহার্য বোল্‌গুলির মধ্যে কিছু নির্বাচিত বোল্‌ চতুর্গুণ ও আটগুণ দ্রুত লয়ে বিস্তার ও পুনরাবৃত্ত সহ বাজানোকে 'রেলা' বলা হয়। রেলার সাধারণত দুটি প্রকার-ভেদ আছে, যথা—১. কায়দা-রেলা (কায়দার বোল দ্বারা রচিত) এবং ২. ভিন্ন-রেলা (পখাওয়াজের বোল্‌ দ্বারা রচিত)। [**কায়দা** দ্রষ্টব্য]

**রেলা-জাতি**—'রেলা' বাদনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণী-ভেদ। রেলা-জাতি চার-প্রকার।

যথা—১. স-কার জাতির রেলা; ২. নর্দন-জাতির রেলা; ৩. পাধান্দ্-জাতির রেলা; এবং ৪. পাক্ধিয়া-জাতির রেলা। নিচে একটি করে উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে ঃ

১. **স-কার** জাতির রেলা — [৮-মাত্রা]

১ ২ ৩ ৪

ধাতেরে ঘেড়েনাগ । তিগনাগ ধাতেরে । ঘেড়েনাগ তিগনাগ । ধাতেরে ঘেড়েনাগ

৫ ৬ ৭ ৮

তাতেরে ঘেড়েনাগ । তিগনাগ ধাতেরে । ঘেড়েনাগ তিগনাগ । ধাতেরে ঘেড়েনাগ

২. **নর্দন**-জাতির রেলা — [৮-মাত্রা]

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ধাঘেড়ে । নাগদিন । নানাকতা । ধাঘেড়ে । নাগদিন । নানাকতা । তাকদিন। নানাকতা

৩. **পাধান্দ্**-জাতির রেলা— [৮-মাত্রা]

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ধা-তেরে ।কেটেধেরে ।ধেরেধেরে ।ঘেড়েনাগ। ধা-তেরে। ঘেড়েনাগ ।থুন্না। কেটেতাগ

৪. **পাক্ধিয়া**-জাতির রেলা— [৪-মাত্রা]

১ ২ ৩ ৪

ধা-তেরে। কেটেধা । ঘেড়েনাগ। তিগনাগ

**রৌ**—তন্ত্রীবাদ্যে 'ঝালা'-ক্রিয়ার কালে 'রেলা'-র সম্পূর্ণ অথবা নির্বাচিত বোল্ যখন বিস্তার-বিহীনভাবে অথচ ছন্দ-সহ একইভাবে নিরন্তর বানানো হয় তাকে 'রৌ' বলে।

[রেলা দ্রষ্টব্য]

## ল

**লওয়া**—কীর্তনাঙ্গ তালের ঠেকা।

**লক্ষণ**—বৈশিষ্ট্য।

**লক্ষ্ম**—শাস্ত্র-সমর্থিত। শাস্ত্রীয়। ঔপপত্তিক।

**লক্ষ্মী-তাল**—৮ বা ১৮ বা ৩৬-মাত্রার অল্প-প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**লক্ষ্মীশ-তাল**—১৭-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**লক্ষ্ণৌ ঠুংরী-তাল**—৮-মাত্রার অল্প-প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**লক্ষ্য**—প্রচলিত। ব্যবহারিক। ক্রিয়াত্মক।

**লগ্গী**—দাদ্রা, কার্ফা, রূপক ইত্যাদি লঘুপ্রকৃতির তালে ত্রিতালের কায়দার মতন দ্রুত-বাদন উপশাস্ত্রীয় ও লঘু-চালের গানে সংগত করার সময় বাজানো হয়। কোনো কোনো মতে, 'লগ্গী' বাজানোর সময়ে প্রতি মাত্রায় বোলের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি করা হয়।

**লগ্ন-তাল**—প্রাচীন অপ্রচলিত 'দেশী'-তাল।

**লগ্নযতি-তাল**— [যতিলগ্ন-তাল দ্রষ্টব্য]

**লঘু**—'গান্ধর্ব' বা 'মার্গ' তাল-পদ্ধতিতে ৫টি বর্ণ বা অক্ষরের দ্রুত-উচ্চারণ কাল; অথবা 'দেশী' তাল-পদ্ধতিতে ৪টি বর্ণ বা অক্ষরের দ্রুত-উচ্চারণ কাল। লঘুর তালাঙ্গ-চিহ্ন (I)।

[কাল, তালাঙ্গ দ্রষ্টব্য]

**লঘুশেখর-তাল**—৫ বা ৭-মাত্রার অল্প-প্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**লড়ি, লড়ী**—উপশাস্ত্রীয় বা লঘু-প্রকৃতির গীতে তব্‌লা-সংগৎকালে 'লগ্গী' বাদনের পর 'লগ্গী'-তে প্রযোজ্য বোল্‌বাণীর নির্বাচিত অংশ রেলার মতন দ্রুত-গতিতে বিপরীতক্রমে বাজানোকে 'লড়ী' বলে। [লগ্গী দ্রষ্টব্য]

**লব্**—তব্‌লা বা পখাওয়াজের প্রান্তদেশীয় সংলগ্ন সাদা চর্মাচ্ছাদন। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**লয়**—দুটি তাল-মাত্রার মধ্যবর্তি অংশের গতি। এই লয় সাধারণতঃ তিনপ্রকার— যথাক্রমে বিলম্বিত-লয়, মধ্য-লয়, দ্রুত-লয়। মধ্য-লয়কে 'প্রমাণ-লয়' বলে। মধ্যলয়ের দ্বিগুণ মন্থর সময়-যুক্ত কালকে বিলম্বিত-লয় এবং দ্বিগুণ দ্রুত সময়-যুক্ত কালকে দ্রুত-লয় বলে।

**লয়কারী**—লয়ক্রিয়া। বাদনকালে নির্দিষ্ট তাল-মাত্রার মধ্যে গতির হেরফের ঘটিয়ে লয়ের বৈচিত্র্য-সাধন। সাধারণত লয়ক্রিয়া বা লয়কারী দু'প্রকার হয়ে থাকে, যথা— **অখণ্ড** (দু'গুণ, তিন-গুণ, চার-গুণ, ছ'গুণ, আট- গুণ ইত্যাদি) এবং **খণ্ড** (আড়ি, বিআড়ী, কুআড়ী, মহাকুআড়ী, মহাবিআড়ী .. ইত্যাদি)

**লয়-তাল**—৭৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**লর-তাল**—২৩-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। কর্ণাটকী মিশ্র-জাতির ধ্রুব-তাল (২৩-মাত্রা)।

[তাল দ্রষ্টব্য]

**ললিত-তাল**—১৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ললিতা-তাল**—৪ বা ১৬-মাত্রার তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ললিতপ্রিয়-তাল**—২৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**লহর**—প্রাচীন তাল-প্রবন্ধ বিশেষ।

**লহরা**—একক শাস্ত্রীয় তব্‌লা-বাদন। 'লহরা' বাদনের কতকগুলি স্তর থাকে, যথা— (ক) উঠান, মুখড়া/মোহড়া, ঠেকা, আমদ বা আলঙ্কারিক বিস্তার, যথা— বাঁট, পেশ্‌কার, কায়দা, চলন, গৎ, রেলা, টুক্‌ড়া, তিহাই বা মোহরা। অন্যমতে, (খ) থাপ্, মুখড়া/মোহড়া, উঠান, নিকাস, ঠেকা ও আমদ।

**লহরী**—প্রাচীনকালে একক-তালবাদনের প্রথম অংশ বা প্রারম্ভিক ক্রিয়া।

**লাবনী-তাল**—৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**লীল-তাল**—১১-মাত্রার কর্ণাটকী মিশ্র-জাতির 'ত্রিপুট' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**লীলা-তাল**— [লীলাতাল দ্রষ্টব্য]

**লীলাবতী-তাল**—১৩-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**লীলাবিলাস-তাল**—অপ্রচলিত তাল বিশেষ। [তাল দ্রষ্টব্য]

**লোকমাতা-তাল**—১৯-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

## শ

**শক্তি-তাল**—১০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শঙ্কর-তাল**—১৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শঙ্খ-তাল$_১$**—৭-মাত্রার কর্ণাটকী তিস্র-জাতিব 'ত্রিপুট' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শঙ্খ-তাল$_২$**—১০ বা ১৩-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শনি-তাল**—১২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শবার্ণী-তাল**—৭-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শম্যা**— [ক্রিয়া দ্রষ্টব্য]

**শম্ভু-তাল**—১৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শরজন্মা-তাল**—১৫-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শরভক্রীড়া-তাল**—১৯-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শরভলীল-তাল**—২৪-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শলূ-চৌতাল**—২২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শশীশেখর-তাল**—৪৪-মাত্রার কীর্তনাঙ্গ তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শিখর-তাল**—১৭-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শিখিরবাহন-তাল**—১২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শিঞ্জিনী**—নূপুর। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**শুদ্ধসওয়ারী-তাল**—১৫-মাত্রার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শুষ্ক-অক্ষর**—অর্থহীন বোল্‌সমূহ।

**শুষ্ক-বাদ্য**—একক বাদ্য-বাদন।

**শূল-তাল**—সুর্‌ফাঁক-তাল বা সুবফাক্তা তাল। ১০-মাত্রার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শেষ-তাল**—১৯-মাত্রার অপ্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শোভাধাম-তাল**—২২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শ্যাম-কার্তিক তাল**—অপ্রচলিত তাল।

**শ্রবণলীল-তাল**—২১-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শ্রীকর-তাল**—১৪-মাত্রার কর্ণাটকী চতস্র-জাতিব 'ধ্রুব' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শ্রীখোল**— [খোল, বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**শ্রীজানকী-তাল**—১১-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শ্রীনন্দন-তাল**—২৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শ্রীমস্তরঞ্জন-তাল**—১৯-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শ্রীরঙ্গ-তাল**—৩২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শ্রীশেখর-তাল**—১১-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**শ্রুতি-তাল**—২২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

## ষ

**ষটক**—লঘু (I)-মাত্রার ৬-গুণ বা ২৪ অক্ষবমাত্রার স্থায়ী কাল।

**ষট্‌পিতাপুত্রক**—৬০-মাত্রার প্রাচীন 'মার্গ' বা 'গান্ধর্ব' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ষড়ঙ্গ**—কর্ণাটকী পদ্ধতিতে তাল-লয়ের ৬-টি 'কাল', যথা—অনুদ্রুত (◡), দ্রুত (০), লঘু (I), গুরু (S), প্লুত (S'), এবং কাকপদ (+)।

**ষষ্ঠী-তাল**—৬-মাত্রার দ্রুতগতি-সম্পন্ন প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ষোল-দুন**—তালের মধ্যলয়ের ১৬-গুণ দ্রুতগতি বিশিষ্ট। [তাল দ্রষ্টব্য]

**ষন্মুখ-তাল**—১০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

## স

**সওয়ারী/সবারী/সোয়ারী তাল**—১৪ বা ১৫ বা ৩০ বা ৩২-মাত্রার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সওয়ারী, অথমঞ্জরী-তাল**—১৬-মাত্রার অল্প-প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সওয়ারী, কয়েদ-তাল**—১০-মাত্রার অল্প-প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সওয়ারী, কাওয়াল-তাল**—১৪-মাত্রার অল্প-প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সওয়ারী, কুর্ক-তাল**—১৭-মাত্রার অল্প-প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সওয়ারী, ছোটী-তাল**— [সওয়ারী, **পঞ্চম** দ্রষ্টব্য]

**সওয়ারী, জেনানা-তাল**—১৫-মাত্রার অল্প-প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সওয়ারী, তৃতীয়/তাসেকে-তাল**—১৪-মাত্রার অল্প-প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সওয়ারী, পঞ্চম-তাল**—১৫-মাত্রার অল্প-প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সওয়ারী, বসারী-তাল**—১৬-মাত্রার অল্প-প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সক-তাল**—১৭-মাত্রার কর্ণাটকী খণ্ড-জাতির 'ধ্রুব'-তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সংগবিক্রম-তাল**—৬৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সংঘলীলা-তাল**—১৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সংগীত-পদ্ধতি**—অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় সংগীতে (গীত, বাদ্য ও নর্তন) দু'টি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, যথা— (১) **গান্ধর্ব** বা **মার্গ**; এবং (২) **দেশী** বা আঞ্চলিক-অভিজাত। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে দু'প্রকার সংগীত-রীতি বা সংগীত-পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়, যথা—(১) **উত্তরী** বা উত্তর-ভারতীয়; এবং (২) **দক্ষিণী** বা দক্ষিণ-ভারতীয়। খৃষ্টীয় ১৫শ-১৬শ শতক থেকে 'উত্তরী' রীতিকে **হিন্দুস্থানী** এবং 'দক্ষিণী' রীতিকে **কর্ণাটক** বা **কর্ণাটকী** বলা হতে থাকে।

**সংগীতজ্ঞ**—সংগীত বিষয়ক জ্ঞানী অথবা গুনী ব্যক্তি বিশেষ। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে সংগীতজ্ঞদের নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন—

(ক) বৈদিকযুগে — **'সামগ'** বা সাম-গায়ক, যাদের মধ্যে উদ্‌গাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা প্রভৃতি। তাছাড়া ছিল **গন্ধর্ব, কিন্নর, অপ্সর** প্রভৃতি।

(খ) প্রাচীন গান্ধর্বযুগে— **গীতবিদ্, বাদ্যবিদ্, নর্তনবিদ্** এবং **আচার্য** (শিক্ষক)।

(গ) প্রাচীন দেশী-সংগীতের যুগে—**বাগ্‌গেয়কার** (পদকর্তা, গায়ক ও সুরকার), **গান্ধর্ব** (মার্গ ও দেশী সংগীতে পারদর্শী), **স্বরাদি** (মার্গ-সংগীতজ্ঞ), **শিক্ষাকার** (শিক্ষার্থী), **অনুকার** (অন্য গায়কের ভঙ্গি অনুকবণে দক্ষ), **রসিক** (বোদ্ধা শ্রোতা), **রঞ্জক** (শ্রোতার মনোবঞ্জনকারী) ও **ভাবক** (গানে ভাব-উৎপাদক)।

(ঘ) সংগীতের মধ্যযুগে—**সহকার** (শিক্ষক), **কলাবন্ত** (ধ্রুপদ-গায়ক), **ঢাড়ী** (অল্প-শিক্ষিত গায়ক-বাদক), **কওয়াল** (ঢাড়ী সম্প্রদায়ের খ্যাল-গায়ক), **হুরকিয়া** (মৃদঙ্গ-বাদক ও ধ্রুপদ-গায়ক), **দফজন** (ডফ্ ও ঢোল বাদিকা এবং ধ্রুপদ-গায়িকা যাঁরা 'ঢাঁড়ী' সম্প্রদায়ভুক্ত), **নটুয়া** (গায়ক ও নর্তক), **নায়ক** (ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াত্মক সংগীতে দক্ষ,) **পন্ডিত** (সংগীত-তাত্ত্বিক কিন্তু গায়ক নন), **আতাঈ** (অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত দক্ষ গায়ক-বাদক), **কীর্তনীয়া** (কীর্তন-গায়ক)।

(ঙ) সংগীতের আধুনিক যুগে — **তাত্ত্বিক** (প্রাচীন ও অবর্চীন সংগীতশাস্ত্র বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যতীত, উদ্ধৃতি দিতে পারেন এবং ক্রিয়াত্মক সংগীতে পটুত্ব নেই। ইংরেজীতে এঁদের বলা হয় 'থিওরিস্ট', **সংগীত-বিজ্ঞানী** (ইংরেজীতে বলে 'মিউজিকোলজিস্ট' । এঁরা প্রাচীন ও অর্বচীন সংগীত-সিদ্ধান্তগুলিকে ক্রিয়াত্মক উদাহরণ সহ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে পারেন), **শিল্পী** (সৃজনমূলক প্রতিভাসম্পন্ন গায়ক-বাদক-নর্তক), **গায়ক-বাদক-নর্তক** (অপরের সৃষ্ট সংগীত-বস্তুকে অনুকরণ প্রতিভার দ্বারা প্রকাশ করতে পারে।), **গীতিকার** (গীত-রচয়িতা), **সুরকার** (নিজের অথবা অপরের রচিত পদে সুরারোপ করে থাকেন।), **সংগীত-সমালোচক** এবং **সংগীত-উদ্যোক্তা**।

**সপ্তর্ষি-তাল**—১৭-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সবাল-জবাব**—চাপান-উতোর। তন্ত্রীবাদ্যের সঙ্গে সংগৎকালে তন্ত্রীবাদকের দ্বাবা বাদ্যে প্রদর্শিত সুর-বৈচিত্র্যের অনুসরণে আনদ্ধ-বাদকের ছন্দের জবাব।

**সম্**—তালের প্রথম মাত্রায় প্রবল ঝোঁক বা ঘাত। প্রস্বন।

**সম্-কি-তিন**—একপ্রকার লয়কারী, যাতে বিশেষ বোল-বাণী এক নির্দিষ্ট ছন্দে তিন-বার আবর্তিত হয়ে তালের 'সম্' বা প্রথম মাত্রায় এসে পড়ে।

**সমগতি**—বরাবর লয়। যে-গতিতে প্রতি-মাত্রার স্থায়িত্ব-কাল সমান। [গতি দ্রষ্টব্য]

**সমগ্রহ**— [গ্রহ, তাল-প্রাণ দ্রষ্টব্য]

**সম-তাল$_১$**—১৪ বা ২০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সম-তাল$_২$**—১০-মাত্রার কর্ণাটকী চতস্র-জাতির 'মট্য'-তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সমদর্শন-তাল**—২৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সমপদী**—যে-তালের প্রত্যেক বিভাগে সমান-সংখ্যক মাত্রা থাকে।

**সমপাণি**—সম-গ্রহ। [গ্রহ দ্রষ্টব্য]

**সম-মাত্রিক**— [সমপদী দ্রষ্টব্য]

**সমা-যতি**—গানের আদি, মধ্য ও অন্ত্যে একই প্রকার লয়। [লয়, যতি দ্রষ্টব্য]

**সমীর-তাল**—৭-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সম্পক্কেষ্টাক-তাল**—৬০-অক্ষরমাত্রার গান্ধর্ব-তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সাগর-তাল**—১৭-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সাজ**—বাদ্য।

**সাজবাদ্য**—কন্সার্ট বা বৃন্দ-বাদন।

**সাত্তি-তাল**—১০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সাথ্‌**—ধ্রুপদ, ধমার জাতীয় গীতের সঙ্গে পখাওয়াজে লয়কারীর উপযোগী বোলবাণী।

**সাথ্‌-বাদ্য**—সহযোগী বাদ্য।

**সাথ্‌-সঙ্গৎ**—গীত-বাদ্য কালে প্রকৃতি ও চরিত্র অনুসারে আনদ্ধবাদ্যাদির উপযুক্ত সহ-বাদন, যাতে সমগ্র অনুষ্ঠানটি রসোত্তীর্ণ হয়।

**সরভলীল-তাল**—২৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সরস্বতী-তাল**—১৬ বা ১৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ তাল**—২৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সরোজ-তাল**—১২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সার-তাল**—৮-মাত্রার কর্ণাটকী ত্রাস্র-জাতির 'মট্য'-তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সারঙ্গ-তাল**—৪ বা ৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সারস-তাল**—১০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সালবন্ট-তাল**—২৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সিধা**—সরল। শুদ্ধ.

**সিংহ-তাল**—১৮-মাত্রাব অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সিংহ-তাল**—১৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সিংহনন্দন-তাল**—১২৮-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সিংহনাদ-তাল**—৩২ বা ৪০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সিংহবিক্রম-তাল**—৬৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সিংহবিক্রীড়িত-তাল**—৯৬-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সিংহলীল-তাল**—১০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সিংহসওয়ারী-তাল**—২১-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সুত-তাল**—৩-মাত্রার কর্ণাটকী তিস্র-জাতির 'এক-তাল'। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সুদর্শন-তাল**—২০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সুদর্শনচক্র-তাল**—৩০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সুরঙ্গ-তাল**—অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সুর-তাল**—১০-মাত্রার কর্ণাটকী মিশ্র-জাতির 'ঝম্পা'-তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সূর্য-তাল**—অপ্রচলিত তাল বিশেষ।

**সুরফাঁক/সুরফাক্তা/সূল-তাল**—১০-মাত্রার প্রচলিত হিন্দুস্থানী তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**সূলাদি সপ্ত-তাল**—'সংগীত-মকরন্দ' গ্রন্থে [ডঃ প্রদীপ কুমার সম্পাদিত ও অনুবাদিত] উল্লিখিত সপ্ত-তালের সমাহার। এই তালগুলি হলো— ধ্রুব, মঠ, প্রতিমঠ, লম্ভ, রাসক, অষ্টতাল ও একতালী।

**স্কন্দ-তাল**—৪০-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**স্থাপন**—আনদ্ধবাদ্যাদিকে বাদনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত স্থানে রাখা।

## হ

**হনুমান্-তাল**—১১ বা ১২-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হপ্তা-তাল**—১১-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হর্ষধারা-তাল**—১০-মাত্রার প্রাচীন কীর্তনাঙ্গ তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হরি-তাল**—২৪-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হর-তাল**—১১-মাত্রা বিশিষ্ট কর্ণাটকী সংকীর্ণ জাতির 'রূপক' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হয়মালাবন্ধনী-তাল**—২৮-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হয়-তাল**—৭-মাত্রা বিশিষ্ট কর্ণাটকী চতস্র জাতির 'ঝম্প' তালের অপর নাম। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হয়লীল-তাল**—১৬-মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হস্তপাট/হস্তপাড়**—আনদ্ধবাদ্যাদিতে বাদনযোগ্য বোল্ যা হাতের সাহায্যে বাজানো হয়।

**হংস-তাল**—৯, ১০ বা ১৪-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হংসনাদ-তাল**—২৩ বা ৩২-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হংসপদ**—তালের ৮-লঘুমাত্রা (I) বা ৩২ অক্ষর-কাল বিশিষ্ট সময়। [মাত্রা-বিভাগ দ্রষ্টব্য]

**হংসপদ-তাল**—৩৬-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হংসলীল-তাল**—১০ বা ১২-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হংসলীলা-তাল**—১০ বা ৪০-মাত্রার প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হংসলোল**—৫-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হাত-বাদ্য**—কীর্তন গানের 'কাটান' অংশের স্তরের সঙ্গে সরল ছন্দ-সমন্বিত খোলা হাতের বাদন।

**হরিপূর্বক-তাল**—২৮-মাত্রা বিশিষ্ট প্রাচীন 'দেশী' তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হাতটী-বাদন**—কীর্তন গান আরম্ভকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনসূচক এবং শ্রোতাদের চিত্ত-আকর্ষণকারী সুমধুর বোল্ ও ছন্দ সহযোগে প্রারম্ভিক শ্রীখোল-বাদন।

**হালিয়া-তাল**—ঠুম্‌রী-তালের অপর নাম (৮-মাত্রা)। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হিমাংশু-তাল**—১৫-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হীন-তাল**—৮-মাত্রা বিশিষ্ট ত্র্যস্র জাতির 'মট্য' (কর্ণাটকী) তালের অপর নাম।[তাল দ্রষ্টব্য]

**হিস্‌সা**—তালের বা তাল-অলঙ্করণের (যথা, টুক্‌ড়া, পেশকার, কায়দা, গৎ প্রভৃতি) অংশ বা খণ্ড।

**হিসাব্**—আনদ্ধবাদ্যাদির বাদনক্রিয়ার গাণিতিক বিবরণ।

**হুডুক্কা**—একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধবাদ্য। [বাদ্য দ্রষ্টব্য]

**হেমবতী-তাল**—২১-মাত্রার অপ্রচলিত তাল। [তাল দ্রষ্টব্য]

**হোরী-তাল**—১৪-মাত্রা বিশিষ্ট প্রচলিত হিন্দুস্থানী 'ধমার' তালের অপর নাম।[তাল দ্রষ্টব্য]

## সহায়ক গ্রন্থ-তালিকা

নাট্যশাস্ত্র। ৪র্থ খণ্ড। চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান। কাশী। পঃ বাবুলাল শুক্ল।
সংগীত-রত্নাকর। ৩য় খণ্ড। আড়েয়ার সংস্করণ।
সংগীত-রত্নাকর। ১ম খণ্ড। সটীক অনুবাদ ঃ ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ। পঃ রাজ্য সংগীত আকাদেমি।
সংগীত-চূড়ামণি। জগদেকমল্ল। গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ।
সংগীত-মকরন্দ। নারদ। মূল সহ বঙ্গানুবাদ : ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ।
A Dictionary of South Indian Music & Musicians : P. Shambamurthi.
South Indian Music · P. Shambamurthi. (Vo. I to VI)
দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের কথা। ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ।
তাল-অঙ্ক (হিন্দী)। সংগীত কার্যালয়। হাথরাস।
মৃদঙ্গ-অঙ্ক (হিন্দী)। সংগীত কার্যালয়। হাথরাস।
তাল- প্রকাশ (হিন্দী)। ভগবত শরণ শর্মা।
তবলার বাজ (১ম ও ২য় খণ্ড)। অধ্যাপক অনিল ভট্টাচার্য।
তব্‌লে পর দিল্লী ঔর পূরব্‌ বাজ (হিন্দী)। প. সত্যনারায়ণ বশিষ্ঠ।
তব্‌লা-দর্শিকা। শুভাশিস ভট্টাচার্য।
তব্‌লা-বিজ্ঞান ও বাণী। রবীন্দ্রকুমার বসু।
সচিত্র তবলা শিক্ষা। রবীন্দ্রকুমার বসু।
খোলবাদ্য শিক্ষা। শ্রীভোলানাথ দত্ত।
ভারতীয় সংগীতে তাল ও ছন্দ। সুবোধ নন্দী।
তবলা তরঙ্গিণী। শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস।
বৈষ্ণব সংগীত-শাস্ত্র। গুরু বিপিন সিংহ।
সংগীত-দপর্ণ। দামোদর পণ্ডিত। তাঞ্জোর সংস্করণ।
যন্ত্রকোষ। স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সম্রাট সেন সম্পাদিত।
গীতবাদ্যম্‌ (১ম খণ্ড)। লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ।
সংগীতি শব্দকোষ (১ম খণ্ড)। ডঃ বিমল রায়। পঃ বঃ রাজ্য সংগীত সংস্করণ।